উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,১৮০.৯৬ (-৭৮০.১৮)

নিফটি : ২৫,৮৭৬.৮৫ (-২৬৩.৯০)

প্রিয়াংকা এমন বিধ্বংসী কেন?
নজর কাড়লেন ‘দ্য ব্লাফ’-এ ৮

ভারতীয় পর্যটকদের ভিসায় ‘না’ ঢাকার ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ২৫° | ২৫° | ২৫° | ২৩° |
| সর্বনিম্ন | ৯° | ৯° | ৯° | ১০° |

ট্রাম্পের শুল্ক খাঁড়ায় চাপে দিল্লি ৭

শিলিগুড়ি ২৪ পৌষ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 9 January 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 231

বিকশিত ভারত - কর্মসংস্থান এবং জীবিকা মিশনের (গ্রামীণ) জন্য সুনিশ্চয়তা : ভিবি-জি রাম জি (বিকশিত ভারত-জি রাম জি) ধারা ২০২৫

১২৫ দিনের
নিশ্চিত মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান

বেকারত্ব ভাতার জন্য আরও জোরালো ব্যবস্থা | সময়মতো মজুরি প্রদান এবং বিলম্বের জন্য ক্ষতিপূরণ | গ্রাম সভা কর্তৃক বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা (ভিজিপিপি)

বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত বিকশিত ভারতের পথকে প্রশস্ত করছে

CBC 35101/13/0064/2526


## ঘড়ির কাঁটা ধরে

**সকাল ৬টা**
ইডি’র দুটি দল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশিতে বেরোয়।

**সকাল ৬.৩০ মিনিট**
একটি দল পৌঁছোয় কলকাতার লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের ফ্ল্যাটে। অন্য দল যায় সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে।

**সকাল ১১টা**
কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতীক জৈনের ফ্ল্যাটে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফ্ল্যাট থেকে সবুজ রঙের একটি ফাইল ও একটি ল্যাপটপ নিয়ে বের হন।

**বেলা ১২টা ১৫ মিনিট**
সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতীক জৈন এখানে না আসা পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন বলে জানিয়ে দেন।

**বেলা ২টো ৩০ মিনিট**
প্রতীক জৈনের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা।

**বিকেল ৪টে**
সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে পৌঁছোন প্রতীক জৈন।

**বিকেল ৪টে ১৫ মিনিট**
আইপ্যাকের অফিস ছেড়ে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আউট্রাম ঘাটে পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

**সন্ধে ৭টা**
আইপ্যাকের অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা। বাইরে তৃণমূল ইডি’র গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়।

বৃহস্পতিবার এক নজিরবিহীন ছবি দেখল বাংলা। আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি-অফিসে ইডি তল্লাশি চলাকালীন নথি ছিনিয়ে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দু’পক্ষই এখন কোর্টের দ্বারে। শুনানি শুক্রবার।

# নথি যুদ্ধ মমতার

“ এমন দুষ্টু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগে দেখিনি। যিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি দেশরক্ষা করতে পারেন না। অথচ ভোটের আগে এজেন্সিকে লেলিয়ে দিয়ে নোংরা রাজনীতি করছেন।

আমি যদি আজ বিজেপির পার্টি অফিসে পুলিশ পাঠিয়ে তল্লাশি চালাই, বা ওদের ডেটা নিয়ে নিই, সেটা কি ওরা মেনে নেবে? সেটা কি ঠিক হবে?

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী

“ যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফাইল ছিনিয়ে আনলেন, তাতে তিনি যে সংবিধান মানেন না তা স্পষ্ট। তদন্তকারী সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপ মানে অপরাধ।

-শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ

“ এটা ভেনেজুয়েলা নয়, এটা বাংলা। তৃণমূলের অফিস লুট করা গণতন্ত্র নয়, লুটতন্ত্র।

-সঞ্জয় সিং আপ নেতা

## আইপ্যাকের ‘ঘরে’ ইডি’র তল্লাশিতে ধুন্ধুমার

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা বনাম মমতার ‘রণংদেহি’ মেজাজ, বৃহস্পতিবার দিনভর এই দ্বৈরথেই তপ্ত রইল বঙ্গ রাজনীতি। কয়লা পাচার মামলায় তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি’র হানা এবং সেই তল্লাশি চলাকালীন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটনাস্থলে পৌঁছে নথি ‘ছিনিয়ে’ আনার ঘটনা জাতীয় রাজনীতিতে নজিরবিহীন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বৃহস্পতিবারের এই হাইভোল্টেজ ড্রামার মাধ্যমে মমতা একদিকে যেমন বিজেপি বিরোধিতায় নিজেকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুললেন, তেমনই বুঝিয়ে দিলেন এজেন্সির ভয়ে তিনি পিছু হটবেন না। সেইসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র বিরুদ্ধে বিষোদ্গারও করেছেন মমতা। সাংবাদিকদের সামনে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘এমন দুষ্টু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগে দেখিনি। যিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি দেশরক্ষা করতে পারেন না। অথচ ভোটের আগে এজেন্সিকে লেলিয়ে দিয়ে নোংরা রাজনীতি করছেন।’

বৃহস্পতিবার ভোর থেকে লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের ফ্ল্যাট ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি শুরু করে ইডি। উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে যখন তল্লাশি চলাকালীনই পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে সঙ্গে নিয়ে লাউডন স্ট্রিটে পৌঁছে যান মমতা। সেখান থেকে তিনি নাটকীয়ভাবে ফাইল ও ল্যাপটপ নিজের হেপাজতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

এরপর দশের পাতায়

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

## ভোটের আগেই কেন সক্রিয় এজেন্সি?

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** ভোট বড় বালাই। আর সেই ভোটের গন্ধ পেলেই বাংলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অতিসক্রিয়তা যেন এখন ক্যালেন্ডারের পাতায় বাঁধাধরা কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শহরের রাজনীতি যে নাটকীয় মোড় নিল, তা এই তত্ত্বকেই আরও জোরালো করে তুলল। তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির হানা এবং খবর পেয়েই খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে পৌঁছে যাওয়া- এই ঘটনাপ্রবাহ বুঝিয়ে দিল, ছাব্বিশের লড়াই কেবল ব্যালট বক্সে সীমাবদ্ধ নেই, তা পুরোদস্তুর ‘এজেন্সি বনাম শাসকদলে’র লড়াইতে পরিণত হয়েছে।

এদিন সকালে কলকাতার লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাড়ি ও পরে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে তল্লাশি চালায় ইডি। ইডির দাবি, পুরোনো কয়লা পাচার মামলার সূত্র ধরেই এই অভিযান। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০১৯ সাল থেকে তৃণমূলের নির্বাচনি রণকৌশল নির্ধারণে আইপ্যাকের ভূমিকা অপরিসীম। ভোটের ঠিক আগে সেই সংস্থার কর্ণধারকে জেরার আওতায় আনার অর্থ তৃণমূলের ‘ওয়াররুম’ বা কৌশলগত পরিকল্পনার মূলে আঘাত করা। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব জানে, তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তির সঙ্গে আইপ্যাকের কর্পোরেট রণকৌশল মিশলে তা তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

এরপর দশের পাতায়

## সবুজ ফাইলে রহস্য

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** সারদার ‘লাল ডায়েরি’র স্মৃতি উসকে দিয়ে রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে এখন ঘুরপাক খাচ্ছে এক রহস্যময় ‘সবুজ ফাইল’। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি’র তল্লাশির মাঝে আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিস থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধার করা নথিগুলি ঘিরেই দানা বেঁধেছে বিতর্ক। এই ফাইলগুলির ভেতরে ঠিক কী এমন গোপন তথ্য রয়েছে, যা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রীকে স্বয়ং রণক্ষেত্রে নামতে হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষ করে সল্টলেকের অফিসে উদ্ধার হওয়া নথিতে ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার’ লেখা থাকায় বিতর্কের পারদ চড়েছে কয়েক গুণ।

*প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি তল্লাশি চলাকালীন নজরদারি।*

রহস্যের সূত্রপাত এদিন সকালে লাউডন স্ট্রিটে প্রতীকের ফ্ল্যাটে। ইডি’র তল্লাশি চলাকালীন সেখানে পৌঁছে মাত্র দশ মিনিটের ব্যবধানে মুখ্যমন্ত্রী যখন বেরিয়ে আসেন, তাঁর হাতে ছিল একটি উজ্জ্বল সবুজ রঙের ফাইল ও একটি ল্যাপটপ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই দাবি করেন, ইডি আসলে তৃণমূলের নির্বাচনি রণকৌশল ও সম্ভাব্য প্রার্থীতালিকা হাতিয়ে নিতে এসেছিল। তিনি সগর্বে জানান, দলের যাবতীয় গোপন নথি ও হার্ডডিস্ক তিনি নিজের কবজায় নিয়ে এসেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, একটি বেসরকারি সংস্থার কর্ণধারের বাসভবনে রাজনৈতিক দলের নথিপত্র কেন রাখা ছিল? আর যদি তা শুধুই রাজনৈতিক নথি হয়, তবে তার সুরক্ষায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে কেন ছুটে যেতে হল?

নাটকীয়তার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের আইপ্যাক অফিসে। সেখানেও দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালায় ইডি। কিন্তু এরই সমান্তরালে অফিসের বাইরে দেখা যায় এক নজিরবিহীন দৃশ্য। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরা অফিস থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ ফাইল বের করে

এরপর দশের পাতায়

## উত্তরের খোঁজে

### মৌসম চলে যায় অজান্তে, জানেন না মৌসম!

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

শূন্য প্লাস শূন্য করলে কী হয়? কী হয় আবার? শূন্যই হয়!

শূন্য মাইনাস শূন্য করলে কী হয়? এবার এই প্রশ্নটা করলে আপনি রেগেই যাবেন-- ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? কী হয় আবার? শূন্যই তো হয়!

সরি সরি, কোনওরকম ইয়ার্কির জন্য প্রশ্ন দুটো করা হচ্ছে না। করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় জেলার এক রাজনৈতিক সমীকরণ বোঝাতে।

মৌসম নুর কংগ্রেসে ফেরায় কংগ্রেসের কী লাভ হল? উত্তর ওই শূন্যর মতোই। তেমন কিছুই নয়। বড়জোর হয়তো সুজাপুর।

মৌসম নুর তৃণমূল থেকে সরে যাওয়ায় তৃণমূলের কী ক্ষতি হল? উত্তর ওই শূন্যের মতোই। তেমন কিছুই ক্ষতি হল না। বড়জোর হয়তো সুজাপুর।

মৌসম বাংলার রাজনীতির এক অন্যতম সেরা উদাহরণ, যেখানে অফুরন্ত সুযোগ পেয়েও কেউ কাজে লাগাতে পারলেন না। স্রেফ উদ্যোগের অভাবে, নিজস্ব আলসেমির দোষে, ভালো পরামর্শের দোষে।

এরপর দশের পাতায়

## শীতে কাবু উত্তর, মৃত্যু প্রৌঢ়ার

*শীতের সকালে পরিবারের সঙ্গে পথে খুদে। গাজোলে। -পঙ্কজ ঘোষ*

**বিশ্বজিৎ সরকার ও সানি সরকার**

**রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** সকালে ঘন কুয়াশা, রাতে উত্তুরে হাওয়ার দাপট। দুপুরে হালকা রোদের ঝলকে কিছুটা স্বস্তি মিললেও, সকাল ও রাতে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা থেকে রেহাই মিলছে না। এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মৃত্যুর ঘটনা ঘটল উত্তর দিনাজপুরে। কালিয়াগঞ্জ থানার ডালিমগাঁও সংলগ্ন মৃজাপুর গ্রামের বাসিন্দা বিসিলা বর্মনের (৫৯) মৃত্যু ঠান্ডার জেরে হয়েছে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিন সকালে চায়ের দোকানে অসুস্থ হয়ে পড়া বিসিলাকে মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের পর সুপার ডাঃ প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, ‘অতিরিক্ত ঠান্ডায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে তা জানা গিয়েছে।’ এদিকে এখনই যে পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন ঘটবে না, তা পূর্বাভাসে স্পষ্ট। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, ‘আরও কয়েকদিন এমন পরিস্থিতি থাকবে। কুয়াশার জন্য মূলত গৌড়বঙ্গে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাতের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।’

পারদ পতন অব্যাহত উত্তরবঙ্গে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। রায়গঞ্জে তা ছিল ৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। উত্তরের বাকি এলাকাগুলিও ৯-এর ঘরে। আর এমন কনকনে ঠান্ডায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রবল শীতের প্রকোপে দু’দিন ধরে অসুস্থ বোধ করছিলেন বিসিলা।

এরপর দশের পাতায়

## বেসরকারি হাতে টয়ট্রেনে জঙ্গল সাফারি

১১ জানুয়ারি থেকে প্রত্যেক শনি ও রবিবার শিলিগুড়ি জংশন থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত চলবে বিশেষ জয়রাইড। বেসরকারি হাতে থাকছে দুটো কামরা আর রেলের হাতে একটি। দুটির ভিন্ন ভাড়া, পরিষেবাও আলাদারকম।

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** শতবর্ষ পেরিয়ে আসা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ দার্জিলিং হিমালয়ান টয়ট্রেনে বেসরকারিকরণের ছোঁয়া লাগল। বেসরকারি সংস্থার হাত ধরে নতুন মোড়কে চালু হচ্ছে টয়ট্রেনের স্পেশাল জয়রাইড ‘জঙ্গল সাফারি’। শিলিগুড়ি জংশন থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত গিয়ে আবার জংশন ফেরত আসা এই ট্রেনে থাকবে প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন এবং বিকেলের জলখাবারের ব্যবস্থা। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করানো হবে পর্যটকদের। ১১ জানুয়ারি থেকে প্রত্যেক শনি ও রবিবার পাহাড়ি পথে ছুটবে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের এই বিশেষ জয়রাইড। উদ্বোধনে হাজির থাকবেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কীরেন্দ্র নারাহ, ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর বলেছেন, ‘এই জয়রাইডে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে টিকিট বুকিং হবে। আইআরসিটিসি-র মাধ্যমেও একটি কামরার টিকিট বুক করা যাবে।’

রেলের বেসরকারিকরণ নিয়ে দেশজুড়ে হইচইয়ের মধ্যেই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমাপ্রাপ্ত টয়ট্রেনকে কেন বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠছে। ডিএইচআর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসু অবশ্য দাবি করেছেন, ‘বেসরকারিকরণ নয়, বরং রেল তো আগেই টিকিটের টাকা পেয়ে যাচ্ছে। এতে রেলেরই লাভ।’

কোভিডের আগে টয়ট্রেনে শিলিগুড়ি থেকে রংটং জঙ্গল সাফারি শুরু করেছিল ডিএইচআর। ডাইনিং কোচ দিয়ে শুরু হয়েছিল যাত্রা। বিকেলে জয়রাইডের যাত্রীদের চায়ে আপ্যায়ন করত রেল। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই সেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে জঙ্গল সাফারি আর শুরু করতে পারেনি রেল। সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ডিএইচআর-এর। সেই চুক্তি অনুযায়ী পিপিপি মডেলে নতুন করে জঙ্গল সাফারি পরিষেবা শুরু হবে। শিলিগুড়ি জংশন থেকে তিনধারিয়া গিয়ে ফের জংশনে ফিরবে টয়ট্রেন। ইঞ্জিনের সঙ্গে তিনটি কামরা থাকবে। প্রথম দুটি কামরা বেসরকারি সংস্থা পিপিপি মডেলে চালাবে। একটি কামরা সরাসরি রেলের অধীনে থাকবে।

এরপর দশের পাতায়

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/BDO-ET/23/2025-26 (APAS), DATED: 07/01/2026
Last date and time for bid submission- 16/01/2026 at 18.00 hours. For more information please visit : https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএন/২০২৫/ ডিইটি/০৯, তারিখ: ১৯-১২-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী-২

টেন্ডার নং: সিই/সিওএন/কে কে/ এসআইএন/২০২৫/০৮ -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং সিওএন/২০২৫/ডিইটি/০৯ -এর জন্য সংশোধনী -২ জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/কেওয়াইআর ডাবল প্রজেক্ট/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে



# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Abridge Copy of e-Tender for Notice being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide **e-NIT No- 16/APD/ WBSRDA/PR/2025-26, Dated- 07.01.2026** Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.
**Sd/-**
**EE/WBSRDA/APD DIV**

## ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং জয়েন্টের ইউএসএফডি পরীক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিএমজিউএফইউএসএফডি-০১২০২৬-এমএলজি তারিখঃ ০৫-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ই-টেন্ডার নং. ডিএমজিউএফইউএসএফডি-০১২০২৬-এমএলজি। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জোন্ট ডিইএন/ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং ... পরীক্ষা। অনুমানিক টেন্ডার রাশি ২,৮৮,৩৭০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ২৮-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মহাপ্রবন্ধক (ডব্লিউ), মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

## কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল_টিআরডি_৫৬_২৫-২৬; তারিখ ০২-০১-২০২৬ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং.: ইএল_টিআরডি_৫৬_২৫-২৬; কাজের নামঃ "(সিডিউল-এ)- কাটিহার ডিভিশনের ... " সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার রাশি ... টাকা; বায়না রাশি ১,২৭,৩০০/- টাকা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

## পাখি রোধী ডিস্কের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৮-২৫-২৬-আরটি১ তারিখঃ ০৫-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-১৮-২৫-২৬-আরটি১। কাজের নামঃ ... পাখি রোধী ডিস্কের ব্যবস্থা করা ... টেন্ডার রাশি ... টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা এবং খোলা যাবে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, এপিএডিজিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

## পূর্ব রেলওয়ে

### ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মালটিপারপাস স্টলের চুক্তিবদ্ধ বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।ই নিলাম ক্যাটালগ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ মালদা-এমপিএস-২৬-০২। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ২২.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা।

মালদা ডিভিসনে মালটিপারপাস স্টল-এর জন্য ই-নিলাম

এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ। এএ/১, এমপিএস- এমএলডিটি-এসজিজি-এমপিএস-১৯-২৫-১, সুলতানগঞ্জ। এএ/২, এমপিএস- এমএলডিটি-এমজিআর-এমপিএস-৩৫-২৫-১, মুঙ্গের। এএ/৩, এমপিএস- এমএলডিটি-জেআরএলই-এমপিএস-৩২-২৫-১, জঙ্গীপুর রোড। এএ/৪, এমপিএস- এমএলডিটি-এসজিজি-এমপিএস-২০-২৫-১, সুলতানগঞ্জ। এএ/৫, এমপিএস- এমএলডিটি-বিইউপি-এমপিএস-২১-২৫-১, বারিয়ারপুর। এএ/৬, এমপিএস- এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমপিএস-৩৩-২৫-১, ধুলিয়ান গঙ্গা। এএ/৭, এমপিএস- এমএলডিটি-এসএক্সপি-এমপিএস-৩৪-২৫-১, সাঁকোপাড়া। এএ/৮, এমপিএস- এমএলডিটি-পিপিটি-এমপিএস-২৫-২৫-১, পীরপৈন্তী। এএ/৯, এমপিএস- এমএলডিটি-এমএলডিটি এমপিএস-১১-২৫-১, মালদা টাউন। এএ/১০, এমপিএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এমপিএস -২৮-২৫-১, হাঁসডীহা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-285/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_টিআরডি_৫৭_২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ইএল_টিআরডি_৫৭_২৫-২৬, কাজের নামঃ "সিডিউল-এঃ কাটিহার ডিভিশনের কানকি (কেকেএ) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। সিডিউল-বিঃ কাটিহার ডিভিশনের সুধানী (এসইউডি) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। সিডিউল-সিঃ কাটিহার ডিভিশনের তেলতা (টিইটিএ) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৯৪,৪৭,৭২৫.১০ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৮৯,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৭-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৭-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

## জানুয়ারি, ২০২৬ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

লামডিং ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য জানুয়ারি, ২০২৬ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

| ক্র.নং. | মাস | স্থির করা তারিখ |
| --- | --- | --- |
| ১ | জানুয়ারি, ২০২৬ | ১৩-০১-২০২৬, ২০-০১-২০২৬, ২৩-০১-২০২৬ ও ২৯-০১-২০২৬ |

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

## ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA PO-SUKNA, DIST-DARJEELING

### WALK IN INTERVIEW

1. Walk in interview for post of Coaches (Football, Volleyball, Basketball and Swimming) for Army Public School, Sukna on Casual Basis will be held on **03 Feb 2026 at 0900 AM**.
2 Applicants to bring attested copy of Education, Sports Qualification & Experience Certificates. No application will be accepted after 0900 hrs on **03 Feb 2026**.
3. Qualification : Minimum academic Qualification Pass Class XII/Graduation. Dip in Sports Coaching (SAI)/NSNIS Certificate in Coaching. National/Professional Coaching Certificate. Sports Experience – School/College/Dist Level.
4. Age Limit should not exceed 40 years in respect of candidate who do not have any coaching experience. Candidates between 40 to 57 years should have minimum coaching experience of 05 years in appropriate category.
5. Contact School at **0353-2573419/2573420** for any information.

Case No : 155181/AS/Adv
Dated : 08 Jan 2026

Sd/x x x x x x x x
**(Mrs Dola Sarkar Sinha)**
Principal
Army Public School, Sukna

## পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদান করার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** পার্কিং-২৬-০১; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১০.৪০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ** ১০৯৬।

| এসইকিউ নং. | লট নং./ক্যাটাগরি | বিবরণ |
| --- | --- | --- |
| এএ/১ | পার্কিং-কেআইআর-জেপিজি-এমএক্স-১৭০-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড) | স্থান জলপাইগুড়ি চার্কুলেটিং এরিয়ায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা জন্য পার্কিং লট। |
| এএ/২ | পার্কিং-কেআইআর-এইচডিবি-এমএক্স-১৬৯-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড) | স্থান হলদিবাড়ী স্টেশন চার্কুলেটিং এরিয়ায় দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা জন্য পার্কিং লট। |

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০২-০১-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

## শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

পয়েন্ট নং ২০৬এ/২০৮বি-এর রূপান্তরের জন্য, দমদম জংশন স্টেশন লিমিটে ডাউন মেইন লাইনে **১০.০১.২০২৬ তারিখ (শনিবার) রাত ১১টা ১৫ মিনিট** থেকে **১১.০১.২০২৬ তারিখে (রবিবার) সকাল ০৬ টা** পর্যন্ত ০৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ-

- **বাতিল [১১.০১.২০২৬ তারিখ (রবিবার)] ঃ** (১) বারাসাত - শিয়ালদহ ঃ আপ ৩৩৪৩১/ডাউন ৩৩৪৩২; (২) বনগাঁ - শিয়ালদহ ঃ আপ ৩৩৮১৩/ডাউন ৩৩৮১৮ এবং (৩) ডানকুনি - শিয়ালদহ ঃ আপ ৩২২১১/ডাউন ৩২২১২।
- **মেল/এক্সপ্রেসের পুনর্নির্ধারণ ঃ** (১) **১৩১৪২ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০১.২০২৬) ০৩ ঘণ্টার জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে বেলা ১২টা ০৫ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ০৩টা ০৫ মিনিটে ছাড়বে। (২) **১৩১৫৪ মালদা টাউন - শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০১.২০২৬) ০২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ মালদা টাউন থেকে রাত ০৯টা ২৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১১টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে। (৩) **১৩১৬৪ সহরসা - শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০১.২০২৬) ০২ ঘণ্টার জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ সহরসা থেকে দুপুর ০২টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে বিকাল ০৪টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে। (৪) **১২৩৪৪ হলদিবাড়ী - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০১.২০২৬) ০২ ঘণ্টার জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ হলদিবাড়ী থেকে সন্ধ্যা ০৬টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ০৮টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে। (৫) **১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০১.২০২৬) ০১ ঘণ্টার জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে বিকাল ০৫টা ৪০ মিনিটের পরিবর্তে সন্ধ্যা ০৬টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে।
- **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু [১১.০১.২০২৬ তারিখ (রবিবার)] ঃ** (১) **৩৩৮১২ ডাউন বনগাঁ** - শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৮১৫ আপ শিয়ালদহ** - বনগাঁ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) **৩৩৫১২ ডাউন** হাসনাবাদ - শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৫১১ আপ শিয়ালদহ** - হাসনাবাদ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন পরিষেবা বিলম্ব হতে পারে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন

শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয় :: ভারত সরকার
ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, ভবিষ্যনিধি ভবন, দিন বাজার, জলপাইগুড়ি-735101
ই-মেইল: ro.jalpaiguri@epfindia.gov.in ফোন নম্বর: 03561-230271/230731

### আবেদন

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন, শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রণালয় ডিজিটাল পরিষেবাগুলিকে উন্নততর করে তোলার উদ্দেশ্যে সদস্যদের জন্য এক নূতন দিশার উদ্ভাবন করেছে। এখন ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (UAN) তৈরি এবং সক্রিয় করার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে সরল এবং সহজতর হয়ে গেছে। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন UMANG অ্যাপের দ্বারা মুখমণ্ডল প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি (FAT)-এর উদ্ভাবনের মাধ্যমে নূতন সুবিধার সূত্রপাত করেছে। মুখমণ্ডল প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি গতেবাধা OTP আধারিত যাচাইকরণের থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং সঠিক পদ্ধতি, এর ফলে EPFO সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সম্পূর্ণরূপে যাচাইকরণ সম্ভব হবে যার ফলে সদস্য নিয়োগকারী অথবা EPFO কার্যালয়ের সাহায্য ছাড়াই অনেক পরিষেবাই নিজস্ব মোবাইলের দ্বারা লাভ করা যাবে।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর বেতন মাসের জন্য সংশোধিত ইলেক্ট্রনিক চালান সহ রিটার্ন (ECR) ৩.০ -এর সূচনা করেছে, যার অন্তর্গত পরিষেবাগুলির সাহায্যে চালান ট্র্যাকিং এবং রিটার্ন ফাইলিং -এর মতো প্রক্রিয়াগুলি সহজতর হয়ে যাচ্ছে। এই নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে, ভুল ECR জমা বন্ধ করার জন্য সিস্টেম আধারিত যাচাইকরণ, ECR এর সাথে-সাথে ক্ষতি এবং সুদের গণনার সমাধান, ECR-এ সংশোধনের সমাধান ইত্যাদি পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ECR Revamped সংস্করণের দ্বারা ইপিএফ-এর ওয়েবসাইটের কার্যক্ষমতা উন্নততর করে তোলার সাথে সাথে রিটার্ন এবং চালানের ট্র্যাক করাও সহজতর হয়ে গেছে।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন কিছুদিন পূর্বেই সমস্ত প্রতিষ্ঠার জন্য ফর্ম ৫এ (প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ)-এর সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা, ইপিএফ কোড সংখ্যা, কভারেজের তারিখ, শাখার সংখ্যার নানা বিবরণ স্পষ্ট এবং সহজে দর্শিত হবে এমন জায়গায় যেমন- প্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বার, কোম্পানির ওয়েবসাইট অথবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে প্রদর্শিত করা অনিবার্য করে দিয়েছে যাতে এই বিষয়টির বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানো যায়। এটির মূল উদ্দেশ্য হল কর্মচারীরা তাদের নিয়োগকর্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য যাতে লাভ করতে পারে সঙ্গে ইপিএফও -এর সঠিক নিয়মগুলির সুনিশ্চয়তা করা যায় সেই বিষয়টির উপর খেয়াল রাখা।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ইফিএফও নিজেদের সমস্ত সদস্যকে অনুরোধ করছে যে, অননুমোদিত এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বিরত থাকুন এবং নিঃশুল্ক তথা সুরক্ষিত অনলাইন পরিষেবাগুলির জন্য ইপিএফও আধিকারিক পোর্টালের ব্যবহার করুন। যেটির বিস্তারিত বিবরণ http://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2136622 -লিংকে উপলব্ধ।

কার্যালয় সকল সদস্যকে উৎসাহিত করছে সেই সমস্ত বিষয়ে যেখানে, অনলাইনে দাবি প্রস্তুত করা যাবে না এবং দাবি শুধুমাত্র ভৌতিকরূপে জমা দেওয়া যাবে যেমন ই-নামাঙ্কনবিহীন ব্যক্তি পিএফ/ইডিএলআই/পেনশনের দাবি। তাদের বিশেষ করে উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে কার্যালয়ে দাবি প্রস্তুত করার সাথে-সাথে দাবি এবং নথিপত্র ডিজিটালরূপে সংস্থা/প্রত্যয়িত আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে ই-মেলের মাধ্যমে কার্যালয়ে পাঠানো হবে যাতে দাবি পূরণের অর্থমূল্য জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি ডিজিটালিকরণ এবং অত্যাধুনিক উন্নতশীলতা সুনিশ্চিত করা যাবে।

সাথে, কার্যালয়ের দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, যেসব অভিযোগকারী চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরবর্তীতে পি.এফ-এর ত্রুটি সম্পর্কিত অভিযোগ করে তাঁদের উদ্দেশে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় নিজের কাজের সাক্ষ্য প্রমাণ যেমন- নিয়োগপত্র, বেতন পারিশ্রমিকের স্লিপ এবং খাতায় বেতন জমা হওয়ার প্রমাণ ইত্যাদি সাবধানে রাখে যাতে পি.এফ-এ ভুলের অভিযোগের সময় স্বাস্থ্য হিসেবে প্রস্তুত করতে পারে।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ভারত সরকার রোজগারকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা ০১-০৭-২০২৫ তারিখে ঘোষণা করেছে, যেটির বিস্তারিত তথ্য লিংক http://pmvbry.labour.gov.in/এবং http://pmvbry.epfindia. gov.in/অথবা QR কোডে উপলব্ধ রয়েছে।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কেন্দ্রীয় সরকার, শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রণালয় কর্মচারী ভবিষ্যৎনিধি সংগঠনের দ্বারা 'কর্মচারী নামাঙ্কন অভিযান ২০২৫'- ১ নভেম্বর ২০২৫ সাল থেকে চালু করেছে। এই যোজনার দ্বারা সেই সমস্ত কর্মচারী যাঁরা ১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩১শে অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে কোম্পানিতে নিয়োগ হয়েছে কিন্তু তাঁদের পি.এফ. এখন পর্যন্ত চালু হয়নি, কোম্পানি তাদের জন্য ১ নভেম্বর ২০২৫-এর পরবর্তীতে এই যোজনা ঘোষণা করবে এবং কর্মচারী এই যোজনাতে অংশগ্রহণ করার পরবর্তীতে পেনশন, বিমা এবং অবসরের মতো সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারবে। এই যোজনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল, বেশি মাত্রায় কর্মচারীদের ইপিএফও-এর অধীনে নিয়ে আসা, সোশ্যাল সিকিউরিটির সাথে যুক্ত হওয়া সঙ্গে কোম্পানির রেকর্ড নিবন্ধীকরণের দ্বারা নিয়মিতকরণের বিষয়টি প্রসারিত করা।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কর্মচারী পেনশন যোজনা, ১৯৯৫ -এর দ্বারা পেনশনভোগীদের এখন আর জীবন প্রমাণপত্র জমা করার জন্য ব্যাংক অথবা অন্য কোনও কার্যালয়ে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন এবং ইন্ডিয়ান পোস্ট পেমেন্ট ব্যাংকের মধ্যে চুক্তির দ্বারা এই সুবিধা এখন ঘরে বসে পাওয়া যাবে। এই অভিযানের সূত্রপাত ১ নভেম্বর ২০২৫ সাল থেকে শুরু করা হয়েছে যেখানে, ডাকবাহক অথবা গ্রামীণ ডাক সেবক পেনশনারদের বাড়িতে গিয়ে ডিজিটাল প্রমাণপত্র জারি করবে।

@socialepfo @socialepfo Youtube.com/@officialepfo

## অ্যাফিডেভিট

আমি Raju Kumar Gond, পিতা Dilip Kumar, ঠিকানা রাম নগর কলোনী, নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি ড্রাইভিং লাইসেন্স (No WB73 2017 0374221) আমার নাম ভুলবসত Raju Kumar থাকায় গত 12/12/2025, Ld J.M 1st class 2nd কোর্ট জলপাইগুড়িতে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Raju Kumar Gond ও Raju Kumar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/119947)

•

আমি Sanchayita Sinha W/o- Mehemud Alam Vill-Teligachh P.O-Chathat District-Darjeeling আমার ছেলের নাম Aryan Alam জন্ম তারিখ 14/12/2013 আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার WB-BR-2013/20122/1/13828 তার মায়ের নাম অর্থাৎ আমার নাম ভুলবশত Sanchayita Sinha-র জায়গায় Sirin Parveen থাকায় গত 5/8/2025 তারিখ আমি শিলিগুড়ি 1st class JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট (no.30AA605333) দ্বারা ভুল সংশোধন করে Sirin Parveen এর থেকে Sanchayita Sinha করেছি। আমার আসল নাম ও সঠিক নাম হল Sanchayita Sinha যা আমার আধার কার্ড নম্বর-788893050747 এবং ভোটার কার্ড নাম্বার NTL2120202 এ উল্লেখ আছে। (C/119950)

•

I, Mahua Sarkar wife/of Swapan Kumar Sarkar (Aadhaar no. 606929199479, digital ration card no-SPHH 2002666239), hindu by religion, resident of 50 Ashutosh Mukherjee road, opp. Palki apartment Siliguri, P.O. and P.S. - Siliguri, Dist- Darjeeling Declares that Mahua Sakar and Moli Sakar is single and one identical person, affidavit dated 3rd day of January 2026 before the L.D.J.M. 1st class 3rd court at Siliguri, West Bengal. (C/119945)

## কর্মখালি

আলিপুরদুয়ার/কুচবিহার/ জলপাইগুড়িবাসীদের (M/F উভয়ে) ঘরে বসে উচ্চ আয়ের সুযোগ। M - 9733170439. (K)

•

শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় অফিস পিওন (মহিলা) চাই। 12 টা থেকে 8.30 পর্যন্ত ডিউটির সময়। বেতন 6000 টাকা, ভালো কাজ করলে 6 মাস পরে বেতন বাড়বে। M - 98308-23555.

•

ডাইরেক্ট ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই জলপাইগুড়ি ও বিধান নগর এর জন্য। বেতন :- 13,500/- M:- 8653609553. (C/119759)

## অ্যাফিডেভিট

আমি Sanchayita Sinha W/o- Mehemud Alam Vill-Teligachh P.O. Chathat P.S. Phansidewa District-Darjeeling আমার মেয়ের নাম-Rahat Nawshin জন্ম তারিখ-25/03/2010 আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে যার Reg. no.2139/2010 তার মায়ের নাম অর্থাৎ আমার নাম ভুলবশত Sanchayita Sinha-র জায়গায় Shirein Parveen থাকায় গত 5/8/2025 তারিখে আমি শিলিগুড়ি 1st class JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট (no.30AA605335) দ্বারা ভুল সংশোধন করে Shirein Parveen এর থেকে Sanchayita Sinha করেছি। আমার আসল নাম ও সঠিক নাম হল Sanchayita Sinha যা আমার আধার কার্ড নম্বর-788893050747 এবং ভোটার কার্ড নাম্বার-NTL2120202 এ উল্লেখ আছে। (C/119950)

## বিক্রয়

1.25 acre record land for sale at Barahati, Near Garumara Reserve Forest, Ramshai. Contact No. 6295024617. (C/119955)

## অ্যাফিডেভিট

I, Amrita Moitra, W/o Ravi Kumar Gundappa, R/o Vill : Daragaon, PS: Jaigaon, Dist : Alipurduar. My husband's name wrongly recorded as Ravi Kumar in place of Ravi Kumar Gundappa in my son's namely Ranvijay Kumar's birth certificate. Hence, by affidavit at LD. 1st class J.M. court, Alipurduar on 06.01.2026, it has been declared that Ravi Kumar Gundappa & Ravi Kumar is one and same identical person. (C/118790)

## CINEMA সিনেমা

Now Showing at
**BISWADEEP**
**THE RAJA SAAB**
*ing : Prabhas, Malabika, Boman Irani etc.
Time : 1:00, 4:15 & 7:15 P.M.

From 9th January 2026 at
**Dinabandhu Mancha**
**PRAJAPATI 2**
Bengali
Time : 4 P.M. & 7 P.M.

Now Showing at
**রবীন্দ্র মঞ্চ**
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
**DHURANDHAR**
Time : 6:00 P.M.
**Prajapati-2**
Time : 3:00 P.M.
A/C with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

| | |
| --- | --- |
| ধুরন্ধর | SHOW TIME 10.40 AM BENGALI (U/A) |
| RAJASAAB | SHOW TIME 1.00 PM, 7.00 PM HINDI (U/A) |
| প্রজাপতি ২ | SHOW TIME 4.20 PM BENGALI (U) |

## Recruitment Notice

Memo No: 96 Date: 7.01.26
Online Application are invited from intending candidates on contractual basis for the post of AYUSH Doctor (Homoeopathy), Multi-purpose Worker (MPW) of Palliative Service, AYUSH Doctor (AYURVEDA) & Multi-Purpose Worker (MPW) of Ayurvidya under National AYUSH Mission, Cooch Behar. For details please visit **www.coochbehar.gov.in** & **www.wbhealth.gov.in**
**Sd/-**
**CMOH & Secretary**
**District Health and Family Welfare Samiti**
**Cooch Behar**

## কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_টিআরডি_৫৫_২৫-২৬; তারিখ ০২-০১-২০২৬ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : ইএল_টিআরডি_৫৫_২৫-২৬; কাজের নাম : "কাটিহার ডিভিশনের রাধিকাপুরে প্রচলিত প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেমের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ২২,৬৫,৯৮৮.৪৫/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪৫,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবা

## তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ ইএনজিজি/০২ অব ২০২৬, তারিখঃ ০৫-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনেঃ সিনিয়র ডিইএন/।।/ তিনসুকিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে স্টীল গার্ডার ব্রিজ /ট্র্যাকে ব্যবহারের জন্য সিঙ্গেল পিস স্প্রিং সংযুক্ত পুনঃব্যবহারযোগ্য সেলফ লকিং স্টিল নাট সরবরাহ ও স্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ২,২৭,১৭,৯৮৫/-টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৬৩,৬০০/- টাকা। আইটেম নং.২, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনিয়র ডিইএন/।।/তিনসুকিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে ৫২ কেজি/৬০ কেজি/ ৬০ইআই-আর২৬০ অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং অংশের উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৯,৬৯,৭৯১/-টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৪,৯০০/-টাকা। আইটেম নং.৩, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিব্রুগড়েঃ বোকাল বাই পাসের কাছে রেলওয়ে চেইনেজ ৬৬৮৭.৫ মিটারে বিদ্যমান কালভার্টের পুনর্নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত আরসিসি বক্স কালভার্ট (বক্সের আকার ৫×৩ মিটার, ব্যারেলের দৈর্ঘ্য-১৪ মিটার) ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১৮,৫৫,০৫৪/-টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৫৯,৩০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ২৮-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৮-০১-২০২৬ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
| --- | --- |
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৬১০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৬৮০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩০০০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২৩৯৪৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২৩৯৫৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

## আজ টিভিতে

পরশুরাম আজকের নায়ক এবং প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি
রাত ৮টা থেকে স্টার জলসায়

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ** : সকাল ১০.৩০ চ্যাম্প, দুপুর ২.০০ তুমি আসবে বলে, বিকেল ৪.৩০ বগলা মামা যুগ যুগ জিও, সন্ধে ৭.৩০ হিরো, রাত ১০.৩০ শুধু তোমার জন্য
**কালার্স বাংলা সিনেমা** : সকাল ১০.০০ ত্রিশূল, দুপুর ১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ নবাব নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ কর্তব্য, রাত ১০.১৫ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
**ডিডি বাংলা** : দুপুর ২.৩০ হেডমাস্টার
**কালার্স বাংলা** : দুপুর ২.০০ হীরক জয়ন্তী
**আকাশ আট** : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত
**জি সিনেমা** : দুপুর ১.০৬ বিবাহ, বিকেল ৪.১৩ হলিডে, সন্ধে ৭.০০ পুষ্পা-টু, রাত ১১.৩৫ উরি
**স্টার গোল্ড সিলেক্ট** : সকাল ১০.৫৭ সাথিয়াঁ, দুপুর ১.১৯ থোড়া পেয়ার থোড়া ম্যাজিক, বিকেল ৩.৩৮ পটনা শুক্লা, ৫.৪৭ আ থার্সডে, রাত ৮.০০ ইন্দু কি জওয়ানি
**অ্যান্ড পিকচার্স** : দুপুর ১.৩৭ গঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.২৫ বিজয় দ্য মাস্টার, সন্ধে ৭.৩০ সাম্বা, রাত ১০.১৩ ডিপ সি পাইথন (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
**কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড** : দুপুর ১.০০ হমকো তুমসে পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৪.০০ ছোটে সরকার, সন্ধে ৬.৫০ জিত, রাত ১০.০০ আন্দোলন

### ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার

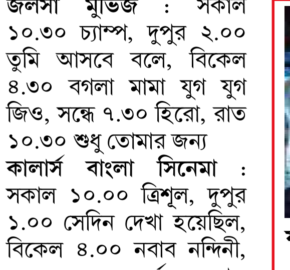

ফাইনাল ডেস্টিনেশন ব্লাড লাইনস
রাত ৮.০০ সোনি ম্যাক্স

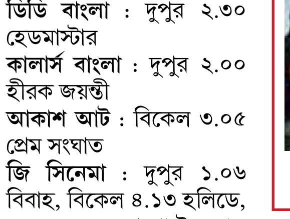

ডিপ সি পাইথন
রাত ১০.১৩ অ্যান্ড পিকচার্স

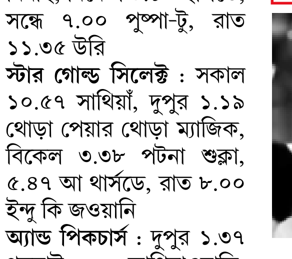

হেডমাস্টার
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

কর্তব্য সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে কোনও আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়বে। বৃষ : অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর পেতে পারেন আজ। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। মিথুন : বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা পরাজিত হবে। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে ঝামেলা হতে পারে। কর্কট : সামান্য কথার কারণে পারিবারিক বিবাদ বাড়বে। কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসায় উন্নতি। সিংহ : পারিবারিক কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। কন্যা : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। দুপুরের পর সংসারে সামান্য কারণে শান্তিভঙ্গ হতে পারে। তুলা : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ মিটে যেতে পারে। প্রেমে মান অভিমান চলবে। বৃশ্চিক : কাউকে টাকা দিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। ধনু : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে অভাবনীয় সাফল্য মিলবে। তবে শারীরিক সমস্যায় ভোগান্তি থাকবে। মকর : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। কুম্ভ : চাকরি সূত্রে একাধিকবার ভ্রমণের সুযোগ। বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ সাফল্যলাভ। মীন : অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বৈদ্যুতিন সামগ্রীর ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ বাড়বে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ পৌষ, ৯ জানুয়ারি ২০২৬, ২৪ পুহ, সংবৎ ৬ মাঘ বদি, ১৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৪। শুক্রবার, ষষ্ঠী দিবা ১০।৪১। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।২৫। শোভনযোগ রাত্রি ৮।৪৭। বণিজকরণ দিবা ১০।৪১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।৩ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৫।২৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১০।৪১ গতে ত্রিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।২৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১০।৪১ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৯।৫ গতে ১১।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।২৫ গতে ১০।৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ, দিবা ১১।৪৫ গতে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৫।৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩৪ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।২৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## আগুনের কারণ নিয়ে প্রশ্ন শংকরের

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** এসআইআর-এর কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পরিকল্পিতভাবে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের অফিসে অগ্নিকাণ্ড ঘটানো হয়নি তো? বুধবার রাতে মহকুমা শাসকের অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে এমনই গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন এবং দলীয় কাউন্সিলারদের নিয়ে শংকর মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান। সেখানে তিনি মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলার সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু মহকুমা শাসক ভিডিও কনফারেন্সে ব্যস্ত থাকায় বিধায়কের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। আর এতেই মহকুমা শাসকের ভূমিকার পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের কারণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শংকর।

বিধানসভায় বিজেপির চিফ হুইপ শংকর বলেন, 'এসআইআর নিয়ে তৃণমূল সরকার আতঙ্কিত। এসআইআর-এর অনেক তথ্য এখানে রয়েছে। সেখানে লোকমুখে চর্চা এই আগুনের পেছনে কোনও অন্তর্ঘাত নেই তো। তদন্ত হলেই সমস্তটা সামনে আসবে। গোটা ঘটনার জবাব প্রশাসনকে দিতে হবে।' এদিকে শংকর মহকুমা শাসকের দপ্তরে যাওয়ার পরই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি জানান, মহকুমা শাসকের অফিসে ছোট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হয়েছে। যা দমকল কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে এনেছে। যে ঘরগুলি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে এসআইআর সম্পর্কিত কোনও তথ্য ছিল না। সমস্ত এসআইআর তথ্য ডিজিটাইজড হয়েছে এবং বাকিগুলি সুরক্ষিত আছে। আগুনের ঘটনায় এসআইআর-এর কাজে কোনও প্রভাব পড়েনি। আগুনে কী ক্ষতি হয়েছে তা দেখা হচ্ছে।

বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ মহকুমা শাসকের অফিসের ১০ নম্বর ম্যাজিস্ট্রেট চেম্বারে আগুন লাগে। সেই সময় মহকুমা শাসকের অফিস বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। দমকলকর্মীরা তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

## শিলান্যাস

**চোপড়া ও খড়িবাড়ি, ৮ জানুয়ারি :** সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বৃহস্পতিবার দুটি রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন বিধায়ক হামিদুল রহমান। ছিলেন সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দ্রশেখর সিংহ সহ অন্যরা। চন্দ্রশেখর জানান, পথশ্রী প্রকল্পে হাসামপুর মোড় থেকে ভক্তিয়াডাঙ্গি হয়ে বিলাতিবাড়ি পর্যন্ত ৩২৩০ মিটার পিচ রাস্তার জন্য ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে, টেপাগছ থেকে আখিলগছ পর্যন্ত ২৯৫০ মিটার রাস্তার কাজের জন্য বরাদ্দ মিলেছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

অন্যদিকে, খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এদিন তিনটি গ্রামীণ রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে বুড়াগঞ্জের কুচিয়াজোতে ৮০০ মিটার আরবিএম রোড, ডাঙ্গারভিটা গ্রামে ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৮০ মিটার সিসি রোড এবং মঞ্জয়জোতে ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯০ মিটার সিসি রোডের কাজ শুরু হয়।

## কর্মসূচি

**বাগডোগরা, ৮ জানুয়ারি :** বৃহস্পতিবার পেলকুজোতে তৃণমূলের কিষান খেতমজদুর-এর তরফে 'বুথ চলো' কর্মসূচি করা হয়। কৃষকদের হাতে কৃষি সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের তরফে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ঠিকমতো পাচ্ছেন কি না, তাও খতিয়ে দেখেন সংগঠনের সদস্যরা। এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব মানস দাস, সংগঠনের জেলা সভাপতি খগেন্দ্রনাথ রায় সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

# জীবিত হয়েও 'মৃত'

## তালিকায় নাম তুলতে বিডিও অফিসে চক্কর চা শ্রমিকের

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ৮ জানুয়ারি :** খসড়া ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর একাধিকবার বিডিও অফিসে ঘুরেছেন 'মৃত' ভোটার। যদিও কোনও সুরাহা পাচ্ছেন না বলে তাঁর অভিযোগ। ফলে আতঙ্কে রয়েছেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আজমাবাদ চা বাগানের জঙ্গল লাইনের বাসিন্দা বছর ৪৮-এর গোরাখ নাইক। আশঙ্কা দানা বেঁধেছে গোরাখের পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও। বিষয়টি নিয়ে এলাকাতেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এমনিতেই এসআইআর-এর শুনানিতে ভোটাররা হয়রান হচ্ছেন বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পরেও চা মহল্লার এক শ্রমিককে খসড়া তালিকায় 'মৃত' দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। কীভাবে নিজেকে ফের 'জীবিত' প্রমাণ করবেন সেই চিন্তায় রয়েছেন ওই চা শ্রমিক। ভোটার তালিকায় নিজের নামের পাশে 'মৃত' শব্দ তুলতে গত কয়েকদিন ধরে বিডিও অফিসে ঘোরাঘুরি করছেন গোরাখ। বিডিও অফিসের বাইরে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্মের রিসিভড কপি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছেন গোরাখ। বৃহস্পতিবারও বিডিও অফিসে আসেন গোরাখ।

*এনুমারেশন ফর্ম হাতে গোরাখ নাইক।*

পুরো বিষয়টি নিয়ে গোরাখের বক্তব্য, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার নাম রয়েছে। এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্মও জমা করেছি। কিন্তু খসড়া তালিকায় আমাকে মৃত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই বিডিও অফিসে নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কীভাবে এমনটা হল। আমার গোটা পরিবার আতঙ্কে রয়েছে। এমনটা হলে আমার পরিবারের কী হবে?'

এদিন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পৃথ্বীশ রায় গোরাখের সমস্যার কথা জানতে পেরে তাঁকে নিয়ে ব্লকের নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করান। পৃথ্বীশ বলেন, 'নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি। একজন জীবিত লোককে কীভাবে মৃত বলে ঘোষণা করল। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' এদিন গোরাখ বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন নাম তালিকায় উঠে যাবে।' যদিও চিন্তা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন তিনি।

এমন ঘটনা নিয়ে আজমাবাদ চা বাগানের পঞ্চায়েত সদস্য আসারু চিকবড়াইক বললেন, 'গোরাখ নাইক বাগানের অস্থায়ী শ্রমিক। দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। আমরা এই বিষয়ে বিএলও'র সঙ্গে কথা বলেছি।'

গোরাখের দাদা ঈশ্বরচন্দ্র নাইক জানিয়েছেন, ভাইকে মৃত দেখানো হয়েছে। খসড়া ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় পরিবার আতঙ্কে রয়েছে। এমনটা হওয়া উচিত নয়। অভাব অনটনের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়। তার মধ্যে নাগরিকত্ব প্রমাণের দৌড়ঝাঁপের জেরে স্বাভাবিক জীবনযাপন বিঘ্নিত হচ্ছে।

ওই বুথের বিএলও রামাশংকর চৌধুরীর বক্তব্য, 'প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরে ভুলভ্রান্তি হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬ নম্বর ফর্ম ফিলআপ করেছি।' এ ব্যাপারে নকশালবাড়ি ব্লকের নির্বাচন আধিকারিক বাপ্পি প্রামাণিক জানালেন, এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম উঠে যাবে।

# অন্তরালেই 'ভালো' আছেন শহিদুল

একদা বিরোধী রাজনীতির অন্যতম মুখ ছিলেন কংগ্রেস নেতা শহিদুল ইসলাম। '১৩ সালে ঘাসফুল শিবিরে গিয়েও কংগ্রেসে ফিরে আসেন। '২১ সালের পর থেকে তিনি একদম অন্তরালে।

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ৮ জানুয়ারি :** বাম আমলে চোপড়া ব্লকে বিরোধী রাজনীতির অন্যতম মুখ ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস নেতা শহিদুল ইসলাম। '১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের পর '১৩ সালে হাত ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন। বলা হয়, তাঁর নেতৃত্বেই সে বছর লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের দখলে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও দলবদলের ৬ মাসের মধ্যেই ঘর ওয়াপসি হয় শহিদুলের। তারপর থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত রাজনীতির ময়দানে থাকলেও, বর্তমানে নিজেকে কার্যত গুটিয়ে নিয়েছেন শহিদুল। ব্লক কংগ্রেসের নেতারা বলছেন, শহিদুল ইস্তফা দিলেও তা গ্রহণ হয়নি। তাই তিনি এখনও দলের সদস্য।

জাতীয় কংগ্রেসের চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য থেকে রাজনীতির আঙিনায় পরিচয় শুরু হয় শহিদুলের। পেশায় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক শহিদুলের ডাকে একসময় বহু মানুষ একত্রিত হতেন। হাত শিবিরের টিকিটে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ প্রথমবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন। তারপর ২০০৮ সালে ফের কংগ্রেসের হয়ে লড়ে জয়লাভ করে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয়বার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন। ঘাসফুলে যাওয়ার পর কংগ্রেসে ফিরে এসে ২০১৮ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ্মীপুর অঞ্চল সভাপতির পদও সামলেছেন। একদা পোড়খাওয়া এই রাজনীতিবিদ কেন এভাবে নিজেকে রাজনীতির আঙিনা থেকে সরিয়ে নিলেন?

শহিদুল বললেন, 'কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি আস্থা উঠে যাওয়ায় ধীরে ধীরে সরে পড়েছি। তাছাড়া এখন রাজনীতি করার আর পরিবেশ নেই। এখনকার দিনে রাজনীতি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এসব দেখে চুপচাপ আছি।' সাংগঠনিক ব্যাপার নিয়ে ব্লক কিংবা জেলা স্তরের নেতৃত্বর কাছে কোনও নালিশ জানিয়েছিলেন? শহিদুলের জবাব, 'না। সেভাবে কোথাও কোনও কিছু বলা হয়নি।'

এদিকে, শহিদুলের এভাবে বসে যাওয়া নিয়ে কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক সভাপতি মহম্মদ মশিরউদ্দিনের বক্তব্য, 'শহিদুল ইসলাম লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেও আমরা তা গ্রহণ করিনি। তাঁকে দলের হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করার ব্যাপারে বলা হচ্ছে।'

*শহিদুল ইসলাম।*

কিন্তু তৃণমূলে গিয়ে কেন কংগ্রেসে ফিরে এলেন? শহিদুল বললেন, 'এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার পদ্ধতি পছন্দ হয়নি। তাই বেরিয়ে গিয়েছি।' যদিও তৃণমূলের লক্ষ্মীপুর অঞ্চল সভাপতি মেরাজুল ইসলাম বলছেন, 'শহিদুল ইসলাম কী কারণে দল ছেড়েছেন তা জানা নেই। তবে অনেকদিন হল তিনি রাজনীতি থেকে সরে পড়েছেন।'

বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুর বাজারে শহিদুলের বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে একটি চায়ের দোকানে বসতেই রাজনীতি নিয়ে চর্চা কানে এল। এমনই দোকানে বসে একসময় রাজনীতির আড্ডা দিতেন শহিদুলও। অথচ এই শহিদুলকেই এদিন দেখা গেল খোশমেজাজে ভলিবল খেলতে। আর কি রাজনীতিতে আসবেন না? শহিদুলের ছোট্ট উক্তি, 'এখন বেশ ভালো আছি।'

## টোটোর রেজিস্ট্রেশনে সমস্যা

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** টোটো এবং ই-রিকশার রেজিস্ট্রেশন নিয়ে সমস্যা কিছুতেই মিটছে না। অভিযোগ, ই-রিকশা এবং টোটোর রেজিস্ট্রেশনের জন্যে আলাদা আলাদা টাকা নেওয়া হচ্ছে। ই-রিকশাকে সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেওয়া হলেও টোটোর ক্ষেত্রে দুই বছর অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে। এই দুই বছর একটি কিউআর কোড দেওয়া হবে টোটোকে। সেই কিউআর কোডে দেওয়া রুট অনুযায়ী চালাতে হবে।

অভিযোগ, ই-রিকশার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের জন্যে প্রথমে ১৬৪৫ টাকা এবং পরে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু টোটোর ক্ষেত্রে একবারে রেজিস্ট্রেশনের জন্য তিন হাজারেরও বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে। এসবের প্রতিবাদ জানিয়ে আরও ১২ দফা দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তার দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় সারা বাংলা ই-রিকশা (টোটো) চালক ইউনিয়ন। এদিন সংগঠনের পক্ষে দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কৌশিক দত্ত বলেন, 'টোটোচালকদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। টোটো এবং ই-রিকশা নামে ভেদাভেদ তৈরি করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। জরিমানার নামে জুলুম করা হচ্ছে। এগুলি সব বন্ধ করতে হবে।' শিলিগুড়ির আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তার দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, 'রাজ্য সরকারের যেমন গাইডলাইন রয়েছে, তা মেনেই কাজ করা হচ্ছে।' গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও টোটোর রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে।

- ই-রিকশার ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে
- কিন্তু টোটোর ক্ষেত্রে টেম্পোরারি নম্বর এবং কিউআর কোড দেওয়া হচ্ছে
- এভাবে দুই বছর চালাতে হবে, তারপর রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে টোটোকে

*উষ্ণতার খোঁজে কুকুরছানাও। বৃহস্পতিবার রায়ডাক নদী সংলগ্ন এলাকায় অর্পণ গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

## বন্ধ চা বাগানই ভোটের কাঁটা তৃণমূলের

**কালচিনি, ৮ জানুয়ারি :** বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই চাপ বাড়ছে তৃণমূলের চা বলয়ের নেতাদের ওপর। কারণ অবশ্যই বন্ধ বাগান। কালচিনি ব্লকে বিগত কয়েক মাসে একাধিক চা বাগান বন্ধ হয়েছে। ভোটের আগে ওই চা বাগানগুলো না খুললে যে ফলাফলে প্রভাব পড়বে তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

বিরোধী শিবির ভোটের মুখে বন্ধ চা বাগানকে প্রচারের হাতিয়ার করছে। ভোটের আগে বাগান না খুললে যে বিজেপি বাড়তি সুবিধা পেতে পারে সেটা বুঝতে পারছেন তৃণমূলের নীচুতলার নেতা-কর্মীরা। অনেকেই বলছেন, ভোটের মুখে বন্ধ বাগান খোলা খুবই প্রয়োজন। বন্ধ ওই বাগানের শাসকদলের শ্রমিক ও যুব নেতাদের একাংশ বলছে, বাগানের শ্রমিকদের কাছে কোন মুখে ভোট চাইতে যাবেন তাঁরা? ভোট প্রচারে গেলেই তো শ্রমিকরা প্রশ্ন করবেন বাগান কবে খুলবে? সেই জবাব তো তাঁদের কাছে নেই। ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলার মন্তব্য, 'কয়েকদিন আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন। কোথায়, তিনি তো বন্ধ চা বাগান খোলা নিয়ে কোনও বার্তা দিলেন না?' তাঁর বক্তব্য, 'চা বাগানের ভোটাররাই কালচিনির মতো চা বাগান অধ্যুষিত বিধানসভায় জেতা-হারা ঠিক করেন। তাঁদের উপেক্ষা করে তৃণমূল কখনোই জিততে পারবে না।' কালচিনি বিধানসভা এলাকায় বন্ধ চা বাগান অস্ত্র প্রয়োগেই যে কিস্তিমাত করতে চায় বিজেপি তা দলের শ্রমিক নেতার কথাতেই স্পষ্ট। রাজেশ বলেন, 'রাজ্য সরকার চা বাগানের মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে না। এসব বরদাস্ত করবেন না চা বাগানের শ্রমিকরা।' আবার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ওমদাস লোহরা পালটা দাবি করে বলেছেন, 'ইতিমধ্যে বেশ কিছু চা বাগান খুলেছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে।' তাঁর অভিযোগ, বিজেপির সাংসদ রয়েছেন, রয়েছেন বিজেপির বিধায়ক। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। রাজ্য সরকারের তরফে তো শ্রমিকদের উন্নয়নের নানা কাজ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চা বাগানের উন্নয়নের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর একটাও পালন করেননি।

মধু চা বাগানের এক শ্রমিক নেতা বলছিলেন, 'প্রায় ৮ মাস ধরে বাগান বন্ধ রয়েছে। এখনও ফাওলই ভাতা চালু হল না প্রশাসনের তরফে। ওই ভাতা চালু হলেও চা বাগানে ভোটের প্রচারে আমাদের কিছুটা মুখরক্ষা হত। এখন শ্রমিকদের বোঝানোর ভাষা নেই আমাদের কাছে।' রায়মাটাং চা বাগানের এক শ্রমিক নেতা বলছিলেন, 'ভোটের আগে বাগান সচল না হলে ভোট প্রচারে গিয়ে আমাদের হোঁচট খেতে হবে।'

### ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ

# ফ্র্যাঞ্চাইজির নামে ফের প্রতারণা

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** শহর শিলিগুড়িতে অফিস খুলে ফের প্রতারণার ঘটনা। এবারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকানের ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়ার নাম করে পাঁচ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল। প্রতারিত শংকর প্রসাদ ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গত এক বছরে বিভিন্ন থানা এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অফিস করে টাকা নিয়ে উধাও হওয়ায় বেশকিছু ঘটনা সামনে এসেছে। এই ধরনের প্রতারণা কীভাবে আগে থেকে ধরা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'অফিসগুলো যেভাবে চলে, তাতে বোঝা সম্ভবই নয় যে ভেতরে প্রতারণার কাজ চলছে। আমাদের পক্ষেও সমস্ত অফিস পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ, প্রচুর ভাড়া নেওয়া অফিস রয়েছে। যদিও এর একটি উপায় বের করতেই হবে। সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করে দ্রুত একটা অ্যাডভাইজারি দেব।'

ভক্তিনগর থানার চেকপোস্ট সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাসে প্রতারণার ঘটনায় অভিযোগকারী শংকর প্রসাদ দক্ষিণ সিকিমের বাসিন্দা। তিনি বলেন, 'নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রেতা একটি কোম্পানির ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়ার কথা দেখি সোশ্যাল মিডিয়ায়। গতবছর ১ জুলাই চলে আসি ওই অফিসে। এক মহিলা কর্মী এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। তিনি নিজেকে ওই কোম্পানির মালিক হিসেবে পরিচয় দেন। এরপর কথাবার্তা মতো শুরু হয় টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া। সবসময় আমার পক্ষে সিকিম থেকে যাওয়া-আসা করা সম্ভব নয়। তাই ওদের কথামতো মোবাইল ট্র্যানজ্যাকশন শুরু করি।' গতবছরের ২৪ জুলাই থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত দফায় দফায় পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছেন ওই ব্যক্তি। এরপরই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

গত বছর ২৫ ডিসেম্বর অফিসে এসে শংকর দেখেন অফিস তালাবন্ধ। ফের সোমবার এসেও দেখেন তালাবন্ধ। খোঁজখবর নিতেই জানতে পারেন, গতবছরের নভেম্বরেই অফিসটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বুধবার ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

- মিলনপল্লিতে অফিসভাড়া নিয়ে বিনিয়োগের বিনিময়ে চড়া সুদ দেওয়ার কথা বলে প্রতারণা
- সেবক রোডে অফিসভাড়া করে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে
- কনসালটেন্সি সেন্টার খুলে টাকা তুলে অফিস বন্ধ করে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে মাটিগাড়ায়
- ইস্টার্ন বাইপাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়ার নাম করে পাঁচ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অভিযুক্তরা বাইরের হতে পারে। ডিসিপি (ইস্ট) বলছেন, 'আরও কার কাছ থেকে কত টাকা প্রতারণা করা হয়েছে, সমস্তটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'


**CORRIGENDUM**

Date Extension for e-NIT Ref No:- WNMAD/JM/APAS/e-NIT-28/2025-26, Sl. No:- 02, 07, 15, 16, 20, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 66, 67, 72, 73, 32, 33, 34, 35, 36

Tender ID- 2025_MAD_5004321_2, 2025_MAD_5004321_7, 2025_MAD_5004321_15, 2025_MAD_5004321_16, 2025_MAD_5004321_20, 2025_MAD_5004321_29, 2025_MAD_5004321_30, 2025_MAD_5004321_37, 2025_MAD_5004321_38, 2025_MAD_5004321_39, 2025_MAD_5004321_40, 2025_MAD_5004321_42, 2025_MAD_5004321_44, 2025_MAD_5004321_45, 2025_MAD_5004321_47, 2025_MAD_5004321_48, 2025_MAD_5004321_49, 2025_MAD_5004321_51, 2025_MAD_5004321_52, 2025_MAD_5004321_53, 2025_MAD_5004321_54, 2025_MAD_5004321_55, 2025_MAD_5004321_56, 2025_MAD_5004321_57, 2025_MAD_5004321_61, 2025_MAD_5004321_63, 2025_MAD_5004321_64, 2025_MAD_5004321_66, 2025_MAD_5004321_67, 2025_MAD_5004321_72, 2025_MAD_5004321_73, 2025_MAD_5004321_32, 2025_MAD_5004321_33, 2025_MAD_5004321_34, 2025_MAD_5004321_35, 2025_MAD_5004321_36

| Sl.No. | Particular | Date & Time |
|---|---|---|
| 1 | Bid Submission Closing (Online) | 13/01/2026 at 4.55 P.M. |
| 2 | Bid Opening date for Technical Proposal (Online) | 16/01/2026 at 11.30 P.M. |

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality


# চাপড়ামারি ও গরুমারাতেও বাঘের ভয়?

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের পাশাপাশি সমতলের গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্যেও যৌথভাবে বাঘ শুমারি করবে ন্যাশনাল টাইগার প্রোজেক্ট কনজারভেশন, ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং বন দপ্তর। চলতি মাসের ১৮ কিংবা ২০ তারিখের মধ্যে শুমারি শুরু হবে বলে খবর। অন্যদিকে, ফেব্রুয়ারি মাসে একটু ঠান্ডা কমলে বাঘ শুমারি শুরু হবে নেওড়াভ্যালিতে। সূত্রের খবর, ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি দেখে, পলিগ্যান পদ্ধতি মেনে গাছে বাঘের নখের আঁচড়, মলের নমুনা এবং পায়ের ছাপ দেখে শুমারি করা হবে। ইতিমধ্যে গরুমারা ও চাপড়ামারিতে বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে একটি বাঘের অস্তিত্বের কথা ২০২৪ সালের বাঘ শুমারির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু নেওড়াভ্যালিতে ২০১৭ সাল থেকে মোবাইল ও ট্র্যাপ ক্যামেরায় গত বছর পর্যন্ত একাধিকবার বাঘের ছবি, মলের নমুনা পাওয়া গেলেও ২০২৪ সালের বাঘ শুমারি রিপোর্টে নেওড়ায় কোনও বাঘের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

### জানুয়ারিতেই যৌথ শুমারি শুরু

*বাঘ শুমারির জন্য গরুমারায় বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ।*

এই বিষয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ গ্লোবাল টাইগার ফোরামের সদস্য হয়েছে। যে সমস্ত বন্যপ্রাণ বিভাগে বাঘ রয়েছে একমাত্র তাদেরই এই টাইগার ফোরামের সদস্য করা হয়। নেওড়ায় বাঘের ছবি, গাছে নখের আঁচড়, বাঘের মলের নমুনা পাওয়া গিয়েছিল। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার কাছে সেই তথ্য পাঠানোও হয়েছিল।'

এদিকে, বাঘ শুমারির জন্য নেওড়াভ্যালির পাহাড়ি জঙ্গলে ৮০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। জানুয়ারির শেষের দিকে জলদাপাড়া থেকে আরও ৪৫টি ক্যামেরা এনে নেওড়াভ্যালিতে বসানো হবে। সমতলের গরুমারা ও চাপড়ামারিতে ৬০টি ক্যামেরা বসানোর কাজ চলছে। অন্যদিকে, নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে ২০০ জন সমীক্ষক এবং গরুমারা ও চাপড়ামারিতে ২৫০ জন সমীক্ষক বাঘ শুমারিতে যুক্ত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, যেদিন থেকে শুমারি শুরু হবে সেদিন থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত ট্র্যাপ ক্যামেরাগুলিকে চালু রাখা হবে। ক্যামেরায় ওঠা বাঘের ছবি ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করে বাঘের সংখ্যা নির্ণয় করা হবে। এছাড়াও বাঘের মল, নখের আঁচড়, পায়ের ছাপ খতিয়ে দেখা হবে।

উদ্বোধনের অপেক্ষায় দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার। ট্রায়াল রানে দিল্লি থেকে অসমে যাওয়ার পথে এনজেপি স্টেশনে দাঁড়িয়ে। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

### শুধু রাজনীতি, দাড়িভিটের তদন্ত নিয়ে ক্ষুব্ধ পরিবার ও সাংসদ

# ‘মা হয়ে একাই লড়ে যাব’

**অরুণ ঝা**

**দাড়িভিট, ৮ জানুয়ারি :** সংকীর্ণ হতে হতে প্রায় বুজে আসা দলঞ্চা নদীর পাড়ে অর্ধসমাপ্ত রাজেশ-তাপসের সমাধি। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা সমাধির কাজ শেষ হতে দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। মর্মান্তিক দুই মৃত্যুকে ব্যবহার করে বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তোলা ছাড়া কিছুই করতে পারেনি বলে চর্চা এলাকায়। ন্যায়বিচার মিলবে আদৌ? বিধানসভা ভোটের আগে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে দাড়িভিটের অলিগলিতে।

বৃহস্পতিবার দাড়িভিট শ্মশানে স্থানীয় এক বৃদ্ধের সৎকার চলছিল। গুলিবিদ্ধ হয়ে দুই তরুণের মৃত্যুর পর পাকা শ্মশান ও স্থায়ী সেতু হল। সমাধির জায়গাটুকু বঞ্চিত থাকবে কতদিন? সৎকারে অংশ নেওয়া স্বপন বিশ্বাস খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, ‘যাদের প্রাণ গিয়েছে, তারা তো ফিরে আসবে না। বাকি সবটাই রাজনীতির খেল।’

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে রাজেশ সরকারের মা ঝর্ণার মন্তব্য, ‘এনআইএ তো কতবার এল-গেল, কই কিছুই তো হল না।’ পাশে বসা রাজেশের বাবা নীলকমল বলে উঠলেন, ‘ছেলেগুলোকে নিয়ে শুধুই রাজনীতি হল, বিচার তো আজও পেলাম না। বেঁচে থাকতে বিচার দেখে যেতে পারব বলে মনে হয় না। হতাশ লাগে।’

দাড়িভিটে দলঞ্চা নদীর পাশে রাজেশ-তাপসের অর্ধসমাপ্ত সমাধি।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে দাড়িভিট রাজ্য রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। প্রথম থেকেই দৌড়ে এগিয়ে পদ্ম শিবির। দলের দিল্লির নেতারাও কম দৌড়াদৌড়ি করেননি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে দাড়িভিটের তদন্তভার বর্তমানে এনআইএ’র হাতে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন খোদ বিজেপি সাংসদ-ই। ‘এনআইএ তদন্ত ঝিমিয়ে চলছে’ বলে দাবি কার্তিক পালের। কার্তিকের কথা, ‘পরিবারগুলো এখনও বিচার পেল না। ওঁদের ক্ষোভ স্বাভাবিক। আমি শীর্ষস্তরে আবারও এ নিয়ে কথা বলব। এনআইএ তদন্তের গতি নিয়ে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।’

পুজোর ঘরে বসেছিলেন তাপস বর্মনের মা মঞ্জু। ডুকরে কেঁদে বললেন, ‘সাত বছর কেটে গেল, আর বিচার পাব বলে মনে হয় না। এনআইএ তো কিছুই করছে না।’

-বিজেপির ভূমিকা কেমন?

মঞ্জু বেশ রেগেই উত্তর দিলেন, ‘নেতাদের কেউ কেউ মাঝেমধ্যে খোঁজ নেন। খুনিরা চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অথচ এনআইএ কাউকে ধরতে পারল না।’

-সামনেই বিধানসভা ভোট। কী ভাবছেন?

স্পষ্ট জবাব এল, ‘এবারে ভোটের সময় আমি পরিষ্কার বলে দেব, আমার ছেলের বিচার না পেলে আর পার্টি নয়। কেউই নয়। মা হিসেবে একাই বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব। তাতে যা হয় হোক।’

স্থানীয় হাইস্কুলে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ছাত্র আন্দোলন হয় ২০১৮ সালে। সেই ইস্যুকে ঘিরে একদিন রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে ইসলামপুর মহকুমার শান্ত জনপদটি। পুলিশ-পড়ুয়া খণ্ডযুদ্ধ, কাঁদানে গ্যাসের শেল, উন্মত্ত জনতার ইটবৃষ্টি। এরই মাঝে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র রাজেশ ও তাপস গুলিবিদ্ধ হন। পরে হাসপাতালে তাঁদের মৃত্যু হয়।

এরপর ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ফের ২০২৪ সালের লোকসভা- দাড়িভিট অস্ত্রে শান দিয়ে বারবার ময়দানে নেমেছে বিজেপি। সেই অস্ত্র যে আর কাজ করবে না, তা দাড়িভিটের হাওয়া বলছে। ‘রাজেশ-তাপসের সমাধির মাটি দিয়ে কপালে তিলক কেটে বিজেপি নেতাদের ভোট প্রচার এলাকাবাসীর মনে আর দাগ কাটে না’, রাখঢাক না রেখে বলেছেন স্থানীয় বিমল বিশ্বাস।

তৃণমূল অবশ্য প্রথম থেকেই ব্যাকফুটে এখানে। ঘটনার ক’দিন পর মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল তাপসের বাড়ি গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েন। তারপর নাকি চাকরি, ক্ষতিপূরণের টোপ বারবার দেওয়া হয়েছে দুই পরিবারকে। শ্মশান, সেতু নির্মাণ করেছে রাজ্য। তবে, সমাধি না করতে দেওয়ার অভিযোগ জোড়াফুলের কাছে বড় কাঁটা।

কানাইয়ালালের যুক্তি, ‘রাজেশ-তাপসের মৃতদেহ ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন হতে পারে, সেজন্য পরিবার সমাধি দিয়ে রেখেছিলেন বলে জানি। ওঁরা যদি স্থায়ী সমাধি চান, তবে আলোচনা করা যেতেই পারে।’ কার্তিকের পালটা দাবি, ‘তৃণমূল জমি জটিলতার তত্ত্ব খাড়া করেছে বলেই সমাধির কাজ শেষ করা যাচ্ছে না।’

## ৫ কোটির বেশি ‘আত্মসাৎ’, ধৃত ব্যবসায়ী

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** কৃষকদের সার, কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ভরতুকির বিপুল টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল সিজিএসটি ডিপার্টমেন্ট। ধৃত মিঠুন ভগৎ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার দাসপাড়ায় কৃষি সামগ্রীর ব্যবসায়ী। ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বুধবার রাতে তাঁকে সিজিএসটির শিলিগুড়ির আধিকারিকরা গ্রেপ্তার করেন। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১২ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সিজিএসটি ডিপার্টমেন্টের কাছে খবর ছিল, মিঠুন ভগৎ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ভরতুকিতে সার কিনেও তা ভরতুকি হারে কৃষকদের বিক্রি করতেন না। উলটে সেগুলি চড়া দামে বিক্রি করে দিতেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১২ ডিসেম্বর সিজিএসটি আধিকারিকরা ওই ব্যবসায়ীর ঠিকানায় অভিযান চালান। সেখানে মিঠুন কিছু তথ্য তুলে ধরেন।

কিন্তু সেদিন ব্যবসায়ীকে সিজার লিস্ট ধরিয়ে যখন আধিকারিকরা ব্যবসার কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, অভিযোগ সেসময় আচমকা ১৫ থেকে ২০ জন ব্যক্তি চলে আসেন। সিজিএসটি আধিকারিকদের কাছ থেকে সিজ করা কাগজপত্রের ব্যাগ তাঁরা ছিনিয়ে নেন বলে অভিযোগ। গোটা বিষয়টি নিয়ে সেদিনই চোপড়া থানায় সিজিএসটি ডিপার্টমেন্টের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এদিকে, গত ১৮ ডিসেম্বর সিজিএসটি ডিপার্টমেন্টের তরফে সমন পাঠিয়ে মিঠুনকে তলব করা হয়। কিন্তু প্রথম দুইবার সমন পাঠানোর পরও তিনি আসেননি। তৃতীয় বারের সমন পাওয়ার পর হাজির হন। কিন্তু সময়ে তিনি কাগজপত্র কিছুই সেভাবে দেখাননি। কাগজপত্র দেখানোর জন্য সময় চান। এদিকে, বুধবার জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্তের ব্যবসায় অসংগতি থাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিজিএসটি ডিপার্টমেন্টের আইনজীবী রতন বণিক বলেন, ‘কৃষকদের কাছে বিক্রি না করে সারগুলি বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করা হয়েছে। সরকারি টাকা আত্মসাৎ করলে পাঁচ বছরের সাজা হতে পারে।’

## বিজেপিতে বিতর্ক

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** বিজেপির রাজ্য কমিটিতে পাহাড়ের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় প্রশ্ন উঠছে। দার্জিলিং এবং কালিম্পং পার্বত্য এলাকার নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, রাজ্য কমিটিতে পাহাড়ের কথা বলার কেউ নেই। দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি কল্যাণ দেওয়ানের বক্তব্য, ‘আগে রাজ্য কমিটিতে পাহাড়ের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু এবার নতুন কমিটিতে পাহাড়ের কেউ সুযোগ পাননি। একজনকে রাখলে ভালো হত।’

সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বে দার্জিলিং অথবা কালিম্পং পার্বত্য এলাকা থেকে একজনকে নেওয়া হলে পাহাড়বাসীর কাছে ভালো বার্তা যেত বলেই দলের নেতা-কর্মীরা মনে করছেন। কেন-না পাহাড়ের দাবি আদায়ের জন্য সাধারণ মানুষও বিজেপির ওপরেই ভরসা করে রয়েছেন।

দলের পার্বত্য শাখার বর্তমান সভাপতি সঞ্জীব লামা অবশ্য দাবি করেছেন, ‘রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটিতে পাহাড়ের প্রতিনিধি রয়েছেন।’ কিন্তু সেই কমিটির তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি বলে বিজেপি সূত্রে দাবি।

### কটাক্ষ বংশীবদনের

# জিসিপিএ নেতাকে ‘ধার’ তৃণমূলের

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** খাতায়-কলমে তিনি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (জিসিপিএ) দার্জিলিং জেলা সম্পাদক। তাঁকেই দলের অঞ্চল সভাপতি পদে বসাল তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঘটনায় বেজায় চটেছেন জিসিপিএ নেতা বংশীবদন বর্মন।

খড়িবাড়ির এই নেতার বাড়িতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে। বংশীর বক্তব্য, ‘তৃণমূল জোর করে আমার দলের নেতার নাম অঞ্চল কমিটির সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। অথচ আমার নেতা জানেন না যে, তাঁকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি করা হচ্ছে।’

যদিও শাসকদলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ দাবি করছেন, ‘উনি আগে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন করতেন। এখন আমাদের দলের নেতা। তাই তাঁকে পদ দেওয়া হল।’

তৃণমূল সদ্য দার্জিলিং জেলায় সমস্ত অঞ্চল কমিটি গঠন করেছে। খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জ-পানিশালি অঞ্চল সভাপতি হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় রায়। তালিকায় ওই নাম দেখে কার্যত আকাশ থেকে পড়েন এলাকার নেতা-কর্মীরা। কে এই মৃত্যুঞ্জয়, সেই খোঁজখবর শুরু হয়। পরে ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা জানতে পারেন, গ্রেটার নেতা মৃত্যুঞ্জয় রায় ওরফে দীপুই এখন থেকে অঞ্চলকে নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু দীপু কবে গ্রেটার ছেড়ে তৃণমূলে এলেন- সেটা নাকি কারও জানা নেই।

দলের রানিগঞ্জ পানিশালির সদ্য প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি ছিলেন দিগেন সিংহ। তাঁর কথায়, ‘আমি এই পদে থাকতে চাই না, সে কথা দলকে আগে জানিয়েছিলাম। তাই নতুন অঞ্চল সভাপতির নাম ঘোষণা করা হল। তবে মৃত্যুঞ্জয়কে এই পদে বসানো নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। তিনি গ্রেটারের জেলা সম্পাদক ছিলেন। এখন আমাদের দলের অঞ্চল সভাপতি।’

যাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক, সেই মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে প্রথমে নিজেকে গ্রেটারের জেলা সম্পাদক হিসেবেই পরিচয় দেন। পরে বলেন, ‘তৃণমূল রাজ্যের শাসকদল। দায়িত্ব দিয়েছে। এখন কী করব বুঝতে, পারছি না।’ তাঁকে যে জোড়াফুলের ঝান্ডা হাতে গত কয়েকবছরে এলাকায় দেখা যায়নি, তা স্বীকার করে নতুন অঞ্চল সভাপতির মন্তব্য, ‘এখন থেকে তৃণমূলে দেখা যাবে।’

দলের অঞ্চল নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এক নেতার কথায়, ‘আমরা সারাজীবন মিটিং-

- সদ্য দার্জিলিং জেলায় সমস্ত অঞ্চল কমিটি গঠন করেছে তৃণমূল
- রানিগঞ্জ-পানিশালি অঞ্চল সভাপতি হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় রায়
- তিনি জিসিপিএ’র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক
- সম্মতি না নিয়ে পদে বসিয়েছে, দাবি বংশীবদনের

মিছিলে ঝান্ডা হাতে হাঁটলাম। অথচ, পদ দেওয়ার বেলায় অন্য দল থেকে নেতা ভাঙিয়ে আনা হল। এখানে ভোটের প্রচার কীভাবে দল করবে, সেটা দেখব।’ অর্থাৎ বিধানসভা ভোটের আগে দলীয় কোন্দল যে ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে বেশ ভোগাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে বংশীবদনের চড়া সুর, ‘খবর পেয়েই আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ওকে না জানিয়ে তৃণমূল এই কাজ করেছে বলে আমার কাছে দাবি করেছে। আমি দ্রুত নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছি। কিন্তু তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব বলছে, সদ্য তালিকা তৈরি হল। এখন নাম কাটলে বিতর্ক হবে। তাই দু’মাস সময় চেয়েছে।’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

প্রহরী।। কোচবিহারে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক নন্দী।

# নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ, বিভ্রান্তি নিগমেই

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে নিয়োগ ঘিরে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। সম্প্রতি নিগমে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ২০ জনেরও বেশিকে শিলিগুড়ি ডিপোতে নিয়োগ করা হয়েছে। এই নিয়োগ নিয়েই বিতর্ক বাড়িয়েছেন নিগমের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের ওসি সমীর সরকার। তাঁর কথায়, ‘কোনও এজেন্সির মাধ্যমে নয়, আমাদের নিজেদের পরিচিত শিক্ষিত ছেলেদের এই কাজে ঢোকানো হয়েছে। আপাতত তিন মাস তাঁরা কাজ করবেন। তারপর দেখা হবে।’

যদিও ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে এবং নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় গোটা বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। সৌভিকের কথায়, ‘২০২৩ সালে একটি সংস্থাকে জরুরি ভিত্তিতে কর্মী দেওয়ার জন্য টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল। তাদের তিন বছর দায়িত্বে থাকার কথা। তারা এই নিয়োগ করিয়েছে।’ নিগম সূত্রে খবর, মাস দুয়েক আগে একটি ইন্টারভিউ হয়। তার মাধ্যমে এই নিয়োগ করা হয়। অভিযোগ, নিয়োগপ্রাপ্তদের অধিকাংশ তৃণমূল নেতাদের ঘনিষ্ঠ। নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের অভিযোগ, ‘স্বজনপোষণ যে হয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া দুর্নীতিতে ভরা।’ স্বজনপোষণের অভিযোগ প্রসঙ্গে অবশ্য নিগমের চেয়ারম্যানের বক্তব্য, ‘কাদের নিয়োগ হচ্ছে, সেটা পুরোটাই এজেন্সি দেখে। আমরা শুধু তাদের টাকা দিই। ওই এজেন্সি লেবারদের টাকা দেয়। তাই অভিযোগ প্রসঙ্গে আমাদের কিছু বলার নেই।’

অন্যদিকে, প্রথমে ওই কর্মীদের মাসে ২৬ দিনে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে কাজ দেওয়া হয়েছিল বলে ডান-বাম শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি। পরে সেটা ২৪ দিন, তারপর ২০ দিন করে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই মজুরির পরিমাণ কমে দাঁড়াচ্ছে সাড়ে সাত থেকে আট হাজার টাকা। এভাবে বারবার কাজের দিন কমিয়ে দেওয়ার পেছনেও দুর্নীতির তত্ত্ব খাড়া করছেন

**নিশানায় শাসকদল**

তুফান। তাঁর বক্তব্য, ‘২৬ দিনের কথা বলে যেভাবে ধাপে ধাপে ২০ দিন করা হল, তাতে বাকি টাকা অন্য কারও পকেটে যাচ্ছে না তো? আমরা পুরো বিষয়টা নিয়ে এ মাসের ১৫ তারিখ ডিভিশনাল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলব।’ ডিভিশনাল ম্যানেজার পালটা বলছেন, ‘দৈনিক মজুরিতে নেওয়া ওই কর্মীরা কম্পিউটার জানেন। তাই উঁচু গ্রেডে নেওয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই তাঁদের ২০ দিনের জন্য নেওয়া হয়েছিল।’

প্রশ্ন উঠছে, তবে কি নিগমের প্রভাবশালী, শাসকদলের ঘনিষ্ঠদের পরিচিতদের এজেন্সির মাধ্যমে ঢুকিয়ে কাজে নেওয়া হয়েছে? সেই দায় অবশ্য নিচ্ছেন না নিগমের কেউই। পার্থ শুধু বললেন, ‘তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে প্রতিটি ডিভিশনের ম্যানেজারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’

# পুরসভার স্টল বিলিতে বড় অনিয়ম

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**কোচবিহার, ৮ জানুয়ারি :** অত্যন্ত গোপনে বিলি হয়ে গেল কোচবিহার পুরসভার ভবানীগঞ্জ বাজারের তিনটি সরকারি স্টল। সেই স্টলগুলির একটি পেয়েছেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার চন্দনা মহন্তর স্বামী দীপক মহন্ত। আর এক তৃণমূল কাউন্সিলার উজ্জ্বল তরের স্ত্রী দীপালি তরের নামেও বরাদ্দ হয়েছে একটি স্টল। অন্য স্টলটি পেয়েছেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের রূপা দাস মজুমদার। রাজ্য পুর দপ্তরে স্টল বিলি নিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রূপা ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদারের ভাইয়ের স্ত্রী। যদিও রূপা তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী নন বলেই জানিয়েছেন অভিজিৎ। স্টল নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা।

তৃণমূল কাউন্সিলাররাই জানিয়েছেন, স্টল বিলি নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে কোনও আলোচনা হয়নি, হয়নি টেন্ডারও। অভিযোগ, পুর চেয়ারম্যান একক সিদ্ধান্তেই স্টল বিলি করেছেন। বিরোধীরা তো বটেই রবির কীর্তিতে শাসকদলের অভ্যন্তরেও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। স্টল বিলি নিয়ে দলের ভেতরেই সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতাদের একাংশ। পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং বর্তমান কাউন্সিলার ভূষণ সিং-

এক্সক্লুসিভ

এর কথায়, ‘স্টল বিলি নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।’

কর বৃদ্ধি সহ নানা ঘটনায় পুরসভাতে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর চেয়ার যে টলমল করছে তা ভালোই বুঝছেন রবীন্দ্রনাথের অনুগামীরাও। সম্প্রতি তাঁকে পদত্যাগ করতে দলের পক্ষ থেকে চিঠিও দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে পুরসভার অন্দরে নিজের দল ভারী করতেই চেয়ারম্যান পরিকল্পনামাফিক দুই কাউন্সিলারকে ঘুরিয়ে স্টল পাইয়ে দিয়েছেন বলে মত তৃণমূল কাউন্সিলারদের একাংশের। নথি বলছে, ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর পুরসভার মার্কেট অফিস ইনচার্জ একটি চিঠি দিয়ে চেয়ারম্যানকে জানান, ভবানীগঞ্জ বাজারের ব্লক ডি-এর ১১ এবং ১৬ নম্বর স্টল দুটি দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ। স্টল দুটি পুরসভার হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করেন তিনি। ১০ ডিসেম্বর দুটি স্টলের বরাদ্দ এবং লাইসেন্স বাতিল করেন চেয়ারম্যান। ১৮ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১৬ নম্বর স্টল বরাদ্দ করেন দীপকের নামে। ১১ নম্বর স্টলটি দীপালি এবং রূপা দুজনের নামেই আলাদা করে বরাদ্দ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের কথা, ‘বাজারের কোনও স্টল ফাঁকা থাকলে আবেদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত সেলামি দিয়ে যে কেউই তা নিতে পারেন। এখানে বিতর্কের কিছু নেই।’ বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে স্টল বণ্টন নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছেন। উজ্জ্বল তর অবশ্য বেনিয়মের কথা মানতে চাননি। তাঁর দাবি, পদ্ধতি মেনেই তাঁর স্ত্রীর নামে স্টল বরাদ্দ হয়েছে।

## গ্রেপ্তার তরুণ

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** বুধবার রাতে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাছড়া মাঠে মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম গৌরব দাস। তিনি মাটিগাড়ার বাসিন্দা। মাসির বাড়ি ঘুরতে এসেছিলেন। খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশের কাছে খবর আসে, মাঠে দুই পক্ষের ঝামেলা হচ্ছে। পুলিশ গিয়ে অভিযান চালাতেই পাকড়াও হন গৌরব। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

## মদ বাজেয়াপ্ত

**নকশালবাড়ি, ৮ জানুয়ারি :** বুধবার রাতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার বেশি মদ বাজেয়াপ্ত করল নকশালবাড়ি আবগারি দপ্তর। গভীর রাতে একটি গাড়ি পানিঘাটার দুধিয়া হয়ে নকশালবাড়িতে ঢোকে। পানিট্যাঙ্কি দিয়ে গাড়িটি বিহারে যাচ্ছিল। নকশালবাড়ি এবং বাগডোগরা আবগারি সার্কেলের নেতৃত্বে একটি টিম গাড়িটিকে খড়িবাড়ি চেকরমারি থেকে আটক করে। গাড়ি থেকে ৩৫৪০টিরও বেশি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত হয়। যার বাজারমূল্য ৬৭ লক্ষ টাকার উপরে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিহারের বাসিন্দা রোশন কুমারকে। গাড়িটি আটক করা হয়।

# হাতি চলাচলের পথে বসতির চোখরাঙানি

হাতির পাল নকশালবাড়ির টুকরিয়া থেকে কলাবাড়ি জঙ্গল দিয়ে মেচি নদী পেরিয়ে নেপালের কোশি পর্যন্ত যাতায়াত করত। কিন্তু সময়ের কোপে এই পথের আশপাশে জনবসতির দাপটে হাতির পথচলা থমকে যায়। আজকাল হাতিরা এই পথে এলেও লোকালয়ের দিকে চলে যায়। হাতি-মানুষ সংঘাত দেখে সেই পথ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

**খোকন সাহা**

**বাগডোগরা, ৮ জানুয়ারি :** এই পথে একটা সময় হাতিদের অবাধ চলাচল ছিল। কিন্তু সময়ের কোপে আশপাশে প্রচুর লোকালয় গড়ে উঠলে ভারত-ভুটান সীমান্তে সংকোশ থেকে নেপালের কোশী পর্যন্ত হাতিদের পথ চলা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তবে হাতিরা তাদের পুরোনো অভ্যাস ভুলতে পারেনি। মাঝেমধ্যেই তারা এই পথে আসতে চায়। কিন্তু পথ ভুলে লোকালয়ে চলে গেলেও বিপত্তি। অবধারিতভাবে মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘর্ষ। দুর্ভোগের একশেষ।

বহু বছর আগের কথা। নকশালবাড়ির টুকরিয়া থেকে হাতিরা এই পথেই কলাবাড়ি জঙ্গল হয়ে মেচি নদী পার হয়ে নেপালের কোশী পর্যন্ত চলাচল করত। তারপর একটা সময় পরিস্থিতির বদল হওয়া শুরু। পশুপ্রেমী সংগঠন নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুজিৎ বসু খোলসা করেন সেই ইতিবৃত্তান্ত, ‘মণিপুর থেকে মানুষ এসে ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন কোয়ার্টার মোড়ের কাছে উত্তর রামধনজোতে বসতি গড়ে তুলেছে। এলাকাটি হাতিদের চলাচলের বহু পুরোনো করিডর। এছাড়া কলাবাড়িতে বন ঘেঁষে দুটি ক্র্যাশার চলছে। এতেও হাতি চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।’

শুধুই যে মণিপুর থেকে আসা মানুষ তা নয়, নেপাল থেকেও মানুষ এখানে এসে বসতি স্থাপন করে সমস্যা বাড়িয়েছে বলে পশুপ্রেমী সংগঠন ‘ঐরাবত’-এর কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহা জানাচ্ছেন, ‘হাতিরা

নেপালের পথে হাতির পাল।

এই রাস্তাটি ধরেই বেঙ্গাইজোত, ঢাকনাজোত, ফিটানিজোত ছাড়াও ঢাকনাজোতের পিছনে নেহালজোতের নীচের দিকে ছোট মণিরাম হয়ে কলাবাড়ি জঙ্গল যেত। আবার কলাবাড়ি থেকে নেপালের বামনডাঙ্গিতে ঢুকত। তারপর সেগুলি সেখান থেকে নেপালের বুধাবাড়ি, চারালি জঙ্গল, পাঁচপুকুরি জঙ্গল, জলথল কোশী পর্যন্ত যাতায়াত করত। এই রাস্তার পুরোটাই ধরে এখন বসতি গড়ে উঠেছে।’

সমস্যার কারণ হিসেবে আরও আছে। ভারতীয় হাতি যাতে পড়শি দেশটিতে না ঢুকতে পারে সেজন্য ২০১৫ সালে নেপালে প্রায় ১৮ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যদিও এখন সেই ফেন্সিংয়ের সেভাবে কার্যকারিতা নেই অন্যান্য নানা কারণে টুকরিয়া জঙ্গল থেকে নেপালে যাওয়ার সময় রামধনজোতে বাধা পেয়ে বাতাসি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ির বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি বিহারের দিকেও চলে যাচ্ছে। পরিণতিতে বছরের বেশিরভাগ সময় মানুষ-হাতি সংঘর্ষ খবরের শিরোনামে।

সমস্যা মেটাতে যে কাজ হয়নি, তা নয়। হয়েছে, তবে তা কোনও কাজে দেয়নি। নকশালবাড়ি সায়েন্স ক্লাবের কর্মকর্তা প্রাণগোবিন্দ নাগের বক্তব্য, ‘হাতি-মানুষ সংঘাত এখানে একটি সেল গঠন করা হয়েছিল। বছর ১০ আগেও এই সেলের বৈঠক হত। এখন আর কোনও বৈঠক হয় না।’ রাস্তাটিকে কেন্দ্র করে অনেকের অনেক কথা থাকলেও বন দপ্তর একে হাতি চলাচলের করিডর মানতে রাজি নয়। কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায়ের কথায়, ‘এই রাস্তা দিয়ে হাতি চলাচল করলেও একে ঠিক হাতি চলাচলের করিডর বলা যায় না। তবে হাতি-মানুষ সংঘর্ষ ঠেকাতে আমরা বরাবরই সচেষ্ট।’

## মোষ সহ ধৃত ২

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** ট্রাকে ত্রিপল ঢাকা দিয়ে মোষ পাচারের সময় ধরা পড়লেন চালক ও খালাসি। ধৃত চালকের নাম জাহাঙ্গির আলম, খালাসির নাম মহম্মদ মোর্তাজা। ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বুধবার মাটিগাড়ার একটি শপিং সেন্টারের সামনে ট্রাকটিতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। ত্রিপল সরাতেই মোষ উদ্ধার হয়।

## প্রতিবাদ মিছিল

**বাগডোগরা, ৮ জানুয়ারি :** ভেনেজুয়েলায় আমেরিকার হানাদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করল সারা ভারতের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। সংগঠনের তরফে বৃহস্পতিবার বাগডোগরায় প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।

## আইটি প্রকল্প

নিউটাউনে ‘বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি’ আইটি হাবে ‘এলআইটি মাইন্ডট্রি’র মেগা আইটি ক্যাম্পাস প্রকল্প তৈরি করতে ১৮.৯ একর জমি বরাদ্দ করল রাজ্য। বিনিয়োগ করা হবে ২০০০ হাজার কোটি টাকা।

## অগ্নিকাণ্ড

বৃহস্পতিবার কলকাতার ভুটিয়া মার্কেটে আগুন লাগে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রায় ৫৫টি দোকান। শর্টসার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। তদন্ত চলছে।

## ডিজিটাল অ্যারেস্ট

‘ডিজিটাল অ্যারেস্টে’ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে হাঁসখালি থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। একাধিক মোবাইল, পাসবুক উদ্ধার হয়েছে। ৩৮০০ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

## স্টুডেন্টস উইক

স্টুডেন্টস উইকের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হল বৃহস্পতিবার। সেখানে জাতীয় স্তরে স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া এরাজ্যের ১৯৭ জন পড়ুয়াকে পুরস্কৃত করা হয়। ট্যাবের টাকাও পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে।

# আজ নজর হাইকোর্টে

## প্রতীকের বাড়ি-অফিসে তল্লাশি ঘিরে পৃথক মামলা

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** আইপ্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি ঘিরে জল হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। তল্লাশি চলাকালীনই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। পালটা পৃথক মামলা দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে বৃহস্পতিবার দু’পক্ষই একে অপরকে টেক্কা দিয়ে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেছে। যদিও তৃণমূলের তরফে দায়ের করা মামলা ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে বলে আদালত সূত্রে খবর। শুক্রবার এই মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। দিনভর নাটকীয় উত্তেজনা নিয়ে সরগরম হয়েছে জাতীয় সহ রাজ্য-রাজনীতি। তেমনই ইডি’র এই তল্লাশি ঘিরে শাসক-বিরোধী দুই পক্ষই একে অপরকে বিঁধতে ছাড়েনি। সবমিলিয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা উঠলেই ইডি এবং পালটা তৃণমূলের সওয়ালে সরগরম হতে চলেছে হাইকোর্ট চত্বর।

বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ ইডি’র তরফে আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওই সময় অরিজিনাল সাইড সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলায় বিচারপতি পরবর্তী সময় মামলাটির জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলেন। এরপরই বিকেল ৪টে ১৫ মিনিট নাগাদ তৃণমূলের তরফে পালটা মামলা দায়ের করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী। আদালতে তাঁর অভিযোগ, সমস্ত নথি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কারণেই এই ধরনের তল্লাশি অভিযান। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এরকমই। যেন জরুরি অবস্থা চলছে। যে কোনও সময় গুরুত্বপূর্ণ নথি হাতিয়ে নেওয়া হতে পারে। এই মামলা দায়ের করার প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি। ওই সময় ইডির আইনজীবী জানিয়ে দেন, শুক্রবারই তাঁরা নথিপত্র সহ আদালতে হাজির থাকবেন। আদালত সূত্রে খবর, এই অভিযোগের পালটা যুক্তি খাড়া করতে চলেছে ইডিও। ইতিমধ্যেই ইডি’র তরফে বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই অভিযান কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। কোনও রাজনৈতিক দলের অফিসেও তল্লাশি চালাতে যাওয়া হয়নি। উপর্যুপরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুলিশের অতি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইডি।

■ মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ ইডি’র

■ পালটা নথি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে পৃথক মামলা তৃণমূলের

■ শুক্রবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে তৃণমূলের মামলার শুনানি। নথি নিয়ে হাজির থাকবে ইডিও

ইডির বক্তব্য, সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তল্লাশিতে হস্তক্ষেপ ও জোর করে নথি, ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ ছিনতাই করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, এই সংক্রান্ত রেকর্ড, নথি, ল্যাপটপ ফেরত পেতে আদালতে সওয়াল করবে ইডি। পুলিশের কর্মকাণ্ড ও অতিসক্রিয়তা অসাংবিধানিক। মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপও দুঃখজনক। তাই অভিযানের সময় তদন্তকারী সংস্থা যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাই নিয়ে আদালতের থেকে অন্তর্বর্তী নির্দেশের আবেদন করা হবে।

> অতীতে কোনও মুখ্যমন্ত্রী এমন কাজ করেছেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তৃণমূল দুর্নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা শুধু অনৈতিক নয়, আইনবিরুদ্ধ।
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

নিঃসন্দেহে রাজ্য সহ জাতীয় রাজনীতিতেও এই ঘটনা শোরগোল ফেলে দিয়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। নির্বাচনের আগে এই অভিযান ঘিরে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির চক্রান্ত দেখছেন তৃণমূল সহ রাজনৈতিক বিরোধীরা। পালটা মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘বাংলাকে নিয়ে মোদি-শা’য়ের নোংরা কৌশল এবার নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। তাঁরা তাঁদের কোলের কুকুর এজেন্সি ইডিকে আমাদের ভোট প্রচারের পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ও ভোট কৌশলের বিস্তারিত তথ্য চুরি করতে পাঠিয়েছিলেন।’ একই সুরে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিক ঘোষ লেখেন, ‘ইডি এখন নিজেকে নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা’র ইলেকশন ডিপার্মেন্টে পরিণত করেছে।’

কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর প্রশ্ন, ‘ইডির অভিযানের মাঝখানে মুখ্যমন্ত্রী কেন ওই ফাইল নিয়ে বেরিয়ে এলেন? ফাইলে কী ছিল? সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ইন্টারেস্ট কী? একটা রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর লিস্ট কর্পোরেট হাউসে কেন?’ একই প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর প্রশ্ন, ‘একটি বেসরকারি সংস্থায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির তল্লাশি হলে তাতে তৃণমূল কেন পথে নামছে?’ রাজ্য সরকারকে বিঁধে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘অতীতে কোনও মুখ্যমন্ত্রী এমন কাজ করেছেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।’ কুণাল ঘোষ বলেন, ‘ভোটের মুখে কেন এই তল্লাশি?’ তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়েছেন অখিলেশ যাদব সহ জাতীয় স্তরের রাজনীতিবিদরা।

## ‘দুর্নীতি’র অভিযোগ

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** রাজ্যে এবার সরকারি চিকিৎসক নিয়োগ পরীক্ষা ঘিরেও নতুন করে বিতর্ক তৈরি হল। গত বছর ডিসেম্বর মাসে রাজ্যজুড়ে সরকারি হাসপাতালগুলিতে জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (জিডিএমও) পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হয়। আর সেই পরীক্ষার মেধাতালিকায় থাকা ১৭ জন চাকরিপ্রার্থীরই জাতিগত তথ্য ‘ভুয়ো’ বলে অভিযোগ তুলল পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি। হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, তফসিলি উন্নয়ন দফতর, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর ও স্বাস্থ্য দফতরের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি গোটা বিষয় নিয়েও তদন্তের আবেদন জানিয়েছে তারা।

গত অগাস্ট মাসে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে ৮০০-র বেশি জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল গত ২১ ডিসেম্বর।

### চিকিৎসক নিয়োগের পরীক্ষায় বিতর্ক

মেধাতালিকায় জায়গা পেয়ে ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছিলেন প্রায় ২ হাজার প্রার্থী। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির অভিযোগ, ওই মেধাতালিকায় উল্লেখ থাকা ‘এসটি’ বা তফসিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে ১৭ জন পরীক্ষার্থীর পদবি নিয়ম অনুযায়ী তফসিলি উপজাতিভুক্তদের তালিকা-বহির্ভূত। অর্থাৎ, তফসিলি উপজাতি কোটায় নাম থাকা ওই অভিযুক্তদের পদবি আদিবাসী সম্প্রদায়ের পদবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই অভিযোগ। অভিযুক্তদের নথি যাচাই করতেও আবেদন জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের সচিবকে অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর। একইসঙ্গে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে যথাযথ অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট পাঠাতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয় নিয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করতে চাননি হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা শ্রীরামপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত রায়। চূড়ান্ত নিয়োগের আগে সব নথি যাচাই করে দেখে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বোর্ড। তবে শিক্ষা দুর্নীতির আবহে ফের চিকিৎসাক্ষেত্রে এমন ‘দুর্নীতি’র অভিযোগ ওঠায় ফের দুশ্চিন্তা বেড়েছে চিকিৎসক ও শিক্ষামহলে।

জীবে প্রেম করে যেই জন... বৃহস্পতিবার কলকাতায়। - রাজীব মণ্ডল।

# ইডি’র হানায় হিসেব কষছে বিজেপি

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** আইপ্যাকে ইডির হানা ও তাকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে চর্চাতেই ঢাকল সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সাংগঠনিক বৈঠক। দিনভর ইডির হানা ঘিরে দলের চর্চায় উঠে এসেছে মৌলিক দু’টি প্রশ্ন। নির্বাচনের মুখে এসআইআর-এর আবহে তৃণমূল শিবিরে আচমকা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হানায় রাজনৈতিকভাবে কতটা লাভবান হতে পারে বিজেপি?

দু’দিনের রাজ্য সফরে সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে নাড্ডার বৈঠকের দিনেই বিজেপির শত্রু শিবিরের কৌশল নির্ধারণকারী সংস্থা আইপ্যাকে হানা দেয় ইডি। সূত্রের খবর, সাংগঠনিক বৈঠকের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থামিয়ে বারবারই নাড্ডা থেকে রাজ্যের শীর্ষনেতাদের চোখ চলে গিয়েছে টিভির পর্দায়। ফাইল হাতে মুখ্যমন্ত্রীর বেরিয়ে আসার ছবি দেখে কপাল চাপড়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বৈঠকে উপস্থিত নেতাদের কেউ কেউ। আর বৈঠকের ফাঁকে ফাঁকেই ইতিউতি নেতাদের মুখে বলতে শোনা গিয়েছে, অভিষেক কি তাহলে গ্রেপ্তার হবে নির্বাচনের আগে? কয়লা পাচার তদন্তে বিজেপি বারবারই নিশানা করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একাধিকবার দাবি করেছিলেন, ডিসেম্বর-জানুয়ারির দিকে কয়লা কাণ্ডে বড় রকমের পদক্ষেপ করতে চলেছে ইডি। কাকতালীয়ভাবে বিরোধী দলনেতার সেই দাবির সময়কালের সঙ্গে এদিনের ইডি হানার মিলও রয়েছে। তবে এদিনের ইডি হানার প্রসঙ্গ কার্যত এড়িয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু। এদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেছেন, ‘ইডির বিষয় ইডি বলবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুধু রাজনৈতিক দলের নেত্রী নন, তিনি সাংবিধানিক পদে থেকে যা করেছেন সেটা সংবিধান বহির্ভূত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাজে বাধা দেওয়া ও হস্তক্ষেপ করেছেন তিনি।’ তবে এদিনের ঘটনায় ইডি থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টা করলেও দলের চর্চায় তার রাশ টানা যায়নি।

সম্প্রতি রাজ্যে এসে দলীয় বিধায়ক, সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেখানে দলের বেশ কিছু সাংসদ, বিধায়ক সরাসরি শা’র কাছে এসআইআর-এর ফল নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে আত্মবিশ্বাসী শা তাদের জানিয়েছিলেন, এসআইআর-এ বিজেপিরই লাভ হবে। এদিনের ঘটনার পর শা’র সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে দলে। বৈঠকে উপস্থিত এক নেতা বলেন, ‘এসআইআর-এর ফল বিজেপির পক্ষে লাভজনক হবে এটা যদি নিশ্চিত হয়, সেক্ষেত্রে কয়লা পাচার তদন্তের পুরোনো মামলায় এরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইডিকে হানা দিতে হল কেন? যেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনেই পরিচালিত হয় ইডি।

ঘটনার জেরে ইডি যেভাবে বিষয়টি নিয়ে আদালতে গিয়েছে, তাতে এই মামলার জল বহু দূর গড়াবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিজেপির মতে, আইন ও আদালতের দিক থেকে সেই মামলার পরিণতি কী হবে, তা এখনই নিশ্চিত নয়। কিন্তু ঘটনার পরেই বিজেপিকে নিশানা করে প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে তাঁর দলকে পথে নামিয়ে দিয়েছেন, তাতে রাজনৈতিকভাবে বিজেপিকে বেগ পেতে হবে বলেই মনে করছে বিজেপির একাংশ।

## তদন্তে ভরসা পরিবারের

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** ২০২৩ সালে উত্তর দিনাজপুরে কালিয়াগঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় রাজ্যের তদন্তে সন্তুষ্ট নির্যাতিতার পরিবার। এই বিষয়ে আদালতে জানালেন রাজ্যের আইনজীবী। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে রাজ্যের থেকে হলফনামা চেয়েছে। দু’সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে।

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে কালিয়াগঞ্জের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। কালিয়াগঞ্জ থানার সাহেবঘাটা সংলগ্ন এলাকার একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছিল পড়ুয়ার

### কালিয়াগঞ্জ কাণ্ড

মৃতদেহ। এই ঘটনায় প্রতিবাদে নেমেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়, মৃত নাবালিকার সঙ্গে এক তরুণের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাঁকে অভিযুক্ত হিসেবে দাবি করা হয়। এই ঘটনায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসারদের নিয়ে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। রাজ্যের যুক্তি, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসাররা এই ঘটনার তদন্ত করতে পারেন না। এদিন এই মামলাতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য জানায়, রাজ্যের তদন্তেই নির্যাতিতা পরিবারের ভরসা রয়েছে। এই বক্তব্য হলফনামা হিসেবে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

### মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলের ভবিষ্যৎ ঘিরে আশঙ্কা

# ‘অযোগ্য’ তালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** আদালতের নির্দেশ মেনে নতুন ‘অযোগ্য’ শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। বারবার তালিকা প্রকাশের এই ঝক্কির ফলে বিপাকে পড়েছেন এসএসসির আধিকারিকরাও। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ মেনে প্রতিটি চাকরিপ্রার্থীর নাম, বাবার নাম, স্কুল, জেলা, কোন ক্যাটিগরিতে ‘অযোগ্য’ সেই সংক্রান্ত তথ্য বারবার খতিয়ে দেখতে হচ্ছে তাঁদের। এরই মধ্যে এসএসসির চেয়ারম্যানের চাকরির মেয়াদ বাড়ানোয় কিছুটা স্বস্তিতে চাকরিপ্রার্থীরা। তবে তাঁদের একাংশের দুশ্চিন্তা, আইনি জটিলতায় ফের নিয়োগ পিছিয়ে যেতে পারে। আবার অপর অংশ আঙুল তুলছেন আইনজীবীমহলের দিকে। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগপ্রাপ্তদের ‘অযোগ্য’ প্রমাণে যে দাবি এই মহল থেকে উঠেছে, তার তীব্র বিরোধিতা করছেন চাকরিহারারা। পালটা চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের নিয়োগপ্রক্রিয়া এইসব জটিলতা কাটিয়ে কবে শুরু হবে?

চাকরিহারাদের আন্দোলনের মুখ চিন্ময় মণ্ডল এই মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকেই নবম-দশম স্তরে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মামলার ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করছে তাঁর জীবনও। চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলমের কথায়,

> সিবিআই ও সুপ্রিম কোর্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিযুক্তদের যখন অযোগ্য বলেনি, তখন আইনজীবীরা কেন তাঁদের দাগি প্রমাণের চেষ্টা করে চলেছে?
>
> **রাকেশ আলম**

‘শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসির গাফিলতির কারণেই কাউন্সিলিং দেরিতে হওয়ায় ওই প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এখানে চাকরিপ্রাপকদের দোষ কোথায়? সিবিআই ও সুপ্রিম কোর্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিযুক্তদের যখন অযোগ্য বলেনি, তখন আইনজীবীরা ইচ্ছাকৃতভাবে কেন তাঁদের দাগি প্রমাণের চেষ্টা করে চলেছে?’ আদালতের নির্দেশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এসএসসিও। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল সংক্রান্ত আদালত যা রায় দেবে, তার ওপর নির্ভর করে এসএসসিকে ফের নতুনভাবে ‘অযোগ্য’ তালিকা তৈরি করতে হতে পারে। চাকরিহারাদের আশঙ্কা, এইভাবে বারবার নতুন নতুন নির্দেশ এলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ফের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। ইতিমধ্যেই শিক্ষাদপ্তর নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে, অবসরের সময় হয়ে গেলেও ২০২৬-এ ১১ জানুয়ারি থেকে আরও ৬ মাস মেয়াদ বাড়িয়ে সিদ্ধার্থ মজুমদারকে এসএসসি চেয়ারম্যান হিসেবে রেখে দেওয়া হল। উচ্চ প্রাথমিক, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাতে কোনওরকমভাবে ব্যাঘাত না ঘটে সেই উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত।

এই আবহে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা অবিলম্বে তাঁদের নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করতে এসএসসি ও শিক্ষাদপ্তরের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছেন। তবে পূর্ণাঙ্গ ‘অযোগ্য’ তালিকা প্রকাশের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন চাকরিহারা শিক্ষকদের অপর অংশ। তাঁদের মত, ‘স্বচ্ছভাবে পূর্ণ তালিকা প্রকাশ হলে নিয়োগে আর কোনও প্রশ্ন উঠবে না। তবে অভিজ্ঞতাভিত্তিতে যদি ফের আইনি জটিলতা তৈরি হয়, তাহলে নিয়োগে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’

## সিট গঠনের বিরোধিতা

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ১৫টি এফআইআর খারিজ করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে অবশিষ্ট চারটি এফআইআরের ক্ষেত্রে পুলিশ ও সিবিআইয়ের যুগ্মভাবে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। যুগ্মভাবে সিট গঠন করে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তবে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে সিবিআই। একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়েরের অনুমতি চাওয়া হয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে।

সিবিআইয়ের দাবি, রাজ্য পুলিশ অতীতে বার বার তদন্তে অসহযোগিতা করেছে। তাই যৌথভাবে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে তদন্ত করা সম্ভব নয়। তাই এই নির্দেশ খারিজ করে চারটি এফআইআরের বিরুদ্ধে সিবিআইকে এককভাবে দায়িত্ব দেওয়া হোক। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। পরের সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

## শুনানিতে তলব

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** এসআইআরের শুনানি পর্ব ঘিরে বিতর্কের শেষ নেই। মৃত্যু থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের হয়রানি চলছেই। বৃহস্পতিবারও শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৮ বছরের এক ব্যক্তির। এদিকে এদিনই কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর রাজনীতিক পুত্র রণজিৎ মুখোপাধ্যায়কে শুনানিতে তলব করা হয়েছেজানা গিয়েছে। নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন, ক্রিকেটার মহম্মদ শামি, অভিনেতা দেবের পর এঁদের নাম নতুন সংযুক্তি।

এদিন সকালে বারাসত ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে হাজির হয়েছিলেন মধ্যমগ্রাম বিধানসভার বাসিন্দা রমজান আলি। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। যা নিয়ে কমিশনকে তোপ দেগেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

# বিদেশে বা ভিন রাজ্যে থাকলে ছাড়

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** শেষপর্যন্ত দেরিতে হলেও ঘুম ভাঙল কমিশনের। পড়াশোনা, চিকিৎসা বা সাময়িক কোনও প্রয়োজনে বিদেশে থাকা ব্যাক্তিদের কেউ শুনানিতে ডাক পেলে তাঁকে সশরীরে শুনানিতে উপস্থিত হতে হতে হবে না। একইভাবে ছাড় দেওয়া হয়েছে দেশের মধ্যে ভিন রাজ্যে কর্মরত সরকারি বা আধা সরকারি কর্মচারী, সেনা এবং আধা সেনাদের।

পরিবর্তিত নিয়মে এখন থেকে তাঁদের হয়ে তাঁর পরিবারের যে কেউ প্রয়োজনীয় নথি (সফট বা হার্ড কপি) নিয়ে শুনানিতে হাজির হতে পারবে।

এদিন কমিশনের অনুমতির ভিত্তিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল শুনানিতে সশরীরে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। ফলে এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পাওয়ার পর রাজ্যের বাইরে বা বিদেশে থাকা ভোটারদের তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল।

**মালদা ডিভিশনে এটিভিএম ফেসিলিটেটর নিয়োগ**

অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মীর স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং জনসাধারণ

বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/এটিভিএম-ফেসিলিটেটর-২০২৬/এমএলডিটি তারিখ : ০৮.০১.২০২৬

এটি কোনো রেলওয়ে চাকরি নয়, এজেন্টের মতো কাজ। স্মার্ট কার্ডের রিচার্জ মূল্যের ওপর বোনাস দেওয়া হবে।

এটিভিএম মেশিনের মাধ্যমে অসংরক্ষিত পেপার টিকিট প্রদান করতে, দুই (০২) বছরের জন্য এটিভিএম ফেসিলিটেটর হিসাবে নিয়োগের উদ্দেশ্যে **অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মীর স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং জনসাধারণের** থেকে নির্ধারিত বয়ানে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং. এবং স্টেশনের নাম যেখানে এটিভিএমগুলি স্থাপিত হচ্ছে এবং কত জন এটিভিএম ফেসিলিটেটর প্রয়োজন** তা নিম্নরূপ : ১। মালদা টাউন - ০৬, ২। খালতিপুর - ০১, ৩। নিউ ফরাক্কা - ০৬, ৪। ধুলিয়ান গঙ্গা - ০১, ৫। জঙ্গীপুর রোড - ০৪, ৬। বারহারওয়া - ০৪, ৭। সাহিবগঞ্জ - ০৪, ৮। পীরপৈঁতী - ০১, ৯। শিবনারায়ণপুর - ০১, ১০। কাহালগাঁও - ০১, ১১। ভাগলপুর - ০৬, ১২। সুলতানগঞ্জ - ০৩, ১৩। জামালপুর-০৫, ১৪। মুঙ্গের-০১, ১৫। অভয়পুর-০১ এবং ১৬। কাজরা- ০১। উপরোক্ত স্টেশনগুলিতে এটিভিএম ফেসিলিটেটর হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী এবং/অথবা তাঁদের স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ও ১৮ বছর বয়সের ঊর্ধ্বের জনসাধারণ **www.er.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে নিয়োগের সাধারণ শর্তাবলী, আবেদনের ফর্ম, যোগ্যতা শর্তাবলী, মেয়াদ, মনোনয়ন পদ্ধতি ও সম্পাদন প্রণালী ইত্যাদি ডাউনলোড করতে পারেন এবং তা **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, মালদা-৭৩২১০২**-এর অফিসে দাখিল করতে পারেন।

*কোনো কারণ না দর্শিয়ে যে কোনো একটি বা সকল আবেদন স্থগিত/পরিবর্তন অথবা বাতিল করার অথবা যে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করার অধিকার রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত।*

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

**পূর্ব রেলওয়ে**

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# ট্রেনযাত্রীদের ত্রাতা ‘ডাবম্যান’ লক্ষ্মীদা

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** স্পাইডারম্যান, সুপারম্যান, ব্যাটম্যানের কথা কে না জানেন! শোনা যায় প্যাডম্যানের কথাও। কিন্তু ডাবম্যানের গল্প কেউ শুনেছেন কি? হাওড়ার রামরাজাতলা স্টেশনে গেলে দেখা মিলবে তাঁর। পিতৃদত্ত নাম শেখ আয়নাল হলেও সকলের কাছে পরিচিত লক্ষ্মীদা নামেই। এলাকার লোকজন বলেন, লক্ষ্মীদা না থাকলে রামরাজাতলায় শয়ে শয়ে লোক ট্রেনে কাটা পড়ত।

পেশায় ডাববিক্রেতা লক্ষ্মীদার বয়স প্রায় ৬০। ১৯৯১ সাল থেকে রোজ ট্রেন এলেই স্টেশনের ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক সামলান। কেউ ঝুঁকি নিয়ে গেট টপকে লাইন পার করার চেষ্টা করলে লাঠি হাতে তেড়ে যান। মানুষকে সতর্ক করার জন্য নামতার মতো ঠোঁটস্থ করে নিয়েছেন সমস্ত ট্রেনের সময়সূচি।

বৃহস্পতিবার সকালে স্টেশনে অফিসযাত্রীদের ভিড়। কেউ এসে জিজ্ঞেস করছেন, ‘৪১৪ পাঁশকুড়া বেরিয়ে গিয়েছে লক্ষ্মীদা?’ আবার কারও প্রশ্ন, ‘খড়্গপুরটা কখন ঢুকবে?’ গড়গড় করে সবাইকে ট্রেনের সময় বলে দিচ্ছেন লক্ষ্মীদা। প্রত্যেক নিত্যযাত্রীর কথায়, ‘আমাদের অ্যাপের সাহায্যে ট্রেনের সময় দেখতে হয় না। জিআরপি, স্টেশন মাস্টারের থেকে অনেক বেশি লাইভ আপডেট লক্ষ্মীদাই দিয়ে দেন।’

হঠাৎ ডাব বিক্রি ছেড়ে রক্ষাকবচ হওয়ার দায়িত্ব নিলেন কেন? লক্ষ্মীদার উত্তর, ‘১৯৮৫ সাল থেকে স্টেশনে ডাব বিক্রি করি। ৬ বছর বাদে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন অসাবধানতাবশত লাইন পারাপার করতে গিয়ে আচমকা একটি গ্যালপিং লোকালের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছিলেন একসঙ্গে ২৪ জন। তখনই ভেবেছিলাম আর কাউকে

ট্রেন আসার আগে রামরাজাতলা স্টেশনে লাইন পারাপার করাচ্ছেন লক্ষ্মীদা।

মরতে দেব না। তারপর থেকে আমার উপস্থিতিতে আজ পর্যন্ত কেউ এই স্টেশনে কাটা পড়েনি। যতদিন বাঁচব এই কাজ করে যাব।’

দক্ষিণ-পূর্ব শাখার হাওড়া ও সাঁতরাগাছির মাঝে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন রামরাজাতলা। আপ ও ডাউন লাইনে লোকাল, মেল, এক্সপ্রেস ট্রেনের ঘনঘন যাতায়াত। স্টেশনে লেভেল ক্রসিং থাকলেও তা খুব কম সময়ের জন্য খোলায় গাড়ির ভিড় বেশি । ফুট ওভারব্রিজ থাকলেও কম মানুষই সেটা ব্যবহার করেন। রেললাইন দিয়ে পারাপারই ভরসা হওয়ায় স্টেশনটি যথেষ্ট দুর্ঘটনাপ্রবণ।

উলুবেড়িয়ার বাসিন্দা লক্ষ্মীদার কথায়, ‘সকাল ১০টায় মারিয়াস ডে স্কুলের ছুটি হলে ছোট ছোট বাচ্চাদের পার করাতে হয়। সকাল ৫টার ট্রেন ধরে এখানে আসি। দুপুর ২টো নাগাদ বাড়ি ফিরি। ব্যবসা খুব একটা ভালো চলে না ঠিকই, তবে স্কুলের পড়ুয়াদের ১০ টাকা কমে ডাব বেচি।’ ৭ ছেলে নিয়ে সংসার লক্ষ্মীদার। মানুষের ত্রাতা হিসেবে এই ভূমিকায় পরিবারের সমর্থন সব থেকে বড় শক্তি তাঁর। ২০১১ সালে রেলের তরফে প্রশংসাপত্র ও নগদ ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁকে। পুজোর সময় ক্লাব ও রেল কর্তৃপক্ষ নতুন পোশাক, অর্থসাহায্য সহ একাধিক উপহার লক্ষ্মীদার হাতে তুলে দেয় প্রতি বছর। নিত্যযাত্রী দিলীপ পাত্র বলেন, ‘যেদিন লক্ষ্মীদা আসেন না, তাঁকে আমরা গিয়ে ডেকে আনি। উনি না থাকলে যে কোনও দিন বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটবে। ট্রেন থামিয়েও যাত্রীদেরকে তুলে দেন। প্রতিটি ড্রাইভার লক্ষ্মীদাকে একডাকে চেনেন।’ অপর নিত্যযাত্রী কিশোরকুমার ভৌমিকের কথায়, ‘লক্ষ্মীদার মতো মানুষ আজকের দিনে বিরল। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্করা সকলের ত্রাতা এই একজনই।’

স্টেশনের শেষপ্রান্তে তখন কাটারি দিয়ে এক মনে ডাব কেটে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন লক্ষ্মীদা। হাসিমুখে বললেন, ‘রবিবারই জলেশ্বর লোকালে কাটা পড়া থেকে দু’জনকে বাঁচালাম। পুরস্কারের আশা করি না। রক্ষা পাওয়ার পর অনেকে মিষ্টি দিয়ে যান, অনেকে আবার দেখা করে ধন্যবাদও জানান। ওটুকুই শান্তি।’

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩১ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৪ পৌষ ১৪৩২

# ট্রাম্পের দাদাগিরি

একসময় বামপন্থীদের গতে বাঁধা স্লোগান ছিল- মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবীণ ও প্রৌঢ়দের মনে উসকে দিল সেই স্মৃতি। প্রমাণ হল, আমেরিকা আছে আমেরিকাতেই। কোনও সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে উৎখাত করে পুতুল সরকারকে বসানোর সেই ট্র্যাডিশন আজও চালু রেখেছে আমেরিকা।

ইংরেজি নববর্ষের শুরুতেই ভেনেজুয়েলায় আমেরিকার খবরদারি ফের দেখলেন বিশ্ববাসী। কারাকাসের পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের নজর পড়েছে গ্রিনল্যান্ড, ইরান, কিউবায়। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তাঁদের প্রাসাদ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে মার্কিন ডেল্টা ফোর্স। অপহরণের পর প্রথমে জাহাজে এবং পরে বিমানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিউ ইয়র্কে।

মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে মাদক-সন্ত্রাসের অভিযোগ বহুদিন ধরেই করে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছিল, অপহৃত ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীর বিচার হবে মার্কিন আদালতে। সেইমতো বিচার শুরু হয়ে গিয়েছে। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমেরিকার এই পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে। চিন, রাশিয়া, কলম্বিয়া, পানামা, ইরান সহ বিভিন্ন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রসংঘ আমেরিকার খবরদারির নিন্দা করেছে।

তবে এই প্রথম নয়, এমন অভ্যাস মার্কিন শাসকদের বহু আগে থেকে আছে। ১৯০০ সাল থেকে এযাবৎ মোটামুটি ৩৬ দেশে সরকার উলটে দিয়েছে আমেরিকা। তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য- ইরান (১৯৫৩), গুয়াতেমালা (১৯৫৪), কঙ্গো (১৯৬০), দক্ষিণ ভিয়েতনাম (১৯৬৪), ব্রাজিল (১৯৬৪), চিলি (১৯৭৩), পানামা (১৯৮৯), আফগানিস্তান (২০০১) ও ইরাক (২০০৩)। গুয়াতেমালায় আবার এক বছরেই তিন-তিনবার সরকার বদল করেছিল আমেরিকা।

আবার ২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালিবান শাসন উৎখাত করে এই আমেরিকাই ক্ষমতায় বসিয়েছিল হামিদ কারজাইকে। কিন্তু অদৃষ্টের কী পরিহাস! আজ কাবুল আবার সেই তালিবানের হাতে। ২০০৩ সালে ইরাকে একই কায়দায় আমেরিকার ফন্দিতে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল সাদ্দাম হোসেনকে। প্রসঙ্গান্তরে চলে আসে লাদেনের প্রসঙ্গও। পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে রাতের অন্ধকারে আল-কায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে তার গোপন আস্তানায় ঢুকে খতম করেছিল আমেরিকার এই এলিট ডেল্টা ফোর্সই।

আসলে মাদক-সন্ত্রাস ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাহানামাত্র। খনিজসমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলার সর্বত্র তেলের ভাণ্ডার। চিন যেমন ইরাকি তেল ভাণ্ডারগুলো থেকে তেল সরাচ্ছে, আমেরিকার তেমন নজর ভেনেজুয়েলার তেলে। একসময় ভারত প্রচুর তেল কিনত ভেনেজুয়েলা থেকে। মার্কিন আপত্তিতেই ভারত তেল কেনা বন্ধ করে। আজ আমেরিকার নিজেরই নজর ভেনেজুয়েলার তেলে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণাই করে দিয়েছেন, ভেনেজুয়েলার তেলের নিয়ন্ত্রণ থাকবে আমেরিকার হাতে। তার সঙ্গে দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংকে মজুত ভেনেজুয়েলা সরকারের তাল তাল সোনাও নজরে আছে ট্রাম্পের। তেল ও সোনার লোভে সার্বভৌম দেশে বেনজির হানাদারি দেখল পৃথিবী।

এই সেদিনও যিনি নিজেকে 'পিস প্রেসিডেন্ট' বলে দাবি করছিলেন, ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির কৃতিত্ব হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কার দাবি করছিলেন, সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক অপহরণ করে নিজের দেশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আটক করলেন। ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট রদ্রিগেজ আপাতত প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে।

রদ্রিগেজ শুরুতে মার্কিন দাদাগিরি নিয়ে রক্ত গরম করা কথাবার্তা বললেও পরে যেন সুর নরম মনে হচ্ছে। আপাতত আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার পক্ষপাতী তিনি। বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠলেও ভারত কিন্তু ভেনেজুয়েলা নিয়ে বিবৃতিতে আমেরিকার নামোচ্চারণ করেনি, ঘটনার নিন্দাও করেনি, শুধু উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যাতে রেগে না যান, ট্রাম্পের রোষের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্যই বোধহয় নয়াদিল্লির এমন সাবধানতা। তাতেও ট্রাম্পের হুংকার থেকে রেহাই পেল না ভারত। আবারও মস্কো থেকে তেল কিনলে বাণিজ্য শুল্ক বাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

## অমৃতধারা

তুমি যা ভাববে,পরিণামে তুমি তাই হবে। যদি মুক্তি পেতে চাও তবে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে যাও। দেহের ধ্বংস হয়, আত্মা অবিনাশী। আত্মা নিত্যবস্তু, দেহ অনিত্য। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। দেহের সঙ্গে নিজেকে IDENTIFIED (একাকার জ্ঞান) করার জন্যেই মানুষের এই অশান্তি, দুঃখ, দুর্গতি ও ভবযন্ত্রণা। নিজের আসল স্বরূপের দিকে নজর নেই- ভাবছে এই রক্তমাংসের দেহটাই 'আমি, আমি অমুকের ছেলে, অমুকের মেয়ে—' সেইজন্যই তো মানুষের এত দুঃখ, অশান্তি, এত শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা। এ সবই অজ্ঞানতা। উপলব্ধি করো যে, 'তুমি জন্মমৃত্যুহীন আত্মা- তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অংশ'। এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ কেউই শান্তি পায় না, কিছুতেই ভবযন্ত্রণা দূর হয় না।

-স্বামী অভেদানন্দ

# তেলের খিদে ও ডলারের দাপট : লুটের স্বার্থেই যুদ্ধ

কেন আমেরিকা ভেনেজুয়েলায় হানা দিল? কারণটা লুকিয়ে ১৯৭৪ সালের এক ফাইলে ও হেনরি কিসিঞ্জারের করা একটা ডিলে।

**সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়**

টিভির পর্দায় ব্রেকিং নিউজটা নিশ্চয়ই দেখেছেন। অপারেশন 'অ্যাবসোলিউট রিজলভ'। আমেরিকার মেরিন সেনার বুটের তলায় এখন ভেনেজুয়েলার মাটি। প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে কলার ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেন তিনি কোনও ছিঁচকে চোর। ওয়াশিংটন থেকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি বলছেন, 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভিযান।' কেউ বলছেন, 'মাদক মাফিয়াদের শেষ করতে এই যুদ্ধ।'

বিশ্বাস করলেন? করবেন না। কারণ, রাজনীতির দাবার বোর্ডে যা দেখানো হয়, চালটা তার উলটো দিকে দেওয়া হয়।

আজ আপনাদের একটা গল্প বলব। গল্পটা তেলের, গল্পটা টাকার, আর গল্পটা এক আন্তর্জাতিক 'দাদাগিরি'র। চায়ের কাপে তুফান তোলার আগে এই সমীকরণটা বুঝে নেওয়া খুব জরুরি। কেন আমেরিকা ভেনেজুয়েলায় হানা দিল? মাদুরো স্বৈরাচারী বলে? আজ্ঞে না। আসল কারণটা লুকিয়ে আছে ১৯৭৪ সালের একটা পুরোনো ফাইলে এবং হেনরি কিসিঞ্জারের করা একটা ডিলে।

### পেট্রোডলারের মায়াজাল

১৯৭৪ সাল। আমেরিকা তখন সৌদি আরবের সঙ্গে একটা চুক্তি করে। চুক্তিটা খুব সহজ- সৌদি আরব তাদের তেল বিক্রি করবে শুধুমাত্র 'আমেরিকান ডলারে'। আর তার বদলে আমেরিকা সৌদিকে দেবে আজীবন সামরিক সুরক্ষা।

ব্যাস! কেল্লা ফতে। জন্ম হল 'পেট্রোডলার'-এর।

এর মানে কী দাঁড়াল? এর মানে হল, ভারত হোক বা চিন, জাপান হোক বা ফ্রান্স- তেল কিনতে হলে সবার পকেটে ডলার থাকতেই হবে। আর এই ডলার ছাপানোর মেশিনটা কার কাছে? আমেরিকার কাছে। ফলে আমেরিকা যা খুশি তাই করতে পারে। তাদের অর্থনীতি যতই নড়বড়ে হোক, ডলারের চাহিদা কমবে না। কারণ তেল ছাড়া পৃথিবী অচল, আর ডলার ছাড়া তেল মিলবে না। গত ৫০ বছর ধরে আমেরিকার এই 'সুপারপাওয়ার' হওয়ার চাবিকাঠি কিন্তু তাদের পরমাণু বোমা নয়, আসল চাবিকাঠি এই পেট্রোডলার।

### ভেনেজুয়েলার অপরাধ কী?

ভেনেজুয়েলার মাটির নীচে তেলের যে ভাণ্ডার আছে, তা সৌদি আরবের চেয়েও বেশি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেলের খনি ওখানেই। ৩০৩ বিলিয়ন ব্যারেল তেল! কিন্তু মাদুরো একটা 'ভুল' করে ফেলেছিলেন। তিনি আমেরিকার এই পেট্রোডলারের চোখে চোখ রেখে কথা বলেছিলেন।

২০১৮ সাল থেকে ভেনেজুয়েলা ঘোষণা করে, তারা আর ডলারে তেল বেচবে না। তারা চিনা ইউয়ান, ইউরো, এমনকি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে তেল বেচতে শুরু করে। এখানেই শেষ নয়, তারা ব্রিকস (BRICS)-এ যোগ দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে। চিন আর রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা এমন একটা পেমেন্ট সিস্টেম তৈরি করছিল, যেখানে আমেরিকার দাদাগিরি খাটবে না।

আমেরিকার কাছে এটা স্রেফ বেয়াদবি নয়, এটা তাদের অস্তিত্বের সংকট। ভেনেজুয়েলার দেখাদেখি কাল যদি সৌদি আরবও ইউয়ানে তেল বেচতে শুরু করে (যা নিয়ে কথা চলছে), তাহলে ডলারের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। আমেরিকা আর দেদার নোট ছাপিয়ে নিজের বিলাসবহুল জীবন এবং বিশাল সেনাবাহিনী চালাতে পারবে না।

তাই মাদুরোকে সরানোটাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। ড্রাগস, সন্ত্রাসবাদ, গণতন্ত্র- ওসব 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র চেষ্টা মাত্র।

> ভেনেজুয়েলার পতন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ডলারের বিরুদ্ধে গেলে কী হতে পারে। কিন্তু এর একটা উলটো দিকও আছে। আমেরিকা যত বেশি গায়ের জোর ফলাবে, বাকি পৃথিবী তত বেশি বিকল্প খুঁজবে। চিন, রাশিয়া, ইরান- এরা চুপ করে বসে থাকবে না।

### ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি : সাদ্দাম থেকে গাদ্দাফি

একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যান। মনে আছে সাদ্দাম হোসেনের কথা? ২০০০ সালে সাদ্দাম ঘোষণা করেছিলেন, ইরাকের তেল আর ডলারে বেচা হবে না, বেচা হবে ইউরোতে। ফলাফল? ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ। সাদ্দামের ফাঁসি। আর ইরাকের তেল বিক্রি আবার ফিরে এল ডলারে। সেই 'গণবিধ্বংসী অস্ত্র' কিন্তু কোনওদিন পাওয়া যায়নি।

এরপর লিবিয়া। মুয়াম্মার গাদ্দাফি চেয়েছিলেন আফ্রিকার জন্য একটা নিজস্ব মুদ্রা তৈরি করতে- 'গোল্ড দিনার'। সোনার বদলে তেল। হিলারি ক্লিন্টনের ফাঁস হওয়া ই-মেল থেকে আমরা পরে জেনেছি, এই 'গোল্ড দিনার' আটকাতেই গাদ্দাফিকে খতম করা হয়।

আর এখন ২০২৬-এ এসে সেই একই চিত্রনাট্য। চরিত্র শুধু বদলেছে। সাদ্দাম-গাদ্দাফিরা যা চেয়েছিলেন, মাদুরো সেটাই করছিলেন। তাই তাঁকে সরতে হল।

### ট্রাম্প : মুখোশহীন এক 'বুলি'

আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা অন্তত একটা ভদ্রস্থ মুখোশ পরে থাকতেন। ওবামা বা বুশ যখন অন্য দেশে বোমা ফেলতেন, তখন 'মানবাধিকার', 'নারী স্বাধীনতা'র কথা বলতেন। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প? তিনি রাখঢাক পছন্দ করেন না। তিনি হলেন পাড়ার সেই বিগড়ে যাওয়া মোড়ল, যে সরাসরি বলে, 'জমিটা আমার, আমি নেব।'

দু'সপ্তাহ আগেই ট্রাম্পের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার স্টিফেন মিলার যা বলেছেন, তা শুনলে চমকে যাবেন। তিনি বলেছেন, ভেনেজুয়েলার তেলের খনিগুলো নাকি আমেরিকার 'ঘাম আর পরিশ্রমে' তৈরি, তাই ওগুলো জাতীয়করণ করাটা আমেরিকার সম্পত্তি 'চুরি' করার শামিল! ভাবুন একবার! ১০০ বছর আগে কোনও মার্কিন কোম্পানি সেখানে কাজ করেছিল বলে আজ পুরো দেশের সম্পদ আমেরিকার হয়ে গেল?

এই যুক্তি যদি মানতে হয়, তবে তো ভারতও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চুরির মামলা করতে পারে কোহিনুর আর সম্পদের জন্য! কিন্তু ট্রাম্পের আমেরিকায় যুক্তির স্থান নেই, আছে শুধু গায়ের জোর। ট্রাম্প বুঝিয়ে দিলেন, ভেনেজুয়েলার তেল এখন থেকে আমেরিকার ইঞ্জিনে জ্বলবে, আর তার দাম ঠিক হবে ওয়াশিংটনে বসে।

### পরবর্তী টার্গেট : গ্রিনল্যান্ড?

ভেনেজুয়েলা তো হাতের মুঠোয় এল। কিন্তু এরপর কী? আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের নজর এখন উত্তরের বরফ ঢাকা গ্রিনল্যান্ডে।

হাসছেন? ভাবছেন বরফের দেশে আমেরিকা কী করবে?

ভুল ভাবছেন। গ্রিনল্যান্ড শুধু বরফ নয়, গ্রিনল্যান্ড হল আধুনিক প্রযুক্তির খনি। মোবাইল, কম্পিউটার, মিসাইল চিপ তৈরির জন্য যে 'রেয়ার আর্থ মিনারেল' বা বিরল খনিজ লাগে, তার বিশাল ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে গ্রিনল্যান্ডের বরফের নীচে। আর এই মুহূর্তে এই খনিজের বাজারে চিনের একচেটিয়া দখল। চিনকে আটকাতে হলে আমেরিকার গ্রিনল্যান্ড চাই-ই চাই।

মনে করে দেখুন, ট্রাম্প তাঁর আগের মেয়াদে গ্রিনল্যান্ড 'কিনে নেওয়ার' প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ডেনমার্ক তখন মুখের ওপর 'না' বলে দিয়েছিল। ট্রাম্প সেটা ভোলেননি। ভেনেজুয়েলায় এই সাফল্যের পর, ট্রাম্পের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। তিনি দেখছেন, রাষ্ট্রসংঘ বা আন্তর্জাতিক আইন- কেউ তাঁকে আটকাতে পারছে না।

'আর্কটিক' বা সুমেরু অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করা এখন আমেরিকার প্রধান অ্যাজেন্ডা। একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে চিন- বরফ গলছে আর নতুন নতুন বাণিজ্যিক পথ খুলছে। এই অবস্থায় গ্রিনল্যান্ড হল দাবার বোর্ডের মন্ত্রী।

ভেনেজুয়েলায় আমেরিকা যা করল, তা একটা বার্তা। বার্তাটা হল- 'আমরা যা চাইব, তাই নেব।' গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের অংশ হতে পারে, কিন্তু ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতিতে বন্ধুর সম্পত্তিও নিরাপদ নয়। আজ হয়তো টাকার প্রস্তাব দেবেন, কাল হয়তো নিরাপত্তার অজুহাতে সেখানে ঘাঁটি গাড়বেন।

আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে 'জোর যার মুলুক তার' নীতি আবার ফিরে এসেছে। ভেনেজুয়েলার পতন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ডলারের বিরুদ্ধে গেলে কী হতে পারে। কিন্তু এর একটা উলটো দিকও আছে। আমেরিকা যত বেশি গায়ের জোর ফলাবে, বাকি পৃথিবী তত বেশি বিকল্প খুঁজবে। চিন, রাশিয়া, ইরান- এরা চুপ করে বসে থাকবে না।

ট্রাম্প হয়তো ভাবছেন তিনি জিতে গেলেন। কিন্তু ভেনেজুয়েলার তেলের দখল নেওয়া আর বিশ্বজুড়ে আমেরিকার প্রতি ঘৃণা বাড়িয়ে তোলা- দুটোর মধ্যে ফারাক আছে। মোড়ল যখন ভয় দেখাতে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে তার পায়ের তলার মাটি সরছে। ভেনেজুয়েলা হয়তো সেই শেষের শুরু।

আর গ্রিনল্যান্ড? তৈরি থেকো। মোড়লের নজর এবার তোমার দিকে।

*(লেখক সাংবাদিক)*

## আজ

**১৯২২**

বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানার জন্ম আজকের দিনে।

**২০২৪**

আজকের দিনে প্রয়াত হন ওস্তাদ রশিদ খান।

## আলোচিত

আমার আইটি দপ্তরে অভিযান চালিয়েছে। দলের সব গোপন নথি ও প্রার্থীতালিকা চুরি করতে ইডি-কে দিয়ে হামলা চালিয়েছেন ন্যাস্টি হোম মিনিস্টার। এই ফাইল ও হার্ড ডিস্কগুলো সব আমার দলের। আমি এগুলি নিয়ে যাচ্ছি। রাজ্যের কোটি কোটি মানুষের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। দেশটাকে রক্ষা করতে পারে না। খালি ষড়যন্ত্র করছে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

## ভাইরাল/১

রাজস্থানে পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। হঠাৎ এক শ্রমিকের চিৎকারে অন্যরা ছুটে আসেন। দেখেন ১২ ফুটের একটি অজগর তাঁর পা জড়িয়ে রয়েছে। লাঠি-দড়ি দিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করে পরিস্থিতি সামলানো হয়।

## ভাইরাল/২

এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাকে এলোপাতাড়ি লাথি মারার ভিডিও ভাইরাল। লখনউয়ের কুর্সি রোডে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীকে রাস্তায় ফেলে মারতে দেখা যায় বিজেপি নেতা চেতন বিস্ট ও এক প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি কেপি সিংকে। এক প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার ভিডিও করেন। নিন্দার ঝড়।

জনমন
জনমত

# অনেক কিছু শেখাল আন্তর্জাতিক সম্মেলন

উত্তরবঙ্গের শিক্ষাজগতে কিছু এমন মুহূর্ত আসে যেগুলো নিঃশব্দে ইতিহাস তৈরি করে। প্রচার কম, অথচ তাৎপর্য গভীর। ৬ এবং ৭ জানুয়ারি শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি ঠিক তেমনই এক মাইলফলক, যে উদ্যোগ আগে উত্তরবঙ্গে কখনও দেখা যায়নি।

যুদ্ধ, মাইগ্রেশন, মানবাধিকার ও নৈতিক দর্শনের মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন- এ শুধু একটি অ্যাকাডেমিক ইভেন্ট নয়, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গির ঘোষণা। এই ঘোষণা বলছে, কলেজ শুধু ডিগ্রি দেবে না, সময়ে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াবেও।

এই ঐতিহাসিক উদ্যোগের নেপথ্যে যাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য, তিনি হলেন ডঃ রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্সের প্রিন্সিপাল। তাঁর নেতৃত্বে কলেজ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষক, চিন্তক ও শিক্ষাবিদদের এক মঞ্চে এনেছে। আমেরিকা, ফিনল্যান্ড, তাইওয়ান, কানাডা সহ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত গবেষকরা এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন, যা উত্তরবঙ্গের কোনও কলেজের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক বিরল ঘটনা।

এই সম্মেলন প্রমাণ করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চাইলে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে। আলাদা দেশ, আলাদা ভাষা, আলাদা বাস্তবতা- সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে এখানে একটাই প্রশ্ন ঘুরেফিরে এসেছে, মানুষ কেন ঘর ছাড়ে? এই প্রশ্নের ভেতরে লুকিয়ে আছে রাজনীতি, অর্থনীতি, মানবিকতা এবং নৈতিকতার গভীর সংকট। শিলিগুড়ির মতো একটি প্রান্তিক শহর থেকে এই প্রশ্নের আন্তর্জাতিক সংলাপ শুরু হওয়া নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়।

উল্লেখযোগ্য যে, এই সম্মেলনটি লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে সারা বিশ্বে সম্প্রচারিত হয়েছে। ফলে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের মঞ্চে বলা কথাগুলো আর স্থানীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা পৌঁছে গিয়েছে দূর দেশের গবেষণা কক্ষ এবং শিক্ষাঙ্গনেও। এটি কলেজের অ্যাকাডেমিক বিশ্বাসযোগ্যতা ও সাংগঠনিক সক্ষমতারই প্রতিফলন।এই উদ্যোগ দেখিয়ে দিল, সঠিক নেতৃত্ব ও সুদূরপ্রসারী ভাবনা থাকলে উত্তরবঙ্গের কলেজগুলিও আন্তর্জাতিক মানের বৌদ্ধিক আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের এই সম্মেলন শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এ উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার সম্ভাবনার এক দৃঢ় ঘোষণা।

**শমিত বিশ্বাস**
**সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।**

**পত্রলেখকদের প্রতি**

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

# আধুনিক প্রজন্মের 'সারভাইভাল পার্টি'

সামাজিক মাধ্যম আমাদের আদতে সুখী করছে না অসুখী তা গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

**চিরদীপা বিশ্বাস**

তোমার সময় আর আমার সময়ের মধ্যে একটা হিউজ ডিফারেন্স আছে মা, ইউ নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। থেমে থাকা সিগন্যালে দাঁড়িয়ে বেশ উচ্চস্বরে বলা কথাগুলো আশপাশের পথচারীকে খানিকটা অস্বস্তিতে ফেললেও চিৎকারের তীব্রতা কমল না। অন্যদের মতো আমিও ঘাড় ঘুরিয়ে বক্তার দিকে তাকাতেই অবাক। পরিচিত একজন, তবে ঘনিষ্ঠ নয়, তাই আগ বাড়িয়ে কথা বলার দুঃসাহস দেখালাম না। মায়ের সঙ্গে তার মিনিটখানেকের উত্তপ্ত ফোনালাপে ততক্ষণে আশপাশের লোকজন জেনে গিয়েছেন যে, বক্তা কোনও 'নিউ ইয়ার রেট্রো থিম পার্টি'তে যাচ্ছে মায়ের কাছ থেকে জোর করে টাকা নিয়ে। 'টিউশন ফি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলে নেব' বলে ফোন রেখে গটগটিয়ে সিগন্যালের ওপারে চলে গেল মেয়েটি যার বেশভূষা, আদব-কায়দা দেখে বোঝার উপায় নেই, পিতৃহীন মেয়েটির দু'দিন বাদে মাধ্যমিক এবং তার মা অতীব কষ্টে দিন গুজরান করে মেয়েকে 'মানুষ' করার চেষ্টা করছেন।

ক্রিসমাস কিংবা নিউ ইয়ারে এধরনের থিম পার্টির জমজমাটি আয়োজন আজকাল চতুর্দিকেই। দেদার খাওয়া-দাওয়া, হইহল্লা সঙ্গে অফুরন্ত রঙিন জলের ফোয়ারা। এসব পার্টির ভিড়ে যদিও স্কুল পড়ুয়া টু প্রাপ্তবয়স্ক চাকরিজীবী সকলেরই অবাধ বিচরণ। তাই নির্দিষ্ট একটি প্রজন্মের দিকে আঙুল তোলার ভুল করবেন না যেন।

আসলে উল্লাস, উদযাপন কিংবা স্ট্রেস রিলিফের এই পন্থা একেবারে নতুন আবিষ্কার তো নয়। নতুন হল এর ভয়াবহতাটা,

-এআই

নতুন হল সামাজিক মাধ্যমে হিরো হিরোইন সাজার টক্করটা। নিজেকে পণ্য হিসেবে তুলে ধরে লাইক কামানোর নেশাটা। এ যেন 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট'-এর এক ভয়ংকর বিকৃত রূপ। নিজেকে যোগ্যতম প্রমাণের তাড়নায় তাই অতি দরিদ্র এক কিশোরী মায়ের কষ্টার্জিত টাকায় ফুর্তি করার সাহস দেখাতে পারে। 'বাবা, তুমি ব্যাকডেটেড' বলার আগে দু'বার ভাবে না। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিজের স্ট্যাটাস মেলানোর জন্য হাতে আশি হাজার টাকার মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অথচ বাড়ির দিন আনি দিন খাই অবস্থা বুকের ভেতর মোচড় দেয় না। বরং রাস্তার মোড়ে ঝুলে থাকা প্ল্যাকার্ডে নিউ ইয়ার থিম পার্টি বা ক্রিসমাস ইভ সেলিব্রেশন-এর বিজ্ঞাপনী প্রচার তাদের ভীষণরকম আকর্ষিত করে।

'কিন্তু ওরাও তো বাচ্চা মানুষ, ইচ্ছে তো করতেই পারে' ভেবে নিজের মনেই যখন একটা প্রচ্ছন্ন ভীষণ রকম ভুল সমর্থন খাড়া করব করব ভাবছি, হঠাৎ তখন অনেক দূরে একটি বাচ্চা ছেলেকে দেখলাম, কাঁধে ঝোলা মতো কিছু আর হাতে এক গোছা পেন। আগেও মুখোমুখি হয়েছিলাম স্পষ্ট মনে আছে। বাবা-মা নেই, ঠাকুমার সঙ্গে থাকে। সম্ভবত ক্লাস এইটে পড়ে আর ঘুরে ঘুরে পেন বিক্রি করে। খুব বেশি বিক্রি হয় না যদিও, কারণ রেট্রো পার্টির রঙিন গ্লাসের মতো পেন কি আর স্ট্রেস রিলিফ করতে জানে! 'দিদি, পেন নিবা?' ভাবনায় ছেদ পড়ে। দুটো পেন কেনা হয়। ছেলেটা চলে যায় অন্য খদ্দের খুঁজতে, সঙ্গে মাথায় চাপিয়ে যায় বড়লোক হওয়ার বিশাল রকম একটা ভূত। ঠিক ততটা বড়লোক যতটা হলে ওর ঝোলার সবগুলো পেন কিনে নেওয়ার ক্ষমতা জন্মায়।

*(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা)*

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪০

**পাশাপাশি :** ১। জীবিতকাল, আয়ু ৩। রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ৫। শূন্য, খালি, নিঃসম্বল ৬। মাংসের বা মশলার ক্বাথ ৮। ঢেউয়ের মতো প্রবাহ ১০। ব্যবসায়ী, বেনে বা সওদাগর ১২। চোখের রোগবিশেষ ১৪। বার্ধক্য, স্থবিরতা ১৫। কুৎসা, অপবাদ ১৬। শিয়ালের আরেক নাম।

**উপর-নীচ :** ১। কবর প্রদক্ষিণ ২। পর্বতের চূড়া ৪। কটূভাষী বা অপ্রিয়ভাষী, কটূকথা বলে এমন ৭। সর্বদা, সতত, প্রতিদিন ৯। কাশ্যপমুনির পত্নী, ১০। একটুতেই রেগে যায় এমন, রগচটা ১১। মেঘের ডাকের শব্দ বা শক্ত জিনিস চিবানোর শব্দ ১৩। সম্মেলন বা আসর।

**সমাধান ■ ৪৩৩৯**

**পাশাপাশি :** ১। তনুজা ৩। জাতশত্রু ৪। জিরাত ৫। পানাসক্ত ৭। শচি ১০। সরি ১২। চিকচিক ১৪। তালিকা ১৫। বিদূষক ১৬। ইমন।

**উপর-নীচ :** ১। তক্তপোশ ২। জাজিম ৩। জাতপাত ৬। সন্ন্যাস ৮। চিড়িক ৯। তুকতাক ১১। রিনরিন ১৩। মকাই।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# গণধর্ষণে অভিযুক্ত পুলিশ ও সাংবাদিক

**লখনউ, ৮ জানুয়ারি :** ধর্ষণে অভিযুক্ত সাংবাদিক, পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের কানপুরের সাচেন্দ্রিতে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। নিগৃহীতা কিশোরী সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সোমবারের ঘটনা। বুধবার পুলিশ জানিয়েছে, সাংবাদিক ধরা পড়েছেন। পুলিশকর্মী ফেরার। কিশোরীর দাদা জানিয়েছেন, ঘটনায় পুলিশ যুক্ত থাকায় স্থানীয় থানা অভিযোগই নেয়নি। পরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে তিনি মামলা রুজু করেন।

রক্ষকও ভক্ষক হয়। অভিযোগ, ৫ তারিখ রাত ১০টা নাগাদ মেয়েটি বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল। ওইসময় দুই অভিযুক্ত মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে রেললাইনের ধারে নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। দু'ঘণ্টা ধরে চলে যৌন নির্যাতন। অত্যাচারে নাবালিকা অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাস্তায় ফেলে পালায় তারা। নির্যাতিতার মোবাইলটিও কেড়ে নেওয়া হয়। অভিযোগ, ধর্ষণের সঙ্গে পুলিশ জড়িত থাকায় স্থানীয় থানা গুরুত্ব দেয়নি। পুলিশ কমিশনার রঘুবীর লালের নির্দেশে ডিসিপিকে অপসারণ করা হয়েছে। সাসপেন্ড হয়েছেন সাচেন্দ্রির এসএইচও।

# তুর্কমান গেট হিংসা, ধৃত ১১

**নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি :** দিল্লির তুর্কমান গেট এলাকায় বেআইনি দখল উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে সংঘর্ষ ও পাথর ছোড়ার ঘটনায় তদন্ত আরও জোরদার করল দিল্লি পুলিশ। ফয়েজ-ই-ইলাহি মসজিদের কাছে আদালতের নির্দেশে চালানো উচ্ছেদ অভিযানের সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার আরও ছ'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হলেন— আফান, আদিল, শাহনওয়াজ, হামজা, আথার ও উবেদ। তাঁরা সকলেই তুর্কমান গেট এলাকার বাসিন্দা। এর আগে গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজন— মোহাম্মদ আরিব, কাশিফ, আদনান, মোহাম্মদ কাইফ ও সামির'কে ১৩ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির একটি আদালত।

পুলিশ জানিয়েছে, সমাজমাধ্যমে ভুয়ো দাবি ছড়ানোর অভিযোগে ১০ জন ইনফ্লুয়েন্সারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক মহিলা ইনফ্লুয়েন্সারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। পুলিশি কর্তাদের দাবি, বিভ্রান্তিকর পোস্ট, ভিডিও ও হোয়াটসঅ্যাপ অডিও বার্তার জেরেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায় এবং হিংসা বাধে।

# গুলিতে হত ৩ সন্তানের মা

**ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারি :** ক্ষমতার অপব্যবহারের মর্মান্তিক পরিণতি দেখল আমেরিকার মিনেসোটা প্রদেশের বৃহত্তম শহর মিনিয়াপোলিস। এখানে সরকারি আধিকারিকদের গুলিতে নিহত হলেন তিন সন্তানের মা রেনি নিকোল গুড। বুধবার অভিবাসন অভিযানের সময় মার্কিন ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের আধিকারিকরা তাঁকে গুলি করেন। ৩৭ বছর বয়সি নিকোল কবি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। শোকস্তব্ধ মিনিয়াপোলিস।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মুখপাত্র ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন জানিয়েছেন, রেনি তখন গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ভিডিও বলছে, অফিসাররা একটি এসইউভি গাড়ির চালকের দিকের দরজা খোলার চেষ্টা করলে গাড়িটি উলটো দিকে গিয়ে ফের সামনের দিকে এগোয়। তখন গুলি চলে। ভিডিওয় গুলির শব্দ শোনা গিয়েছে। রেনির মাথায় গুলি লাগে। তিনি ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি রেনি গুডের স্বামী নেই। তাঁর তিন সন্তানের বয়স ১৫, ১২ ও ৬।

মিনেসোটার সেনেটর টিনা স্মিথ জানিয়েছেন, মার্কিন নাগরিক রেনির মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ মানুষ। শোকে মুহ্যমান রেনির মা ডোনা গ্যাঙ্গারের কথা, 'আমার মেয়ে স্নেহময়ী ছিল।' মিনিয়াপোলিসের মেয়র গতকালের ঘটনাকে 'ক্ষমতার অপব্যবহার' বলেছেন।

*দেখে মনে হয় বরফ... দূষিত ফেনায় ঢেকেছে যমুনা নদী। বৃহস্পতিবার মথুরায়।*

# ভারতীয় পর্যটকদের ভিসায় 'না' ঢাকার

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি :** বদলে যাওয়া নতুন বাংলাদেশে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা আপাতত শিকেয় তুলে দেওয়া ছাড়া গতি নেই ভ্রমণপিপাসু ভারতীয় পর্যটকদের। কারণ, দুই দেশের কূটনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত টানাপোড়েনের আবহে ভারতীয় পর্যটকদের জন্য পর্যটন ভিসা দেওয়া কার্যত স্থগিত করে দিয়েছে বাংলাদেশ। 'নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ'-কেই এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে বলে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

এর আগে নয়াদিল্লিস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং ত্রিপুরার আগরতলার উপদূতাবাস থেকে ভারতীয়দের পর্যটন ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে এতদিন শুধুমাত্র কলকাতাস্থিত বাংলাদেশ উপদূতাবাস থেকেই সীমিত পরিসরে পর্যটন ভিসা মিলছিল। তবে বুধবার থেকে সেই পরিষেবাতেও 'অনেক ক্ষেত্রেই' ইতি টেনে দিয়েছে ঢাকা।

যদিও নয়াদিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তকে কোনও 'ব্ল্যাঙ্কেট ব্যান' হিসেবে দেখা ঠিক নয়। তাদের বক্তব্য, সব ধরনের ভিসা পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এখনও ভারতীয় নাগরিকদের ভিসা দেওয়া হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে বাংলাদেশ সফর, ব্যবসায়িক প্রয়োজন কিংবা বাংলাদেশে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার মতো জরুরি পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছে হাইকমিশন।

অন্যদিকে, ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের সূত্রেও বুধবার থেকেই বাংলাদেশে পর্যটন ভিসা পরিষেবা বন্ধ হওয়ার খবর মিলেছে। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সেদেশে অস্থিরতা, বিক্ষোভ এবং হিংসার ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে দিল্লির। কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে সমস্ত কনস্যুলার ও ভিসা পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। একইভাবে মুম্বই ও চেন্নাইয়ের বাংলাদেশ মিশনেও ভারতীয়দের জন্য পর্যটক সহ অন্যান্য ভিসা পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। এর আগে ২২ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভের ঘটনার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য সেখানে ভিসা পরিসেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আগরতলাতেও একই ছবি দেখা গিয়েছিল। তার পালটা প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রামে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

## দীপু খুনের মূল অভিযুক্ত ধৃত

**ঢাকা, ৮ জানুয়ারি :** ময়মনসিংহের হিন্দু তরুণ দীপু দাসকে হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত ইয়াসিন আরাফাতকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রাক্তন এই শিক্ষক দীপুকে হত্যার মূল কুচক্রী এবং হামলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর শোনার পর ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের একটি বস্ত্র কারখানার শ্রমিক দীপুকে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে একদল ধর্মোন্মাদ। তারপর তার মৃতদেহটি একটি গাছে ঝুলিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা। এই বীভৎস ও নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল ভারত। ওই ঘটনার পর থেকে গা-ঢাকা দিয়েছিল ইয়াসিন। পুলিশ জানিয়েছে, সে শুধু ধর্মোন্মাদদের দীপুর বিরুদ্ধে খেপিয়েই তোলেনি, দীপুকে টেনেহিঁচড়ে গাছে বেঁধে তার গায়ে আগুনও লাগিয়েছিল। এই নিয়ে এই ঘটনায় মোট ২১ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

এদিকে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের আগে ক্রমশ শক্তি বাড়ছে জামায়াতে ইসলামি ও তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্রশিবিরের। ঢাকা, জাহাঙ্গিরনগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহির পর এবার আরও একটি ঐতিহ্যশালী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জকসু) নির্বাচনেও বিপুল জয় পেল ইসলামি ছাত্রশিবিরের নেতৃত্বাধীন প্যানেল। জকসুর ২১টি পদের মধ্যে ভিপি, জিএস এবং এজিএস-সহ ১৬টি পদে জিতেছে ওই প্যানেল। তবে সম্পাদকীয় তিনটি পদে জয় পেয়েছে ছাত্রদল-ছাত্র অধিকার সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা। মঙ্গলবার ভোট শেষের পর বুধবার রাত ১টা নাগাদ ফল ঘোষণা করা হয়।

# ৭৮০ পয়েন্ট নামল সেনসেক্স

**মুম্বই, ৮ জানুয়ারি :** ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন চলছেই। বৃহস্পতিবার সেনসেক্স ৭৮০.১৬ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৮৪১৮০.৯৬ পয়েন্টে। এই নিয়ে টানা ৪ দিন পতন হল সেনসেক্সের। একইভাবে নিফটি এদিন ২৬৩.৯ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২৫৮৭৬.৮৫ পয়েন্টে। ২০২৫-এর ২৫ অগাস্টের পর এই প্রথম একদিনে এত বড় পতন হল ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, রাশিয়ার তেল কিনলে ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত ট্যারিফ বসানোর পরিকল্পনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর অভিঘাতে সারা বিশ্বেজুড়ে শেয়ার বাজারে পতন দেখা গিয়েছে। সেই প্রভাব পড়েছে এদেশেও। এর পাশাপাশি বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রি, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতাও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তৃতীয় কোয়ার্টারের ফলপ্রকাশ শুরু হওয়ার আগে লগ্নিকারীদের সতর্কতাও শেয়ার বাজারে পতন ডেকে এনেছে। আগামী কয়েক দিন শেয়ার বাজার অস্থির থাকবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

# দুর্ঘটনায় মৃত ৪ পড়ুয়া

**তেলেঙ্গানা, ৮ জানুয়ারি :** পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ কলেজ পড়ুয়ার। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার মির্জাগুড়ার কাছে। মৃতরা হলেন, কারগয়ালা সুমিত, শ্রী নিখিল, বালমুরি রোহিত এবং সূর্য তেজা। গুরুতর জখম এক ছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার রাত ১টা নাগাদ একটি জন্মদিনের পার্টি থেকে ফিরছিলেন পাঁচজন। গাড়ি চালাচ্ছিলেন সুমিত। আচমকা মির্জাগুড়ার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ডিভাইডারে ও পরে একটি গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চারজনের। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।

## রুশ তেল কেনার 'শাস্তি'

# ট্রাম্পের শুল্ক খাঁড়ায় চাপে দিল্লি

**ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'স্যর' সম্বোধন করেও আমেরিকার শুল্ক-খাঁড়া কিছুতেই এড়াতে পারছে না মোদি সরকার। বরং রাশিয়া থেকে তেল আমদানি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক স্নায়ুযুদ্ধ এবার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ট্রাম্পের সবুজ সংকেত পাওয়া প্রস্তাবিত 'স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যাক্ট ২০২৫' বিলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যেসব দেশ রাশিয়া থেকে তেল, গ্যাস বা ইউরেনিয়াম কিনবে, তাদের থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শাস্তিমূলক শুল্ক চাপাতে পারবে আমেরিকা। যা ভারতের জন্য যথেষ্ট চিন্তার।

নয়াদিল্লির প্রধান উদ্বেগের কারণ হল মার্কিন বাজারের ওপর ভারতের অতিনির্ভরতা। ভারত বর্তমানে তার মোট অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৩৫-৪০ শতাংশ রাশিয়া থেকে আমদানি করে। ৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর অর্থ হল আমেরিকার বাজার থেকে ভারতীয় পণ্যগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটা। ভারতের বস্ত্র, ওষুধ এবং তথ্যপ্রযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো সেদেশের বাজারের ওপর নির্ভরশীল। গত অগাস্টে ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিল, যার ফলে মোট শুল্কের হার দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। নতুন বিল পাশ হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম এই বিলটিকে একটি 'নেগোসিয়েশন টুল' বা দর কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। ওয়াশিংটনের লক্ষ্য, রাশিয়ার বদলে

- রাশিয়া থেকে তেল, গ্যাস বা ইউরেনিয়াম কেনা দেশের থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপাবে আমেরিকা
- ট্রাম্পের সবুজ সংকেতে 'স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যাক্ট ২০২৫' বিলের প্রস্তাব
- আগামী সপ্তাহে মার্কিন সেনেটে বিলটি ভোটাভুটি হবে
- ভারত বর্তমানে প্রায় ৩৫-৪০ শতাংশ রাশিয়া থেকে আমদানি করে

আমেরিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে তেল কিনতে ভারতকে বাধ্য করা। ট্রাম্প সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ভালো বন্ধু হলেও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা তিনি বরদাস্ত করবেন না। রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম জানিয়েছেন, বেশ কয়েকমাস ধরেই বিলটি নিয়ে আলোচনা চলছিল। বুধবার এই নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকও হয়। সেখানেই বিলটি পাশের অনুমোদন দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহে মার্কিন সেনেটে বিলটি নিয়ে ভোটাভুটি হতে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

নয়াদিল্লি অবশ্য এই সংকট মোকাবিলায় বহুমুখী কৌশল নিচ্ছে। গত ডিসেম্বরে ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমিয়ে তিন বছরের সর্বনিম্ন স্তরে (১.২ মিলিয়ন ব্যারেল/দিনে) নামিয়ে এনেছে। বদলে আমেরিকার থেকে তেল কেনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে ওয়াশিংটনকে শান্ত করার চেষ্টা চলছে। অপরদিকে কূটনৈতিক পথে দর কষাকষি বাড়াতে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ইতিমধ্যেই মার্কিন আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন। আমেরিকার বাজারে ভারতীয় বিনিয়োগের গুরুত্ব এবং সেখানে মূল্যবৃদ্ধি রোধে ভারতীয় পণ্যের আবশ্যকতাকে তুলে ধরা হচ্ছে। এর পাশাপাশি মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারত এখন গায়ানা, ব্রাজিল ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো থেকে তেল কেনার বিষয়ে জোর দিচ্ছে। যাতে রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা কমলেও আমেরিকা কোনও অজুহাত না পায়। সব মিলিয়ে ২০২৬-এর শুরুতেই ভারতের বিদেশনীতি ও বাণিজ্য কৌশল এক কঠিন সন্ধিক্ষণে।

*ঘোড়াতে সওয়ার... নয়াদিল্লিতে কুচকাওয়াজ অনুশীলনে সেনাবাহিনী।*

# পুত্রশোকে বিহ্বল বেদান্তের অনিল আগরওয়াল

**মুম্বই, ৮ জানুয়ারি :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালমৃত্যু হল বেদান্ত গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান অনিল আগরওয়ালের পুত্র অগ্নিবেশ আগরওয়ালের। বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৯ বছর। বুধবার নিউ ইয়র্কের মাউন্ট সাইনাই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। স্কিইং দুর্ঘটনার পর সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন অগ্নিবেশ এবং ধীরে ধীরে সুস্থও হয়ে উঠছিলেন। আচমকাই কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে তাঁর মৃত্যু হয়।

এক্স-এ আবেগবিহ্বল পোস্টে অনিল লেখেন, 'আজ আমার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার দিন। পরিবারের সকলেই খুব ভেঙে পড়েছে। কোনও বাবা যেন নিজের সন্তানের বিদায় দেখতে না বাধ্য হন।' তিনি আরও বলেন, 'অগ্নিবেশ শুধু আমার ছেলে নয়, আমার বন্ধু, আমার গর্ব।'

অগ্নিবেশের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সমাজকল্যাণে নিজের সম্পদের ৭৫ শতাংশের বেশি দান করার অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছেন অনিল আগরওয়াল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকবার্তায় বলেন, 'অগ্নিবেশ আগরওয়ালের অকালপ্রয়াণ মর্মান্তিক। এই মৃত্যুর কোনও সান্ত্বনা হয় না। এই কঠিন সময়ে পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি। ওঁ শান্তি।'

পাটনায় জন্ম অগ্নিবেশের। মায়ো কলেজে পড়াশোনা শেষে ফুজেইরাহ গোল্ড প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুস্তান জিঙ্কের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব সামলাতেন তিনি। পঞ্জাবের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তালওয়ান্দি সাবো পাওয়ার লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদেরও গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর। অগ্নিবেশের মৃত্যুতে শিল্পমহলেও গভীর শোকের ছায়া।

# তেলভাণ্ডারে দাদাগিরি ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারি :** এ যেন মাছের তেলেই মাছ ভাজার কৌশল। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করার পর এবার দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির তেল ভাণ্ডার পুরোপুরি কবজা করতে 'দাদাগিরি' শুরু করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সাফ জানিয়েছেন, এবার থেকে ভেনেজুয়েলার তেলের বাজার অনির্দিষ্টকালের জন্য মার্কিন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে রাশিয়ার পতাকা লাগানো একটি তেলবাহী ট্যাংকার মার্কিন বিশেষ বাহিনী যেভাবে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করেছে, তাতে নতুন করে 'ঠান্ডাযুদ্ধ'-এর কালো মেঘ ঘনিয়েছে। ওই ট্যাংকারে তিন ভারতীয় নাগরিক সহ ২৮ জন ক্রু সদস্য রয়েছেন।

এদিকে ট্রাম্প বলে দিয়েছেন, 'ভেনেজুয়েলার প্রশাসনকে আমরা নতুন করে গড়ব, যাতে আমাদের লাভ হয়। আমরা তাদের তেল ব্যবহার করব। সেই তেল দখল করতে চলেছি। আমরা তেলের দাম কমানোর ব্যবস্থা করছি। আমরা ভেনেজুয়েলাকে অর্থও দেব। যেটা তাদের ভীষণভাবে দরকার।' একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশকে ট্রাম্পের এভাবে পদানত করার চেষ্টার তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, ভেনেজুয়েলার বিশাল খনিজ সম্পদ পুনর্গঠনে কয়েক বছর সময় লাগবে এবং ততদিন এর তদারকি করবে আমেরিকা। তেলের লভ্যাংশও জমা থাকবে মার্কিন ট্রেজারিতে।

মূলত মস্কো ও বেজিংয়ের প্রভাব কাটিয়ে ভেনেজুয়েলার তেলকে সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার নাগালে আনাই ট্রাম্পের আসল লক্ষ্য। এরই মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার, যখন আইসল্যান্ডের কাছে রাশিয়ার 'মেরিনেরা' নামক একটি ট্যাংকার জব্দ করে মার্কিন নৌবাহিনী। কয়েক সপ্তাহ ধরে রুদ্ধশ্বাস তাড়া করার পর ব্রিটিশ বায়ুসেনার সহায়তায় এই অভিযান চালানো হয়।

# দেশি টেসলা বানিয়ে চমক বিহারিবাবুর

**পাটনা, ৮ জানুয়ারি :** টেসলার শোরুম নয়, স্টার্টআপের ঝাঁ চকচকে ল্যাবও নয়। বিহারের পূর্ণিয়ার একটি ছোট্ট গ্যারাজেই জন্ম নিল পাঁচ আসনের বৈদ্যুতিক জিপ! স্থানীয়দের মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে পড়েছে—'দেশি টেসলা'। নির্মাতা মুরশিদ আলম। না তিনি ইঞ্জিনিয়ার, না কোনও বড় কোম্পানির কর্তা। পেশায় গাড়ি মেরামত করেন, আর চোখে দেখেন গ্রামের বাস্তব সমস্যা।

ডিজেল-পেট্রোলের চড়া দাম, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ আর শহরমুখী ইভির নাগালের বাইরে থাকা—এই তিনের মাঝেই গ্রামের কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীদের আটকে থাকতে দেখেছিলেন মুরশিদ। সমাধান খুঁজতে গ্যারাজেই শুরু হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফলাফল—মাত্র ১৮ দিনে তৈরি এক বৈদ্যুতিক জিপ, যার দাম এক লক্ষ টাকা। আর একবার চার্জে চলে প্রায় ১০০ কিলোমিটার।

চারটি টিউবলেস চাকা, পাওয়ার স্টিয়ারিং, স্পিডোমিটার, চার্জিং পয়েন্ট—সবই আছে দেশি টেসলার। সঙ্গে ট্রলি জুড়লে বহন

করা যায় সার, ফসল, মালপত্রও। পাঁচ ঘণ্টায় ফুল চার্জ।

ডিজেল ছাড়িয়ে বিদ্যুতের পথে বিহারি তরুণের হাতে বানানো বৈদ্যুতিক গাড়িই হয়তো একদিন গ্রামীণ ভারতের অর্থনীতিকে বদলে দেবে, কে বলতে পারে!

# উইপোকার পেটে সরকারি ধান

**রায়পুর, ৮ জানুয়ারি :** বুলবুলিতে ধান খেয়ে যায়, সেকথা শৈশবে প্রায় প্রতিটি বাঙালিই শুনেছে। কিন্তু ইঁদুর, উইপোকায় কুইন্টাল কুইন্টাল ধান খেয়ে নিয়েছে, সেকথা ক'জন শুনেছে? বিজেপিশাসিত ছত্তিশগড়ে এমনই কাণ্ড ঘটেছে। যা সামনে আসার

## হুলুস্থুল ছত্তিশগড়ে

পরই হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। ঘটনাটি রাজ্যের কবর্ধা জেলার। সেখানকার একটি সরকারি গুদামে মজুত ২৬ হাজার কুইন্টাল ধান স্রেফ উধাও হয়ে গিয়েছে। কীভাবে এই বিপুল পরিমাণ ধান উধাও হয়ে গেল তা নিয়ে হইচই শুরু হয়। আধিকারিকদের দাবি, ইঁদুর, উইপোকায় ওই বিপুল পরিমাণ ধান খেয়ে নিয়েছে।

তাঁরা জানিয়েছেন, শুধু কবর্ধা ধান সংগ্রহকেন্দ্র নয়, আশপাশের জেলাগুলির সরকারি গুদামগুলিরও অবস্থা খুব খারাপ। স্থানীয় সূত্রে খবর, কবর্ধা জেলার চারভাটা ও বঘরা ধান সংগ্রহকেন্দ্র থেকে ধান চুরির ঘটনা ঘটেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সহায়ক মূল্যে ৭ লক্ষ ৯৯ হাজার কুইন্টাল ধান কেনা হয়েছিল। তার মধ্যে ২৬ হাজার কুইন্টাল ধানের কোনও হদিস নেই। শুধু চারভাটা থেকেই গায়েব ২২ হাজার কুইন্টাল ধান। যার বর্তমান বাজারদর সাত কোটি টাকা। সরকারি আধিকারিকদের দাবি, গুদামগুলির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। পোকামাকড়, ইঁদুর আর উইপোকার প্রচণ্ড উৎপাত রয়েছে সেখানে।

# ১০ মাস নিখোঁজের পর উদ্ধার কঙ্কাল

**লখনউ, ৮ জানুয়ারি :** থ্রিলার সিনেমাও হার মানবে, এমনই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর্দাফাঁস করল যোগী রাজ্যের পুলিশ। বুধবার রাতে কানপুরের টিকওয়ারপুর গ্রামে পুলিশ মাটি খুঁড়ে এক মহিলার কঙ্কাল উদ্ধার করেছে। মহিলার নাম রেশমা। তিনি সাত সন্তানের মা। স্বামী নেই। জানা গিয়েছে, কঙ্কালটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভালোবাসা, আবেশ, ঘৃণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

ডিসিপি দীপেন্দ্রনাথ চৌধরি জানিয়েছেন, কঙ্কালের সঙ্গে থাকা পোশাক, গয়না রেশমার আত্মীয়রা শনাক্ত করেছেন। দেহাবশেষ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ পরীক্ষার জন্য।

পুলিশ জানিয়েছে, ১০ মাস আগে রেশমা নিখোঁজ হন। বছর ৪৫-এর রেশমা স্বামী রামবাবু শঙ্খওয়ার মারা যাওয়ার পর তিনি পরকীয়ায় জড়ান পড়শি গোরেলালের সঙ্গে। সম্পর্ক চোকান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তাতে দুঃখ পেয়েছিল চার ছেলে ও তিন মেয়ে।

ছেলে বাবলু জানিয়েছেন, গত নভেম্বরে এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে মাকে নিমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে না দেখতে পেয়ে গোরেলালকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বাঁকা হাসি হেসে জানান, তার মা আর আসবে না। বাবলুর সন্দেহ হয়। পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশি জেরায় ভেঙে পড়ে গোরেলাল জানায়, ভয়ংকর ঝগড়ার পর রেশমাকে সে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। গোরেলাল পুলিশি হেপাজতে।

# 'ইঁদুর তাড়াতে তো বিড়াল ডাকা উচিত!'

**নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি :** পথকুকুর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, রাস্তাঘাট থেকে সব কুকুর সরানোর কোনও নির্দেশ তারা দেয়নি। এই মামলা কুকুর তাড়ানো বা নির্মূলের নয়, বরং আইন কার্যকর করার ব্যর্থতা নিয়ে। আদালতের বক্তব্য, নিয়ম মেনেই পথকুকুরদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে। তবে শুনানির মাঝেই 'বিড়াল-ইঁদুর' প্রসঙ্গ তুলে হালকা রসিকতা করতেও ছাড়েননি বিচারপতিরা।

বিচারপতি বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা ও এনভি অঞ্জারিয়ার বেঞ্চে কুকুরপ্রেমী, কুকুরের কামড়ের ভুক্তভোগীদের প্রতিনিধি ও প্রাণী কল্যাণ সংগঠনের আইনজীবীরা তাঁদের যুক্তি পেশ করেন। প্রাণী কল্যাণ সংগঠনের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী সিইউ সিং বলেন, দিল্লিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে কুকুরের। তাঁর যুক্তি, কুকুর হঠাৎ

## পথকুকুর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট

সরিয়ে দিলে ইঁদুরের উপদ্রব বাড়বে, যারা নানা রোগের বাহক। তাই নির্বীজকরণ করে একই এলাকায় ছেড়ে দেওয়ার মতো কার্যকর পদ্ধতি মেনে চলার দাবি জানান তিনি।

এর জবাবে বিচারপতি মেহতা হালকা চালে বলেন, 'কুকুর আর বিড়াল তো পরস্পরের শত্রু। ইঁদুর দমনে বরং বেশি বিড়ালকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।' হাসপাতাল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কুকুর ঢুকে পড়ার প্রশ্নে সিং জানান, খোলা চত্বর থাকলে কুকুর আসবেই। তাঁর দাবি, ঠিকভাবে প্রয়োগ হলে অ্যানিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল (এবিসি) নিয়মই সবচেয়ে কার্যকর।

অন্যদিকে, প্রবীণ আইনজীবী কৃষ্ণান ভেণুগোপাল এবিসি নিয়ম কার্যকর করতে পর্যাপ্ত বাজেট ও পরিকাঠামোর অভাবের কথা তুলে ধরেন। বিজেপি নেতা বিজয় গোয়েলের আইনজীবী বলেন, 'হিংস্র কুকুর'-এর স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই, ফলে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

# টিজারে টক্সিক, দুরন্ত যশ

বৃহস্পতিবার ছিল যশের ৪০তম জন্মদিন। এই দিনেই প্রকাশ্যে এল তাঁর আগামী ছবি 'টক্সিক: এ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন আপস'-এর টিজার। শুরুতেই দেখা গিয়েছে পিছনে কবর। গানফায়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে তিনি আসছেন। নির্ভীক, শান্ত, হাতে টমিগান—তিনি রায়া, তিনি এলেন। চারপাশে গোলাগুলি। তিনি গাড়ির ভিতর, সঙ্গে প্রেমিকা। টিজার থেকেই যেন পর্দায় দমবন্ধ করা অ্যাকশনের তুফান ছোটানোর কথা দিলেন তিনি এবং নির্মাতারা। জন্মদিনে ফ্যান মিট বাতিল করেছিলেন যশ, তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল বিশেষ কিছু আসছে এইদিন। ঠিক তাই হল। যশ পোস্টে লিখেছেন, খুব শিগগির অনুরাগীদের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি জানেন, অনুরাগীরা খুশি হবেন এই কারণে যে তাঁদের অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে।

ছবির মুক্তি ১৯ মার্চ। যশও তাঁর নতুন ছবির জন্য বেজায় খুশি। ছবিতে আছেন কিয়ারা আডবানি, নয়নতারা, হুমা কুরেশি প্রমুখ। পরিচালক গীতু মোহনদাস। এদিকে ওই দিনই মুক্তি পাচ্ছে 'ধুরন্ধর পার্ট ২'। ধুরন্ধর ঝড় তুলেছে বক্স অফিসে, সেই ঝড় অক্ষুণ্ণ থাকবে—এমনটাই ভাবা হচ্ছে। কিন্তু যশ তাঁর ক্যারিশমা নিয়ে আসছেন, সেখানেও অ্যাকশন। ১৯৮০-র গোয়ায় এক ড্রাগ মাফিয়ার কথা থাকবে ছবিতে। সংঘাত হবেই। নেটমহল এই সংঘাতকে স্বাগত জানিয়েছে। কেউ বলেছেন, ধুরন্ধর এবার শেষ। অনেকে বলছেন টক্সিকে অ্যাকশন বোধহয় বেশিই থাকবে। শেষ পর্যন্ত দুটি ছবিই একসঙ্গে আসবে, নাকি কেউ পিছোবে—সময় বলবে।

# কোয়েল আসলে কে?

ভুলটা করে বসেছিলেন পরিচালক। এবং সেই ভুলটাই চারদিকে চাউর হয়ে গিয়েছিল দর্শকদের কাছে।

অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। রঞ্জিত-কন্যা। কোয়েল নামেই তিনি জনপ্রিয়তার শিখরে। আশ্চর্যের হলেও সত্যি, 'কোয়েল' নামটি অভিনেত্রীর আসল নাম নয়। দীর্ঘদিন সে খবর জানতেন না দর্শকরাও। এই নাম বদলের পেছনে রয়েছে অনিচ্ছাকৃত এক ভুল, যার নেপথ্যে পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী। নাটের গুরু সিনেমার পরিচালক হরনাথ কোয়েলের আসল নাম জানতেন না। জানতেন ডাকনাম কোয়েল। এই নামটিকেই তিনি স্কুলের নাম মনে করে সিনেমাতে ব্যবহার করেন। আসলে কোয়েল নামটি অভিনেত্রীর ডাকনাম। প্রকৃত নাম রুক্মিণী। তারপর থেকেই কোয়েল নামে খ্যাতি অর্জন করেন অভিনেত্রী। হরনাথ যদি সেদিন ভুলটা না করতেন, তাহলে কোয়েলকে দর্শকরা চিনত রুক্মিণী মল্লিক নামে। এবং এটাই তাঁর সার্টিফিকেটেও রয়েছে। তার মানে, কোয়েল রুক্মিণী নামে পরিচিতি পেলে টলিউডে দুই রুক্মিণীর দেখা মিলত।

# রেগে আগুন দেব, কিন্তু কেন?

দেব আর শুভশ্রী জুটি নিয়ে আবার রুষ্ট হলেন দেব নিজে। সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করেছেন তাঁর ক্ষোভও। আসলে রোষটা তাঁর সাংবাদিকদের ওপরেই। ঘটনাটা ঘটেছে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবির প্রদর্শনে। সেখানে রাজ চক্রবর্তী এসেছিলেন। আর সাংবাদিকরা সেখানেই তাঁকে দেব-শুভশ্রীর ছবি নিয়ে ছেঁকে ধরেন।

এই ঘটনার ভিডিও দেখে বেজায় চটেছেন দেব। তাঁর 'প্রজাপতি ২' ছবির প্রচারে এসে নিজের রাগ তিনি লুকোননি। সাংবাদিকদের স্পষ্ট জানিয়েছেন, অন্যের ছবির প্রদর্শনে, অন্য অভিনেতা বা পরিচালককে কেন তাঁর আর শুভশ্রীর জুটি নিয়ে প্রশ্ন করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেব কিংবা শুভশ্রী ছাড়া আর কে দিতে পারবে? কেন মিছিমিছি অন্য কাউকে এই নিয়ে বিরক্ত করা হচ্ছে?

সাংবাদিকদের দেব বলেন, মানুষের উন্মাদনাটা তিনি বোঝেন। তাই তাঁদের জুটির গত ছ-টা ছবি থেকে এই সাত নম্বর ছবিটা একেবারে অন্যরকম হবে। এখনও চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। আপাতত এটুকুই। এরপর যা যা বলার, দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চারস থেকে সঠিক সময়ে প্রেস কনফারেন্স করে সব জানিয়ে দেওয়া হবে। 'দেশু' জুটি নিয়ে তাঁরা দুজনেও খুব এক্সাইটেড। এর বাইরে তাঁদের এখনই আর কিছু বলার নেই। রাজ চক্রবর্তী বা রুক্মিণী, কাউকেই এই নিয়ে বিরক্ত করার কোনও অর্থ নেই, সেটা নৈতিকও নয়--এই কথাটা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দেব।

# নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না ভিকির পিতৃদেব

বিহান কৌশলের নামটা আগেই জানিয়েছিলেন ভিকি আর ক্যাটরিনা। বিহান, তাঁদের প্রথম সন্তান। ভিকি আর ক্যাটরিনার সেই পারিবারিক পোস্টে বলিউডের বহু সেলিব্রিটি শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন। হৃতিক রোশন, পরিণীতি চোপড়া, অদিতি রাও হায়দারি, সোনম কাপুররা দল বেঁধে ইন্সটাগ্রামের সেই পোস্টকে আদরে ভরিয়ে দিয়েছেন।

ছেলের ছবি ঠিক নয়, তার ছোট্ট হাতের একটি দৃশ্য শেয়ার করেছেন কৌশল দম্পতি। বাবা-মায়ের হাতের মধ্যে ধরা ছোট্ট বিহানের হাত। এই মায়াবি ফ্রেম দেখে বলিউড আনন্দে অধীর। সবচেয়ে বেশি আনন্দ প্রকাশ করেছেন বিহানের দাদু শ্যাম কৌশল। ভিকির বাবা তিনি। নাতির নামকরণের খবর পেয়ে আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠেছেন দাদু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, যে উপহার ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছেন, জীবনে এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর মতো ভাষা তাঁর নেই বলেও জানিয়েছেন শ্যাম কৌশল। ছোট্ট নাতিকে অনেক আশীর্বাদও জানিয়েছেন তিনি।

# নয়ি নভেলি ইয়ামি গৌতম

ছবির নাম 'নয়ি নভেলি'। ইয়ামি গৌতম ছবির প্রধান চরিত্রে। 'হক' ছবির পর নতুন ধারার ছবিতে পা রাখছেন তিনি। আনন্দ এল রাইয়ের ছবিতে এই প্রথমবার কাজ করছেন। মূলত তিনি সিরিয়াস ছবিতেই অভিনয় করেন। এবার একেবারে অন্য চরিত্র, যেখানে আরও একবার নিজেকে প্রমাণ করতে পারবেন তিনি। ছবির লেখিকা দিবি নিধি শর্মা। তিনি এর আগে সিতারেঁ জমিন পর, লাপতা লেডিস, হীরামাণ্ডির চিত্রনাট্য লিখেছেন। আনন্দের ছবি নখরেওয়ালিও তাঁরই লেখা। সব ঠিক থাকলে ফেব্রুয়ারিতে শুটিং শুরু হবে। অন্য অভিনেতাদের নির্বাচন এখনও হয়নি। ছবির পরিচালক বালাজি মোহন, এটাই তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি পরিচালনা।

# প্রিয়াংকা এমন বিধ্বংসী কেন?

প্রিয়াংকা চোপড়াকে দেখার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারছেন না নিক জোনাস। কেন, কোথায় গেছেন প্রিয়াংকা? না না, কোথাও যাননি। আসলে যে রূপে তিনি আসছেন, এর আগে কখনো সেই রূপে আসেননি প্রিয়াংকা। 'দ্য ব্লাফ' ছবিতে প্রিয়াংকার প্রথম লুক সামনে এসেছে। এমন অ্যাকশন ভরপুর ছবি এর আগে তিনি কখনও করেননি। এমন হিংস্র, নিষ্ঠুর আর রক্তাক্ত চেহারা নিয়ে পর্দায় আসেননি তিনি। এবার এই ছবিতে কার্ল আরবানের বিপরীতে ভয়ংকর রূপে ধরা দিয়েছেন প্রিয়াংকা। হাতে একটা খোলা তরোয়াল নিয়ে কার্লের ওপর চরম আক্রমণের জন্যে তৈরি তিনি। ছবিতে প্রিয়াংকা আছেন দস্যুর ভূমিকায়। আর এই কার্ল হলেন তাঁর প্রাক্তন নেতা, তথা প্রেমিক। প্রিয়াংকা ওরফে ব্লাডি মেরি এখানে দস্যু বটে, তবে সবার আগে তিনি একজন মা, একজন রক্ষয়িত্রী। হয়তো তাই নিজের সংসারকে রক্ষা করতে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন প্রিয়াংকা। গল্পের সেই খবরটা অবশ্য জানা যায়নি।

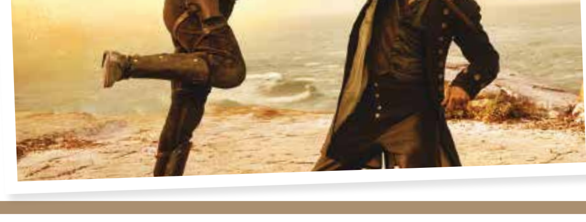

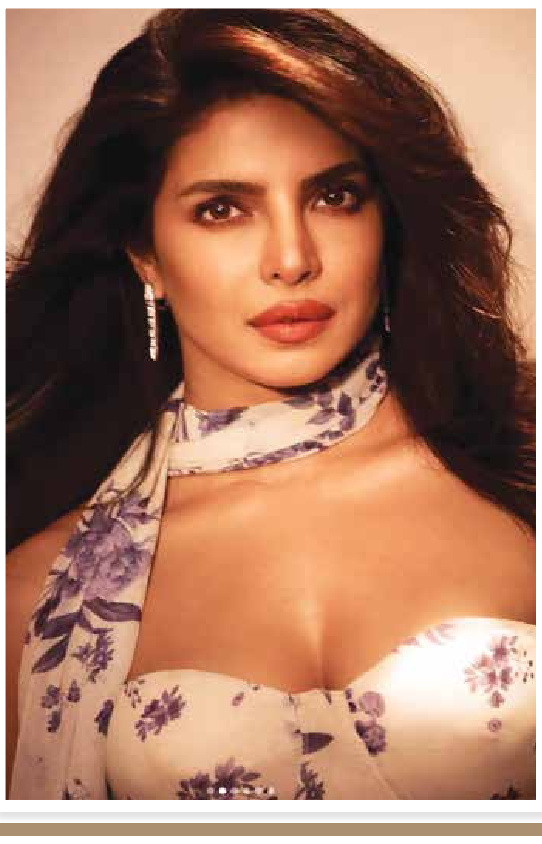

# জীবনের কোন বড় ভুলের কথা জানালেন নীনা?

প্রথম সিনেমায় অভিনয় পার্শ্ব চরিত্রে। আর এটাই তাঁকে পরবর্তী সময়ে প্রধান নায়িকার চরিত্রে অভিনয়ের পথ বন্ধ করে দেয়। সম্প্রতি অভিনেত্রী জানিয়েছেন, 'সাথ সাথ' সিনেমায় পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করার ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। নীনা জানান, তাঁর 'দ্বিতীয় ইনিংস' শুরু হয়েছিল অমিত রবীন্দ্রনাথ শর্মার 'বাধাই হো' ছবিটি দিয়ে। তবে ১৯৮২ সালে ২৩ বছর বয়সে অভিষেকের পর অনেক দিন ধরে মূলধারায় স্বীকৃতি পাননি।

নীনা সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'আমি প্রায়ই ভাবি, কেন এত দেরিতে আমার স্বীকৃতি এল? দেখছি, বেশির ভাগই আমার নিজের ভুল। কিন্তু অতীত নিয়ে ভাবার এখন কোনও মানে নেই। আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার বয়সে সবকিছু পাওয়া সম্ভব নয়। আর ছোট চরিত্রে আমি বেশি সময় কাজ করতে পারি না। যা আসছে, তা বেশ ভালোই।'

নীনা মজা করে আরও বলেন, 'অনেক সময় ভাবি, আজকের অনেক নায়িকার তুলনায় আমি হয়তো ভালো কাজ করতে পারতাম, আরও ভালো দেখাতাম। তবে সেই ভাবনা নিয়ে সময় নষ্ট করার মানে নেই।'

# হারানো যাচ্ছে না পরশুরামকে

বাংলা ধারাবাহিকের টিআরপি তালিকায় এবারও সেরা 'পরশুরাম আজকের নায়ক'। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই ঘটনা ঘটছে। লড়াই করেছে বিদ্যা ব্যানার্জি, রাঙামতি-রাও। প্রথম থেকেই প্রথম পাঁচে আছে 'পরশুরাম আজকের নায়ক'। তৃণা সাহা ও ইন্দ্রজিৎ বসুর ধারাবাহিক পেয়েছে ৭.৩। ৭.২ পেয়ে রাঙামতী তীরন্দাজ ও প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি দ্বিতীয় স্থানে। তিনে আছে ও মোর দরদিয়া ও পরিণীতা। চারে তাকে ধরি ধরি মনে করি। পল্লবী শর্মার এই ধারাবাহিকও প্রথম থেকেই এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছে না। পাঁচে লক্ষ্মীর ঝাঁপি। ছয়ে চিরদিনই তুমি যে আমার। জীতু কমল আর শিরিন পালের এই ধারাবাহিকের নম্বর বেড়েছে, উঠে এসেছে উপরের দিকে। ছয়ে আছে আমাদের দাদামণি। সাতে কম্পাস, বেশ করেছি প্রেম করেছি। আটে চিরসখা, জোয়ার ভাঁটা।

# ভাগ দিয়ে টিকে থাকা

**কেউ পরেছেন ধুতি, কেউ প্যান্ট। কিন্তু সবার জামার রং লাল। ওটাই ওদের পেশা চিনিয়ে দেয়। এনজেপি স্টেশনের কুলিদের মূল আড্ডার জায়গাই হল নতুন পার্কিং প্লেস। সেই আড্ডায় অতীতের স্মৃতিচারণ করে আক্ষেপ জমতে জমতে পাহাড় হয়ে যায়। এখন যাত্রীদের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও কাজ পাওয়া যায় না। ট্রলিব্যাগ ওদের পেশায় থাবা বসিয়েছে।**

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** 'বন্দে ভারত' সবেমাত্র এনজেপি স্টেশন ছেড়েছে। স্টেশনের বাইরে নতুন পার্কিংয়ের জায়গায় বসেছিলেন রাজকুমার শর্মা, রাজনাথ মুখিয়ারা। শীতের দুপুরে মিঠে রোদে নজর কাড়ছিল রাজনাথদের লাল জামা। কেউ পরেছেন ধুতি, কেউ প্যান্ট। কিন্তু সবার জামার রং লাল। ওটাই ওদের পেশা চিনিয়ে দেয়। ট্রলিব্যাগ নিয়ে পাশ দিয়ে ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন যাত্রীরা। তাঁদের দেখে রাজকুমার মহেশ সাহানিকে বলছিলেন, 'এই ট্রলিগুলো আমাদের কাজ অনেকটা কেড়ে নিয়েছে।'

রাজকুমারদের এই আড্ডার মধ্যেই এসে বসলেন বছর ষাটের হরিন্দর মুখিয়া। হরিন্দর চলে গেলেন পুরোনো দিনের কথায়। বললেন, 'আগে এত ট্রেন ছিল না। রাতে দার্জিলিং মেলের আশায় আমরা বসে থাকতাম। দশ বছর আগেও দিনে পাঁচশো টাকা আয় হয়ে যেত।' হরিন্দরের পুরোনো দিনের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন রাজকুমাররা।

দেশ ভাগের পর তৈরি এই স্টেশনে কেউ বংশপরম্পরায় কুলির কাজের সূত্রে এসেছিলেন, কেউ এসেছিলেন গ্রামের প্রতিবেশীকে দেখে। একই পেশার সেই অচেনা মানুষজনই এখন একে অপরের ভরসা। সারাদিন একসঙ্গে কাজের সঙ্গেই চলে আড্ডা-আনন্দ। কখনও আবার একে অপরের কাছে ভাগ করে নেন বেদনার কথা।

কাজ সেরে কুলিদের মূল আড্ডার জায়গাই হল নতুন পার্কিং প্লেস। একে অপরের সঙ্গে সম্মান দিয়েই চলে সেই আড্ডা। কী নিয়ে আলোচনা হয়? বিষয়টা প্রশ্ন করতেই বছর পঞ্চাশের অশোক শর্মা বলছিলেন, 'আসলে এখন যাত্রীদের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও সেরকম কাজ পাওয়াই যায় না। কেন কাজ পাচ্ছি না, সেসব বিষয় নিয়েই চলে আড্ডা।' শুধুই কী সেই আড্ডা? বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করতেই মুখে হাসি ফুটে উঠল মোহন দাসের, 'গ্রামের কথা খুব যখন মনে পড়ে, তখন সেই কথাগুলোর কথাও তুলে ধরি। এখানে আমরা অনেকেই দ্বারভাঙ্গার। তাই গ্রামের আড্ডা জোর জমে যায়। কয়েকজন মুজফফরপুরেরও রয়েছি। তাদেরও আড্ডায় টেনে নেওয়ায় গল্পে আরও মজা হয়। মুজফফরপুর থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা বলেন তাঁদের এলাকা সেরা। আমরা বলি, আমাদের এলাকা সেরা। মজা, খুনশুটি চলতে থাকে।'

একটু কমবয়সি মোহনদের খুনশুটির মাঝে বড়রা চলে এলে অবশ্য আড্ডার রং বদলে যায়। বছর ষাটের দীনদয়াল রায়, অশোক মাহাতোদের আড্ডায় উঠে আসে কর্মস্থলের স্মৃতি। আসলে বহু বছর ধরে তাঁরাও যে এই স্টেশনের শরিক। অশোক বলছিলেন, 'এনজেপি স্টেশনে বিস্ফোরণের ঘটনাটা এখনও মনে রয়েছে। দিনটা ছিল মঙ্গলবার। আমি স্টেশনে ঢুকছিলাম, হঠাৎ দেখি এমন কাণ্ড। দিনগুলো ভাবলে গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে।' আসলে তখন দুপুরে এখনকার মতো যাত্রী থাকত কোথায়?

যাত্রী তো থাকত সন্ধ্যার পর থেকে। 'বন্দে ভারত' চালুর পর থেকেই যে দুপুরে মানুষজনের যাতায়াত, যোগ করলেন বছর ষাটের দীপক মাহাতো। দু'দিন ধরে বউনি হয়নি অখিলেশ প্রসাদের। এদিন তিনি কাজ পেলেন, সৌজন্যে অবশ্য তাঁরই পেশার সঙ্গী মুন্না প্রসাদ।

মুন্না বললেন, 'বন্ধুর কিছুদিন আগেই সন্তান হয়েছে। পরিবারে খরচ বেড়েছে। দু'দিন ধরে ওর বউনি না হওয়ায় চিন্তায় ছিলাম। আগেই ভেবেছিলাম, আমি কাজ পেলে ওকে দিয়ে দেব।' বউনির পাঁচশো টাকা পেয়ে অবশ্য বন্ধুর সঙ্গে কিছু খেতে ভুললেন না অখিলেশ। কাজ সেরে একসঙ্গে চা-বিস্কুট খাওয়ার সঙ্গেই আড্ডায় যোগ দিয়ে বললেন, 'আমরা এভাবে একে অপরের পাশে থাকলে সব সমস্যাই ছোট হয়ে যাবে।' মুখে হাসি- চায়ের কাপের সঙ্গেই জমে উঠল আড্ডা।

*এনজেপি স্টেশনের বাইরে খোশগল্পে মশগুল কুলিরা। –সংবাদচিত্র*

## টাকা না দেওয়ায় মারধর

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** বিজয় প্রসাদ পেশায় ব্যবসায়ী। বাড়ি ভক্তিনগর থানা এলাকায়। কয়েকমাস আগে বিজয়ের সঙ্গে শুভম আগরওয়াল ও সঞ্জু আগরওয়ালের পরিচয় হয়। ওই পরিচয়ের জেরে যে তাঁকে এইরকমভাবে হেনস্তা হতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি বিজয়।

ভক্তিনগর থানার পুলিশ ওই দুই অভিযুক্তকে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা দুজনেই মিলনপল্লি এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ৯ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আলাপ বাড়ায় শুভম এবং সঞ্জু বিজয়কে একটি 'কমিটি'-তে যুক্ত হতে বলেন। কী সেই কমিটি? অভিযুক্তরা তাঁদের পরিচিতদের নিয়ে এক ধরনের কমিটি গঠন করেছিলেন। যে কমিটিতে যুক্ত হতে গেলে এককালীন কিছু টাকা দিতে হবে। পরবর্তীতে কমিটির সদস্যরা সেই গচ্ছিত টাকা থেকে ধার নিতে পারবেন। বিজয়ের কথায়, 'ওরা বারবার বলত, কমিটিতে ঢোকার জন্য। ওরা বলেছিল, কমিটিতে ঢোকার পর কোনও টাকাপয়সা লাগবে না।' যদিও পরে বিজয় বুঝতে পারেন এটি একটি প্রতারণাচক্র। বিজয়ের অভিযোগ, 'কমিটিতে ঢোকার পরেই আমাকে অনলাইনে বেটিং করার জন্য আইডি দেওয়া হয়। আমি নিতে চাইনি। ওরা শিলিগুড়ির বাজারে অবৈধভাবে শেয়ার মার্কেটের ব্যবসা চালাচ্ছে সেটাও বুঝতে পারি।'

এরপরেই বিজয় কমিটি থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবেন। এই কথা বুঝতে পেরে শুভম ও সঞ্জু তাঁর কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা দাবি করেন। গত বছরের ২৬ নভেম্বর শুভম ও সঞ্জু বিজয়ের বাড়ি গিয়ে শাসান এবং টাকা দেওয়ার জন্য দু'দিনের সময়সীমা দেন। এরপর ২৭ নভেম্বর অভিযুক্তরা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গিয়ে বিজয়কে ক্লাবের বাইরে ডেকে এনে মারধর করেন বলে অভিযোগ। গলার হারও ছিনিয়ে নেন।

*শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে স্টুডেন্ট উইকে খাদ্যমেলায় পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

## রেকর্ড গড়ে শেষ নাট্যমেলা

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** রেকর্ডই বটে। শিলিগুড়ি নাট্যমেলার প্রতিটি দিনই এবারে প্রায় হাউসফুল ছিল। এই নাট্যমেলার ইতিহাসে যা এবারই প্রথম। উদ্যোক্তারা খুবই খুশি।

গত ২ জানুয়ারি থেকে এবারের নাট্যমেলা শুরু হয়। নাট্য ব্যক্তিত্ব সুমন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশিত নানা নাটককে সঙ্গী করে এবারের নাট্যমেলার শিরোনাম ছিল 'মঞ্চের সুমন'। এবারের মেলায় সুমনের নাট্যদল তৃতীয় সূত্র ও মুখোমুখি প্রযোজিত ছয়টি নাটক পরিবেশিত হয়। ৭ জানুয়ারি নাটক শুরুর আগে নাট্যমেলার তরফে সুমনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। দর্শকদের উচ্ছ্বাস দেখে সুমন আপ্লুত, 'আমার নাটক দেখে এখানকার দর্শকরা যেভাবে আমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেন তাতে আমি খুবই খুশি।' বৃহস্পতিবার নাট্যমেলার শেষ দিনে অমিতাভ কাঞ্জিলালের নির্দেশনায় পরিবেশিত শিলিগুড়ি নাট্যমেলা সমন্বয় প্রযোজিত নাটক 'দেবীপক্ষ'ও বেশ প্রশংসা কুড়োয়।

উদ্যোক্তাদের তরফে পল্লব বসু বললেন, 'ভালো নাটক দেখার জন্য দর্শকরা যে আজও রীতিমতো মুখিয়ে থাকেন তা এবারের মেলা আরও ভালোভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে।'

# জমাট খাদ্যমেলা শিলিগুড়ি গার্লসে

### ছাত্র সপ্তাহের কর্মসূচি

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** খাদ্যমেলা, হস্তশিল্প প্রদর্শনী এবং ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে শেষ হল শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে ছাত্র সপ্তাহ। বৃহস্পতিবার স্যান্ডউইচ, পায়েস, ঘুগনি, কফি, ঝালমুড়ি, পকোড়া সহ নানা খাবারের গন্ধে ম-ম করে ওঠে স্কুল চত্বর। স্কুল পড়ুয়ারাই বাড়ি থেকে তৈরি করে আনে খাবার। সেই খাবার সাজিয়ে স্টল দিয়ে অন্য পড়ুয়াদের কাছে বিক্রি করে তারাই। মেলা শুরু হতেই প্রতিটি স্টলের সামনে ভিড় জমে যায়।

মুখে একগাল হাসি নিয়ে কখনও এই খাবারের স্টল তো কখনও ওই খাবারের স্টলে ছোটে পড়ুয়ারা। খাদ্যমেলার পাশাপাশি হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও ছবি আঁকার প্রতিযোগিতাও হয় এদিন। বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে আসেন ডিআই (মাধ্যমিক) কানাইলাল দে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বলেন, 'ছাত্র সপ্তাহের অঙ্গ হিসেবে ২ তারিখ থেকে স্কুলে নানা কর্মসূচি চলছে। বৃহস্পতিবার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী, বিশেষ করে গৃহবিজ্ঞানের পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে নানা খাবার তৈরি করে এনেছে। সেটা দিয়েই চলে খাদ্যমেলা। সবাই সেই খাবার আনন্দ করে খেয়েছে। এছাড়া ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা এবং হাতে তৈরি নানা জিনিসের প্রদর্শনী করা হয়।'


MOULIN ROCK®
MODI COATS FROM Rs. 1495/-
BLAZERS FROM Rs. 1995/-
2 PCS SUITS Rs. 2995/-
3 PCS SUITS Rs. 3995/-
SUNDAYS OPEN
Pooja HINDUSTAN®
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991- 99999


## ট্রাফিক সচেতনতা

**ইসলামপুর, ৮ জানুয়ারি :** ইসলামপুর পুলিশ জেলার তরফে সাইবার ক্রাইম এবং ট্রাফিক সচেতনতা মাস পালন করা হবে। বৃহস্পতিবার ইসলামপুর শহরের মুক্তমঞ্চে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি জবি থমাস, ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল, বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী, পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের সাইবার ক্রাইম এবং ট্রাফিক আইনের বিষয়ে সচেতন করতে একটি নাটকের আয়োজন করা হয়েছিল।

এদিন হারিয়ে যাওয়া ১৪৮টি মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাইবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমন ব্যক্তিদের হাতে মোট ৪১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৭২ টাকার প্রতীকী চেক তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আগামী এক মাস মানুষকে সচেতন করতে শর্ট ম্যারাথন, সাইবার ফিল্ম কনটেস্ট এবং বিভিন্ন থানা এলাকায় কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এছাড়া প্রবীণ নাগরিকদের সাইবার প্রতারণার বিষয়ে সচেতন করতে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

# ডাকঘরে হেনস্তা

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** শিলিগুড়ি পোস্ট অফিসে এটিএম কার্ডের খোঁজ করতে গেলে বাংলাদেশি দাগিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল। জনতানগর এলাকার বাসিন্দা ভরত সিংহ বর্তমানে ভানুনগর এলাকায় থাকেন। তাঁর অভিযোগ, 'ব্যাংক থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, শিলিগুড়ি পোস্ট অফিসে আমার এটিএম কার্ড পৌঁছেছে। সেখান থেকে কার্ড সংগ্রহ করে নিতে হবে। ব্যাংক থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমি পোস্ট অফিসে এসে কথা বলছিলাম। চেয়ারে থাকা ব্যক্তি কার্ড না খুঁজে শুধু অনলাইনে চেক করে আমাকে জানান যে এটিএম কার্ড আসেনি। তিনি আমাকে ফের ব্যাংকে যোগাযোগ করতে বলেন। আমি ওঁর আই কার্ড দেখতে চাই, যাতে আমি ব্যাংকে গিয়ে ব্যক্তির পরিচয় জানিয়ে বলতে পারি, যে উনি জানিয়েছেন পোস্ট অফিসে এখনও এটিএম কার্ড আসেনি। আমি আই কার্ড দেখতে চাইলে তখন চেয়ারে থাকা ব্যক্তিই আমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চান। আমি তাঁকে আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখাই। সেখানে শিলিগুড়ির জনতানগর এলাকার ঠিকানা রয়েছে। তখনই হঠাৎ আমাকে বাংলাদেশি বলে ওঠেন তিনি। আরও কয়েকজন চলে আসেন সেখানে। এরপর বচসা শুরু হলে আমাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে মারধর করা হয়।'

ঘটনার পর ওই তরুণ পুলিশকে খবর দিলে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ভরত শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে ঘটনার একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেন। যদিও এই বিষয়ে পোস্ট মাস্টার সীমা মিঞ্জ বলেন, 'আমাকে লিখিত বা মৌখিক কোনওভাবেই এই ধরনের কোনও অভিযোগ কেউ জানাননি। যদি জানান, তাহলে অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

# বসল স্পিডব্রেকার

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** দুর্ঘটনায় রাশ টানতে কিছুদিন আগেই ইস্টার্ন বাইপাস পরিদর্শন করে স্পিডব্রেকার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পিডব্লিউডি এবং শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ইস্টার্ন বাইপাসের বাণেশ্বর মোড় এবং আশিঘর মোড়ে স্পিডব্রেকার বসানোর কাজ শুরু হল।

নভেম্বর মাসে ইস্টার্ন বাইপাসের বাণেশ্বর মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক পড়ুয়ার। এরপর আশিঘর মোড় এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই তরুণের। ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে ট্রাফিক পুলিশ। এর ফলে বাইপাস দিয়ে দ্রুতগতিতে চলা গাড়িগুলোর গতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে বলে মনে করছেন সকলে।

## ছেলে হাত খোয়ালেও কেউ পাশে দাঁড়াননি, দুঃখ মায়ের

# কান্নায় থমকালেন অভিষেক

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ৮ জানুয়ারি :** পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে মালদায় অভিষেকের সভায় তাল কাটলেন মালতীপুরের রবিশা বিবি। অভিষেক যখন মঞ্চে ফিরিস্তি দিচ্ছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার কী করেছে, তৃণমূলই বা কী করেছে, ঠিক সেই সময় রবিশা বলে ওঠেন, 'আমার ছেলে কাজ করতে কাশ্মীরে গিয়েছিল। সেখানে জঙ্গিদের গুলিতে একটা হাত হারাতে হয় ওকে। এরপর বাড়িতে ফিরে এলেও কাজ জোটেনি।' কাঁদতে কাঁদতে রবিশা অভিষেকের উদ্দেশে বলে ওঠেন, 'সবাইকে বলেছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। আপনি কিছু একটা করুন।'

একথা শুনে ক্ষণিকের জন্য থমকে যান অভিষেক। তারপরই পোড়খাওয়া নেতার মতো তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে হাত খোয়ানো পরিযায়ী শ্রমিকের পড়াশোনা, চাকরির আশ্বাস দেন। এরপরই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, 'আজ থেকে মালদা আমার বৃহত্তর পরিবার। আমার নিজস্ব লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি মোবাইল নম্বর রয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের মানুষ ওই মোবাইল নম্বরে নিজেদের অসুবিধার কথা জানান। আমার দপ্তর থেকে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়।' এরপরেই তিনি সকলকে খাতা-পেন, মোবাইল ফোন বের করতে বলেন। তিনি বলেন, '৭৮৮৭৭৭৮৮৭৭ এই নম্বরটি সেভ করে রাখুন। যে কোনও সমস্যা হলে এখানে জানাবেন।'

*পরিযায়ীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে অভিষেক। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

পুরাতন মালদার জাতীয় সড়কের ধারে জলঙ্গা ময়দানে বড়জোর হাজারতিনেক লোকের জায়গা হতে পারে। আর হয়েছিল তাই। তৃণমূল সূত্রে খবর, মাঠে পাতা হয়েছিল ২১০০ চেয়ার। কিছু অতিথি ও সমর্থকদের নিয়ে আসা হয়। তাই এদিনের সভায় হাজার দেড়েকের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক ঠাঁই পাননি তা স্পষ্ট।

তবে মঞ্চে ঠাঁই পেয়েছিলেন মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার জনা আটেক পরিযায়ী শ্রমিক। দুপুর একটা বাজার পরই মঞ্চে উঠে সেইসব পরিযায়ী শ্রমিককে উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জানান অভিষেক। তারপরে শুরু হয় র‍্যাম্পে হাঁটা। তবে এদিনের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য সামিরুল ইসলাম মঞ্চে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন।

মানিকচকের এনায়েতপুরের মফিজুল ইসলাম সভায় উপস্থিত শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরেন দিল্লিতে থাকার সময় শুধুমাত্র বাংলা কথা বলার অপরাধে কীভাবে হেনস্তা করেছিল সেখানকার পুলিশ। পেশায় রাজমিস্ত্রি মালদার পরিযায়ী শ্রমিক নিশীথ রবিদাস বর্ণনা করেন, ওড়িশার কটকে কাজ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বাংলাদেশি তকমা দিয়ে কীভাবে তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল। মঞ্চে ঠাঁই হয়েছিল গাজোলের বিনয় বেসরা, নদিয়ার মোহাম্মদ শেখ, রফিকুল বিশ্বাস, আমির শেখ, সাহিনুল বিবিদের।

এদিন জলঙ্গার মাঠে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বলেন, 'ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর ধারাবাহিক অত্যাচার, অবহেলা, অপমান, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও শোষণের একাধিক ঘটনা আমরা দেখেছি এবং শুনেছি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকার পরবর্তীকালে পোর্টাল খুলে, আলাদা হেল্পলাইন চালু করে আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমস্ত আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন। আজ মঞ্চে যে মানুষগুলো বসে রয়েছেন, তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে বলেছেন। তাঁদের কেউ ওড়িশা, কেউ মধ্যপ্রদেশে কাজ করতে গিয়ে এমন অত্যাচার সহ্য করেছেন।'

## মৃত্যু প্রৌঢ়ার

*প্রথম পাতার পর*

বুধবার তাঁকে দেখানো হয় স্থানীয় চিকিৎসককে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছিল, তিনি যেন বাড়ির বাইরে না যান। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা নাগাদ বাড়ি সংলগ্ন বাজারে চায়ের দোকান খোলেন তিনি। চা বানানোর সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ির লোকেরা দ্রুত ডালিমগাঁও থেকে ট্রেনে করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই বিসিলার মৃত্যু হয়। মৃতার দেওর বিশ্বনাথ রায় বলেন, 'ভোর থেকেই চায়ের বাসনপত্র মাজছিলেন। অসুস্থ বৌদিকে ডালিমগাঁও থেকে ট্রেনে করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাই। রায়গঞ্জ স্টেশনে নামার পর হাসপাতাল যাওয়ার পথে টোটোতেও কথা বলছিলেন। কিন্তু পৌঁছানোর পর চিকিৎসক মৃত বলেন। অতিরিক্ত ঠান্ডার জন্য মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসক জানান।' ময়নাতদন্তের সঙ্গে যুক্ত এক চিকিৎসকের বক্তব্য, 'অতিরিক্ত ঠান্ডায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন ওই মহিলা। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার জন্যই ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্ত।' অন্যদিকে, অস্বাভাবিক মৃত্যু নথিভুক্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর বিকেলে পরিবারের হাতে দেহ তুলে দিয়েছে পুলিশ। এখনও সরকারিভাবে প্রথম ঠান্ডার বলি বিসিলা।

রায়গঞ্জ মেডিকেলের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক অরবিন্দ রায়ের বক্তব্য, 'এমন ঠান্ডা পরিস্থিতিতে বয়স্কদের বাড়ির বাইরে না যাওয়া ভালো। শরীরকে গরম রাখার জন্য কয়েকটি স্তরে পোশাক পরা প্রয়োজন। নাক, কানে যাতে ঠান্ডা না লাগে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ঠান্ডা জল পান এড়িয়ে চলতে হবে।'

## জঙ্গল সাফারি

*প্রথম পাতার পর*

যে দুটি কামরা বেসরকারি হাতে থাকবে তার ভাড়া হবে মাথাপ্রতি ২১৯৯ টাকা। এই টাকায় ট্রেনের ভাড়ার পাশাপাশি প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন এবং বিকেলের জলখাবারের ব্যবস্থা থাকবে। বিকেলে চায়ের সঙ্গে স্থানীয় মোমো দেওয়া হবে যাত্রীদের। তিনধারিয়ায় পৌঁছে ট্রেন বেশকিছুক্ষণ দাঁড়াবে। তিনধারিয়া স্মৃতিবন পার্ক ঘোরানো ছাড়াও যাত্রীদের নেপালি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি করাতে নেপালি ফোক নাচ এবং বিভিন্ন ধরনের ফ্যামিলি গেমস-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, যে কামরাটি সরাসরি রেলের অধীনে থাকছে সেটার সিংগল ট্রিপের ভাড়া রাখা হয়েছে ৫০০ টাকা এবং রাউন্ড ট্রিপের ভাড়া রাখা হয়েছে ১০০০ টাকা। এই ভাড়ায় পর্যটকরা শুধুমাত্র ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারবেন। এর বাইরে আর কোনও পরিষেবা দেওয়া হবে না। যে দুটি কামরা বেসরকারি সংস্থার হাতে থাকবে তারা কামরার সমস্ত আসনের ভাড়া আগাম রেলকে দিয়ে দেবে। এতে যাত্রী না হলেও রেলের লোকসান হবে না।

# উত্তরের মাটি ছোঁবে আট অমৃত ভারত

## পর্যটনের প্রসারে এবার নয়া ট্রেন

**সানি সরকার**

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** ভোটমুখী বাংলা ও অসমকে শুধু বন্দে ভারত স্লিপার নয়, সঙ্গে একগুচ্ছ দূরপাল্লার ট্রেন দিচ্ছে অশ্বিনী বৈষ্ণোর রেলমন্ত্রক। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রত্যেকটি ট্রেনকে মালদা থেকে সবুজ পতাকা দেখাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর মধ্যে বন্দে ভারত স্লিপারের সঙ্গে ১৭ জানুয়ারি হাফডজন অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের পথ চলা শুরু হচ্ছে। পরের দিন গুয়াহাটি থেকে চালু হবে আরও দুটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। প্রত্যেকটি ট্রেনই উত্তরবঙ্গের মাটি ছুঁয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটবে। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র যে পদ্ম ফোটাতে রেলকে ব্যবহার করতে চাইছে বিজেপি, এমন সিদ্ধান্তে তা স্পষ্ট। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি স্টেশনের উন্নতিসাধানের কাজের সূচনা প্রধানমন্ত্রী করতে পারেন বলে রেল সূত্রে খবর। রেলের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, 'বন্দে ভারত স্লিপারের পাশাপাশি চলতি মাসে কয়েকটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটি স্টেশনের ডেভেলপমেন্টের কাজও শুরু হবে।' এদিকে, বৃহস্পতিবার বন্দে ভারত স্লিপারের একটি রেক এনজেপি হয়ে কামাক্ষায় গিয়েছে।

এবার উত্তরবঙ্গ থেকে গোয়ায় ছুটবে ট্রেন। শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, উত্তর-পূর্ব ভারত থেকেও প্রথম পানভেলে যাচ্ছে ট্রেন। আলিপুরদুয়ার জংশন-পানভেল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু হতে চলেছে ১৭ জানুয়ারি। ওইদিন মালদায় দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের যাত্রার সূচনা করার সম্ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। রেল সূত্রে খবর, ওইদিনই প্রধানমন্ত্রী সবুজ পতাকা দেখাবেন এনজেপি-নাগেরকয়েল, এনজেপি-চিলএরাপল্লি, নিউ আলিপুরদুয়ার-বেঙ্গালুরু, আলিপুরদুয়ার জংশন-পানভেল, বালুরঘাট-বেঙ্গালুরু এবং রাধিকাপুর-বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেসকে। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দীর্ঘদিন থেকে দক্ষিণ ভারত, মূলত বেঙ্গালুরুর ট্রেনের দাবি করে আসছিল, তা এবার মিটবে। তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী জেলার নাগেরকয়েল ও কেরলের চিলএরাপল্লির সঙ্গে রেলপথে যুক্ত হচ্ছে এনজেপি। জানা গিয়েছে, ১৭ জানুয়ারি দুপুরেই গুয়াহাটি পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী। পরের দিন তিনি উদ্বোধন করবেন কামাখ্যা-রোহতক (হরিয়ানা) ও ডিব্রুগড়-গোমতীনগর (উত্তরপ্রদেশ) অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে অমৃত ভারত এক্সপ্রেসগুলির রুট নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এরফলে এখানকার পর্যটকরা যেমন ভিনরাজ্যের পর্যটনস্থলগুলিতে সহজে পৌঁছাতে পারবেন, তেমনই এখানকার পর্যটনশিল্পেরও বিকাশ ঘটবে।' শিলিগুড়ি-বাগডোগরা রেল উন্নয়ন ফোরামের সম্পাদক গোপাল দেবনাথ বলেন, 'যতবেশি ট্রেন চলবে, তত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং সমৃদ্ধি ঘটবে পর্যটনের। তবে শিলিগুড়ি জংশন ও বাগডোগরা দিয়ে কয়েকটি ট্রেনকে চালানো উচিত। তবে এই অঞ্চলের মানুষের এনজেপি যাওয়ার ঝক্কি কমবে।'

রেলের একটি সূত্রে খবর, ১৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী যে ক'টি স্টেশনের পুনর্গঠনের কাজের সূচনা করবেন, তার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের মালদা টাউন ও কামাখ্যাগুড়ি। বাকিগুলি হল সিউড়ি, তমলুক, হলদিয়া, বরাভূম ও পানাগড়।

*বন্দে ভারত স্লিপারের অন্দরমহল। বৃহস্পতিবার এনজেপিতে। -সঞ্জীব সূত্রধর*

## আইপ্যাকের 'ঘরে' ইডি'র তল্লাশিতে ধুন্ধুমার

*প্রথম পাতার পর*

এরপর মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় সোজা পৌঁছায় সল্টলেকের আইপ্যাক দপ্তরে। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের মধ্যে কার্যত স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। একদিকে ইডি'র তল্লাশি, আর তার মাঝেই অফিসের বাইরে টানা প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ঠায় বসে থেকে তদন্তকারীদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করেন মমতা। দীর্ঘ আট ঘণ্টা তল্লাশির পর ইডি আধিকারিকরা লাউডন স্ট্রিট থেকে বেরোনোর পর বিকেলে প্রতীক তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে সল্টলেকের অফিসে পৌঁছালে মমতা সেখান থেকে রওনা দেন।

স্বভাবতই এই ঘটনায় কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত চরমে পৌঁছেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মমতার তোপ, 'দলের সব তথ্য চুরি করে আমার নামে মিথ্যা কেস বানানোর চক্রান্ত হচ্ছে। তুমি যদি আমার বাড়িতে চুরি করতে আসো, তাহলে আমি আটকানোর চেষ্টা করব না? চোরেরা এসআইআর-এর লিস্ট, অসহায় মানুষের চিঠি সব চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।' ভোটের আগে মোদি সরকার শুধু লুট করছে বলেও তিনি সরব হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার মমতা যাদবপুর থেকে হাজরা পর্যন্ত মহামিছিলে হাঁটবেন। জেলায় জেলায় ইতিমধ্যে দলকে প্রতিবাদে নামিয়ে দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, ইডি এই ঘটনাকে তদন্তে সরাসরি হস্তক্ষেপ ও প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হিসেবে দেখছে। ইডি'র দাবি, শান্তিপূর্ণভাবে তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ইলেক্ট্রনিক প্রমাণ জোর করে নিয়ে চলে গিয়েছেন। এই অভিযোগ তুলে ইডি ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে। পালটা রাজ্য পুলিশও ইডি'র বিরুদ্ধে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ইডি আধিকারিকরা যখন আইপ্যাক অফিস থেকে বের হন, তখন তাঁদের গাড়ি ঘিরে 'বিজেপির দালাল' স্লোগান তোলেন তৃণমূল কর্মীরা।

জাতীয় স্তরেও এই ঘটনার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি একযোগে মমতার পাশে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি একে 'বিজেপির দৈন্যদশা' বলে কটাক্ষ করেছেন। সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব এবং আপ নেতা সঞ্জয় সিংও তীব্র ভাষায় কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। সঞ্জয় সিংয়ের কথায়, 'এটা ভেনেজুয়েলা নয়, এটা বাংলা। তৃণমূলের অফিস লুট করা গণতন্ত্র নয়, লুটতন্ত্র।'

তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে সংবিধান বিরোধী বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফাইল ছিনিয়ে আনলেন, তাতে তিনি যে সংবিধান মানেন না তা স্পষ্ট। তদন্তকারী সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপ মানে অপরাধ।'

এদিন সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের মধ্যে একপ্রকার স্নায়ুযুদ্ধ চলে। মমতা সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে পৌঁছোলে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা বাড়ানো হয়, পালটা রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের উপস্থিতিতে পুলিশবাহিনীর সংখ্যাও একধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে, ভোটের মুখে এই ঘটনা জাতীয় রাজনীতিতে মমতাকে বিজেপি বিরোধিতার অন্যতম মুখ হিসেবে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলল বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

## কনভেনশনে 'টোপ' কংগ্রেস নেতৃত্বের

# ৮০ শতাংশ ভোট টানলেই কাশ্মীর ট্রিপ

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি :** বুথ স্তরে সংগঠন ঠিকঠাক না করে কেবল তৃণমূল, বিজেপির বিরুদ্ধে মিটিং, মিছিল করলেই যে নির্বাচনে জেতা যাবে না, তা শিলিগুড়িতে নেতা-কর্মীদের স্পষ্ট জানিয়ে দিল জাতীয় ও প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। বিধানসভা ভোটের আগে বুথ স্তরের নেতা-কর্মীদের উৎসাহ দিতে কাশ্মীর ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার 'টোপ' দিল কংগ্রেস নেতৃত্ব। কোনও বুথ থেকে ৮০ শতাংশ ভোট কংগ্রেসের পক্ষে টানতে পারলেই এলাকার নেতা-কর্মীদের কাশ্মীর নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গোলাম আহমেদ মীর।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী হলে দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেসের কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলা কিংবা ব্লকের নেতারা নিজেদের এলাকার বুথে যাতে সংগঠন মজবুত করতে বাড়তি সময় দেন, সেই বার্তা এদিন দেওয়া হয়। তবে ফেব্রুয়ারির শেষে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সম্ভাবনা থাকলেও, শিলিগুড়ি মহকুমায় এখনও পর্যন্ত প্রতিটি বুথে কমিটিই গঠন করতে পারেনি কংগ্রেস।

*মিত্র সম্মিলনী হলে দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেসের কনভেনশন।*

সুবীন ভৌমিক দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই ছিল প্রথম কনভেনশন। এদিকে, জাতীয় ও প্রদেশ নেতৃত্ব উত্তরবঙ্গের সব জেলা ঘুরে তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠন মজবুত করার জন্য কাজ করতে বলছেন। এদিন আহমেদ মীর বলেন, 'কোনও বুথে তৃণমূল বা বিজেপিকে হারিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে ৮০ শতাংশ ভোট নিয়ে আসতে হলে অনেক লড়াই করতে হবে। তাই সেই চ্যালেঞ্জ আপনাদের কাছে রেখে গেলেম। একটি বুথ থেকে ৮০ শতাংশ ভোট নিয়ে আসতে পারলে, সেটাই বড় জয়। এমনটা কোনও বুথের নেতৃত্ব করে দেখালে, তাঁদের সাতদিনের জন্য নিখরচায় কাশ্মীর ঘোরাব।'

তবে কংগ্রেসের দুর্বল সংগঠনের মধ্যেও বিস্তর দলাদলি রয়েছে। যা নিয়ে প্রদেশ নেতৃত্ব উদ্বিগ্ন। প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'নির্বাচনের সময় পোলিং স্টেশন থেকেই ভোট লুট হয়। তাই পোলিং স্টেশনে দলের এজেন্ট দিতে হবে। সেজন্য বুথ স্তরে সংগঠন তৈরি করতে হবে।' শুভঙ্করের সংযোজন, 'কেবল মিটিং, মিছিল করে তৃণমূল, বিজেপিকে হারানো যাবে না।'

এদিকে আইপ্যাকের অফিসে ইডির হানা এবং সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ফাইল, ল্যাপটপ নিয়ে বেরিয়ে যান, তাকে কংগ্রেস নেতৃত্ব সেটিং-এর রাজনীতি বলছে। প্রদেশে সভাপতির দাবি, 'কেবল তৃণমূল ও বিজেপির দিকে যাতে সকলের নজর থাকে, সেজন্য এমন রাজনীতি চলছে।' কনভেনশনে ছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক অম্বা প্রসাদ, সুবীন ভৌমিক, কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটক, মুনীশ তামাং প্রমুখ।

## সবুজ ফাইলে রহস্য

*প্রথম পাতার পর*

এনে একটি সাদা স্করপিও গাড়ির পিছনের আসনে রাখতে শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ওই ফাইলগুলির কয়েকটির ওপরে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার'। একটি বেসরকারি নির্বাচন কৌশলী সংস্থার দপ্তরে সরকারি ফাইল কী করছিল, তা নিয়ে প্রশাসনের অন্দরেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এমনকি ফাইলগুলি গাড়িতে তোলার সময় একটি ফাইল ফসকে গিয়ে কিছু কাগজ বেরিয়ে পড়লে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়। ওই সাদা গাড়িতে সরকারি স্টিকার না থাকলেও সেটি ছিল কড়া পুলিশি পাহারায়। বিরোধীদের দাবি, ওই ফাইলে এমন কিছু রয়েছে যা তৃণমূলকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারত। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত প্রতীকের বাড়ি গিয়ে ওই ফাইল ও ল্যাপটপ নিজের দখলে নেন।

বিরোধীরা এই গোটা ঘটনাটির তুলনা টানছে অজয় দেবগণ অভিনীত 'দৃশ্যম' সিনেমার সঙ্গে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশের মতে, তৃণমূল কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখতেই মুখ্যমন্ত্রী এই নথিপত্র সরানোর নাটক করেছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই ঘটনাকে 'আইনবহির্ভূত ও ফৌজদারি অপরাধ' বলে দেগেছেন।

ইডি অবশ্য ইতিমধ্যে এই 'নথি ছিনতাই'-এর অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। সব মিলিয়ে, ওই সবুজ ফাইল ও ল্যাপটপের অন্দরে থাকা তথ্যের রহস্য উন্মোচন এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।

## ভোটের আগেই কেন সক্রিয়

*প্রথম পাতার পর*

তাই হয়তো কৌশলীকে চাপে ফেলার এই ছক।

কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির ময়দানে কাঁচা খেলোয়াড় নন। তিনি জানতেন, আজ চুপ থাকলে দলের কর্মী এবং ভোটকুশলীদের কাছে ভুল বার্তা যাবে। তাই তিনি সরাসরি 'স্পট'-এ পৌঁছে কেন্দ্রকে তুলোধোনা করলেন।

সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি স্পষ্ট বলেন, 'বিজেপির মতো এত বড় ডাকাত আমি দেখিনি।' তাঁর এই রণংদেহি মেজাজ তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে। যদিও বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, 'ইডি স্বশাসিত সংস্থা, এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই।'

ইডি হানা চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক অধিকার খাটিয়ে যেভাবে নথি ছিনিয়ে এনেছেন, তা তিনি পারেন কি না, সেনিয়ে বিতর্ক বহুদূর যেতে পারে। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন ঘটনা ভূভারতে নজিরবিহীন। ইডি ইতিমধ্যে এনিয়ে কোর্টেও গিয়েছে। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি।

তবে, যে বিষয়টি নিয়ে চর্চা চলছে তা হল- কয়লা পাচার বা গোরু পাচারের মতো হাইপ্রোফাইল মামলাগুলিতে ইডি-সিবিআই এতদিনেও আদালতে 'কনক্লুসিভ' বা চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে ব্যর্থ।

ফলে দীর্ঘ কারাবাসের পর জামিন পেয়ে গিয়েছেন একের পর এক অভিযুক্ত। দিনের শেষে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রের এই এজেন্সি-নির্ভর রাজনীতি কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই বিজেপি-বিরোধী প্রচারের সবচেয়ে বড় অস্ত্রটি তুলে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে, যদি সত্যিই বড় দুর্নীতি হয়ে থাকে, তবে তদন্ত শেষ হচ্ছে না কেন? কেন ভোটের আগেই কেবল তৎপরতা বাড়ে? কেজরিওয়াল বা হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারি এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতির সঙ্গে বাংলার মানুষ মিল খুঁজে পাচ্ছেন।

পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রতীক জৈনের বাড়িতে এই হানা আসলে দ্বিমুখী তরোয়াল। বিজেপি ভেবেছিল এটি দিয়ে তারা তৃণমূলের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। কিন্তু বাস্তবে, সঠিক প্রমাণ ও সাজার অভাবে এটি এখন ভোঁতা অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। উলটে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একে হাতিয়ার করে 'ভিকটিম কার্ড' খেলছেন এবং সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আদায় করতে চাইছেন। যে কারণে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলকে পথে নামাচ্ছেন তিনি।

দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, যখন কোনও নেতা বা ভোটকুশলী প্রমাণের অভাবে ছাড় পান বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হানার অভিযোগ ওঠে, তখন তা তদন্তকারী সংস্থার ব্যর্থতা হিসেবেই গণ্য হয়। বৃহস্পতিবারের নাটকীয় বিকেলের পর এটা স্পষ্ট, এজেন্সি দিয়ে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বিজেপি হয়তো নিজেদের জালেই জড়াচ্ছে। কারণ, বাংলার মানুষ আর শুধু অভিযোগ বা তল্লাশিতে বিশ্বাসী নয়, তাঁরা ফলাফল দেখতে চান। আর সেই ফলাফলের ঘরে বড়সড়ো শূন্যই এখন তৃণমূলের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পুঁজি।

## হুমকি ই-মেল

**কিশনগঞ্জ, ৮ জানুয়ারি :** কিশনগঞ্জ জেলা আদালতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। বৃহস্পতিবার সকালে ই-মেলে এমন একটি হুমকি আসার পর ব্যাপক হইচই শুরু হয়। তড়িঘড়ি আদালত চত্বরকে নিরাপত্তার বেড়াজালে মুড়ে ফেলা হয়। সবাইকে আদালত চত্বর থেকে বের করে দেওয়া হয়। জোরদার তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তবে শেষপর্যন্ত সন্দেহজনক কিছুই মেলেনি। সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানিয়েছেন। কে কোথা থেকে ই-মেলটি পাঠিয়েছিল তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

# মৌসম চলে যায় অজান্তে, জানেন না মৌসম!

*প্রথম পাতার পর*

তাঁর জেলা মালদাই এখন কংগ্রেসের শেষ দুর্গ। সেখানে তিনি একবার রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি হয়েও একফোঁটা ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি পনেরো বছরে। বাংলাতে তো নয়ই, মালদাতেও নয়। যে পদে একদা ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুলে যাবেন না, মৌসম কংগ্রেসের অন্দরে সেবার ভোটে জিতেছিলেন রাহুল গান্ধির প্রার্থী হিসেবে। হারিয়েছিলেন দীপা দাশমুন্সির মনোনীত প্রার্থী অরিন্দম ভট্টাচার্যকে। এখন কংগ্রেসের জাতীয় রাজনীতিতে কোথায় দীপা, কোথায় মৌসম!

ভুলি কী করে, মৌসম প্রথম বিধায়ক হন ২০০৮ সালে, মা রুবি নুরের মৃত্যুতে। গনি খানের ভাগ্নি ১৮ বছরেও রাজ্য রাজনীতিতে সামান্য তরঙ্গ তুলতে পারেনি। এখনও ঘুরেফিরে তাঁর চোখ সেই সুজাপুরে। মা ও মামার পুরোনো কেন্দ্রে। নজর এত ছোট কেন, মৌসম?

মৌসম নিয়ে হিন্দি সিনেমায় কত ভালো ভালো গান রয়েছে ভাবুন। ধরতি কহে পুকার কে, বীজ বিছা লে প্যায়ার কে, মৌসম বিতা যায় (দো বিঘা জমিন), আজ মৌসম বড়া বেইমান হ্যায় (লোফার), সুহানা সফর অউর মৌসম হাসিন (মধুমতী), ইয়ে মৌসম কা জাদু হ্যায় (হাম আপ কে হ্যায় কৌন), মৌসম ও মৌসম সুহানে আ গয়ে (জুদাই), ইয়ে রাতে ইয়ে মৌসম নদী কা কিনারা ইয়ে চঞ্চল হাওয়া (দিল্লি কা ঠগ)।

রাজনীতির মৌসমকে নিয়ে লিখতে গিয়ে সবার আগে মনে পড়ছে এই হাফ ডজন গান। সত্যিই, মৌসমের দিন চলে যাচ্ছে। মরশুম চলে যাচ্ছে। নিজের জেলাতেই, পিছনে গনি খানের বিশাল 'হ্যালো' থাকা সত্ত্বেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি মৌসম। অনেকটাই তাঁর উদ্যোগের অভাবে। তৃণমূল কর্মীরা মহম্মদ রফির গান গাইতে পারেন, মৌসম বড়া বেইমান।

মৌসমের ব্যর্থতার পিছনে কোথাও হয়তো বড় হয়ে গিয়েছে তাঁর ভদ্রতা বোধ, বিতর্কিত কথা বলতে না পারার 'ব্যর্থতা'! এবং তাঁকে ঘিরে থাকা অসৎ সঙ্গীরা। মালদার তৃণমূলের দিকে তাকান! যে নেতারা ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, সবাই দল বদলিয়া। এবং তাঁদের দাপট ওই নির্দিষ্ট একটা ছোট্ট অঞ্চল জুড়ে। আরএসপির রহিম বক্সী, ফরওয়ার্ড ব্লকের তজমুল হোসেন, কংগ্রেসের সাবিনা। প্রত্যেকেরই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি না করে দিন চলে না। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। জেলাজুড়ে দাপট দেখানোর ক্ষেত্রেও একশোয় শূন্য। মৌসম পারতেন হয়তো। তাঁর শিক্ষা ছিল। কিন্তু আভিজাত্যের আলসেমির মোড়কেই তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেল। কোথায় কী সুবিধা পাওয়া যাবে তা নিয়ে তিনি যেন বেশি ব্যস্ত ছিলেন। তৃণমূল তাঁকে বিধায়ক, রাজ্যসভার সাংসদ, মহিলা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব দেওয়া পর্যন্ত ঠিক ছিল। যেই তাঁর দায়িত্বজ্ঞানের অভাব দেখে তৃণমূল আগ্রহ হারাল, আগ্রহ গেল মৌসমের।

দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী একই সঙ্গে মৌসমের মামাতো দাদা এবং জামাইবাবু। ইশা ভদ্র, সৎ, মানুষের পাশে থাকেন। তবে সেই এক রোগ তাঁরও, মালদার নির্দিষ্ট ছোট্ট অঞ্চলেই কাজকর্ম সীমাবদ্ধ। সারা বাংলার হতে পারেন না, হওয়ার ইচ্ছেও নেই। বোন কাম শ্যালিকাকেও তিনি একই পথে নিয়ে গেলেন। আমাদের হাতে একটা করে কেন্দ্র থাক, তা হলেই চলবে। আমার রইল দক্ষিণ মালদা, তোর সুজাপুর। আমার সাংসদ পদ, তোর বিধায়ক পদ। জেলার পার্টি শক্তিশালী না হলেও চলবে। কোতুয়ালি পরিবারে শান্তি!

তবে শান্তি, শান্তি কোথায় আছে! দুর্জনেরা বলে থাকেন, ভাইবোনের রাতারাতি এক হয়ে ওঠার পিছনে গনি পরিবারের জমিজমা বাঁচানোর অনেক অঙ্ক কাজ করে। এমনিতে মালদায় মুসলিম ভোটব্যাংকে তৃণমূলের থাবা অনেকটা আলগা হয়েছে মমতা সরকারের ওয়াকফ ইস্যুতে মনোভাব নিয়ে। গনি পরিবারেও রয়েছে সেই সম্পত্তি হারানোর ভয়।

মালদার শাহজালালপুরের কোতুয়ালিতে গনি খানের পুরোনো বাড়িতে এখন চারটে পরিবার। একদিকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবু হাসেম, মানে ডালু থাকেন সাংসদ-পুত্র ইশাকে নিয়ে। ডালুর ভাই আবু নাসের, মানে নেবু ওই বাড়িতেই থাকেন, আলাদা প্রাচীর দিয়ে। আলাদা গেট তাঁর, অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন।

গনি খানের দুই ভাই-ই বেশ অসুস্থ। মৌসম থাকেন ডালুর দিকে। তাঁর বাড়ির পিছনে আবার থাকেন শেহনাজ কাদরি। মৌসমের নিজের মাসতুতো বোন। তিনি সরকারিভাবে এখনও তৃণমূলে। তবে মৌসমের মতোই, এতটুকু সিরিয়াস নন। পিছনে অনুগামী নেই। যারা ছিল, বসে গিয়েছে। রাজনীতিটা এই বোনও গা লাগিয়ে করেন না, পরিবার ভাঙিয়ে করেন। এসব দেখেশুনে রাজনীতি থেকে দারুণ মজা নিতে ভালোবাসেন যাঁরা, তাঁরা আবার কিশোর-আশার ওই বিখ্যাত 'মৌসম গান' গাইতে পারেন মহানন্দার তীরে বসে। ইয়ে রাতে ইয়ে মৌসম নদী কা কিনারা ইয়ে চঞ্চল হাওয়া।

মালদার মহানন্দার কিনারায় সত্যিই রাজনীতি আজ এক চঞ্চল হাওয়া। সুবিধেবাদের হাওয়া, দলবদলের হাওয়া, গোষ্ঠীবদলের হাওয়া, টাকা লুটের হাওয়া। মৌসম, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, খগেন মুর্মু, শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, তজমুল হোসেন, রহিম বক্সী, সাবিনা ইয়াসমিন সবাই এই গানই গাইতে পারেন। চঞ্চল হাওয়া এক সাংঘাতিক জিনিস।

### নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিন ম্যাচে নেই

# সূর্যদের চিন্তা বাড়িয়ে অস্ত্রোপচার তিলকের

**নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি :** ঘরের মাঠে বিশ্বসেরার মুকুট ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ।

ফেভারিট হিসেবেই নামবে ২০২৪-এর টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দল। ৭ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে অভিযান শুরুর আগে তিলক ভার্মার চোট চিন্তায় ফেলে দিল গৌতম গম্ভীরদের। রাতারাতি অস্ত্রোপচার। রিহ্যাব কাটিয়ে মাঠে ফিরতে ৩-৪ সপ্তাহ লাগবে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন অস্ত্রোপচার সফল। সুস্থ আছেন তিলক। আপাতত লম্বা বিশ্রাম। যার ধাক্কায় ২১ জানুয়ারি শুরু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম তিনটি থেকে ছিটকে গিয়েছেন। বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া রাতের দিকে তা জানানোর পরই টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ লিগে প্রথম কিছু ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। নিট ফল, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ৭ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে কপালে ভাঁজ

> মঙ্গলবার বাংলার বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেন হায়দরাবাদের অধিনায়ক তিলক। ম্যাচের পর থেকে অস্বস্তি। বুধবার তলপেটের তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হন। স্ক্যানের পর টেস্টিকুলার টর্সন ধরা পড়ে। করানো হয় আরও একাধিক রিপোর্ট। যে রিপোর্টের কপি ভারতীয় মেডিকেল টিমের কাছেও পাঠানো হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে রাতারাতি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত।

ভারতীয় থিংকট্যাংকের। মঙ্গলবার বাংলার বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেন হায়দরাবাদের অধিনায়ক তিলক। ম্যাচের পর থেকে অস্বস্তি। বুধবার তলপেটের তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হন। স্ক্যানের পর টেস্টিকুলার টর্সন ধরা পড়ে। করানো হয় আরও একাধিক রিপোর্ট। যে রিপোর্টের কপি ভারতীয় মেডিকেল টিমের কাছেও পাঠানো হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে রাতারাতি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত। ২ বছর আগেও তিনি একই সমস্যায় ভুগেছেন। তখন না হলেও এবার অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর সমর্থকদের উদ্দেশে তিলকে বার্তা, 'অফুরন্ত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আরোগ্যের পথেই রয়েছি। খুব দ্রুত মাঠে ফিরছি।'

ফলস্বরূপ, নিউজিল্যান্ড সিরিজে প্রস্তুতির বদলে রিহ্যাবে কাটাতে হচ্ছে তিলককে। অনিশ্চয়তা বিশ্বকাপ ঘিরেও। গ্রুপ লিগে ভারতের চার প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৭ জানুয়ারি), নামিবিয়া (১২ ফেব্রুয়ারি), পাকিস্তান (১৫ ফেব্রুয়ারি) ও নেদারল্যান্ডস (১৮ ফেব্রুয়ারি)। মাঠে ফিরতে সপ্তাহ চারেক লাগবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। ফলে প্রথম দুই ম্যাচে খেলা কার্যত অসম্ভব। ফেরার পর্ব দীর্ঘ হলে, চাপ আরও বাড়বে ভারতীয় দলের। নতুন করে টপ অর্ডারের কম্বিনেশন ভাবতে হবে।

অস্ত্রোপচারের পর স্বস্তিতে তিলক ভার্মা।

তিলককে নিয়ে টানাপোড়েনের কারণে বিকল্প চিন্তাভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে। দেবদূত পাডিক্কাল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে ভাসছে শ্রেয়স আইয়ারের নাম। দেশের জার্সিতে শেষবার ২০২৩-এর ডিসেম্বরে টি২০ খেলেছেন শ্রেয়স। গত দুই আইপিএলে ফর্মে থাকলেও সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে ডাক পাননি। চোট সারিয়ে ফেরার পর অবশ্য আবার শিরোনামে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে ডাক পেয়েছেন। মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে নেমে ব্যাটিং ও ফিটনেস পরীক্ষাতেও উতরে গিয়েছেন দুরন্ত ইনিংসে। অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের নিরিখে বাকিদের তুলনায় তিলকের বিকল্প ভাবনায় এগিয়ে আছেন শ্রেয়সই।

পাডিক্কাল অপরদিকে ধারাবাহিকভাবে রানের মধ্যে। মিডল অর্ডারে ব্যাকআপ হিসেবে কর্ণাটকের বাঁহাতি ব্যাটারের দিকে চোখ থাকবে। রুতুরাজ টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে স্বল্প সুযোগে বারবার নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। তিলকের পরিবর্ত হিসেবে রুতুরাজ ফের নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পেতে পারেন আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজে।

অ্যাসেজ জিতে ভক্তদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ। বৃহস্পতিবার সিডনিতে।

### বোথামকে ছুঁয়ে ফেললেন স্টার্ক

# জয় দিয়ে খোয়াজাকে বিদায় অস্ট্রেলিয়ার

**ইংল্যান্ড-৩৮৪ ও ৩৪২**
**অস্ট্রেলিয়া-৫৬৭ ও ১৬১/৫**
**(অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে জয়ী)**

**সিডনি, ৮ জানুয়ারি :** জ্যাকব বেথেলের মরিয়া চেষ্টা সত্ত্বেও অঘটন ঘটেনি সিডনি টেস্টে। ৫ ম্যাচের সিরিজের নির্ণায়ক দ্বৈরথেও জয়ী অস্ট্রেলিয়া। উসমান খোয়াজার 'ফেয়ারওয়েল ম্যাচ'-কে রঙিন করে সতীর্থকে জয় উপহার স্টিভেন স্মিথ ব্রিগেডের।

জিততে হলে বৃহস্পতিবার ম্যাচের শেষদিনে ক্যাঙারুদের দরকার ছিল ১৬০ রান। ৫ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। যার সুবাদে ৪-১ ব্যবধানে অ্যাসেজ জয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে নিজেদের একতরফা দাপট বজায় রাখল স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের উত্তরসূরিরা।

৩০২/৮ স্কোর থেকে এদিন খেলা শুরু করে ইংল্যান্ড। লিড ১১৯। ১৪২ রানে অপরাজিত ছিলেন বেথেল। যদিও দিনের প্রথম ঘণ্টাতেই প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দেওয়ার কাজ সেরে নেন মিচেল স্টার্ক (৭২/৩)। শুরুতেই বেথেলকে (১৫৪) আউট করে কাঁটা সরিয়ে দেন। জোশ টাঙ্গকেও (৬) ফেরান বাঁহাতি পেসার। যার সুবাদে নয়া মাইলস্টোন।

অ্যাসেজে জোড়া হাফ সেঞ্চুরি ও তিরিশ প্লাস উইকেটের নিরিখে ইয়ান বোথামের চল্লিশ বছরের নজির স্পর্শ করেন স্টার্ক। যার সুবাদে সিরিজ সেরাও। সিডনি টেস্টের সেরা পুরস্কার ট্রাভিস হেডের মাথায়। হ্যারি ব্রুকের 'নো' বলে আউট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলেও শুরু থেকে সিডনি টেস্টের রাশ নিজেদের হাতে ছিল অজিদের। এদিন ১৬১ রানের টার্গেটে পৌঁছোতে অসুবিধা হয়নি ক্যাঙারুদের।

শেষ ইনিংস খেলতে নামা উসমান খোয়াজাকে গার্ড অফ অনার ইংল্যান্ডের।

ইংরেজ বোলাররা ৫ উইকেট তুলে অঘটনের ক্ষীণ সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। তবে হেড (২৯), জেক ওয়াদারাল্ড (৩৪), মার্নাস লাবুশেন (৩৭), অ্যালেক্স ক্যারি (অপরাজিত ১২), ক্যামেরন গ্রিনদের (অপরাজিত ২২) ছোট ছোট ইনিংসগুলিতেই আটকে যায় সেই আশা। ১২১/৫ স্কোর থেকে অবিচ্ছিন্ন ৪০ রানে ম্যাচে ইতি টানেন গ্রিন-অ্যালেক্স ক্যারি।

উসমান খোয়াজার বিদায়ি ম্যাচ, বিদায়ি ইনিংস কিন্তু সুখকর হল না। দল জিতল। জিতে বিদায় নিলেও দুই ইনিংসে খোয়াজার সংগ্রহ ১৭ ও ৬। টাঙ্গ উইকেট ভেঙে দিয়ে খোয়াজার রঙিন ফেয়ারওয়েলের ইচ্ছেয় জয় ঢেলে দেন। হতাশা নিয়ে ফেরার পথে গোটা মাঠ উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল তাঁদের প্রিয় ব্যাটারকে। মাঠ ছাড়ার আগে সিডনির সবুজ ঘাসে চুম্বনও করলেন। শেষবার অজি জার্সি পরে মাঠে নামার আবেগের প্রতিফলন। জড়িয়ে ধরলেন সতীর্থ লাবুশেন। সম্মান জানিয়ে 'গার্ড অফ অনার' দিলেন বেন স্টোকসরা।

৪-১ ব্যবধানে অ্যাসেজ বিপর্যয়ে স্টোকসরা অবশ্য সমর্থক, সমালোচকদের কাঠগড়ায়। ইসিবি সূত্রের খবর, দলের ব্যর্থতার কারণ খতিয়ে দেখতে পর্যালোচনার পথে হাঁটতে চলেছে স্টোকসদের ক্রিকেট বোর্ড। কারও মতে, 'বাজবল' জমানার ইতি পড়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের বিদায় আসন্ন। অ্যাসেজ ধাক্কার জেরে জল কত দূর গড়ায়, সেটাই এখন দেখার।

# দলগত প্রয়াসে সাফল্য : স্মিথ

**সিডনি, ৮ জানুয়ারি :** আরও একটা অস্ট্রেলিয়া সফর। আরও একটা অ্যাসেজ।

ছবিটা বদলাল না এতটুকু। আবারও ভরাডুবি, একরাশ লজ্জা নিয়ে ফেরা। বাজবলের ফ্লপ শোয়ে ৪-১ ব্যবধানে হার। সিডনিতে তুল্যমূল্য লড়াইয়ের চেষ্টা চালিয়েও শেষ মুহূর্তে পা হড়কানোর চেনা ছবি। সামগ্রিক যে ব্যর্থতার জন্য প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার প্রশংসা করেও নিজেদেরই দুষছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

সিডনি টেস্ট ও সিরিজ শেষে স্টোকস বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া দুর্দান্ত দল। ব্যাট-বলে দারুণ পারফরমেন্স করল। কিন্তু বাস্তব হল, আমাদের এই ব্যর্থতার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। আমাদের আরও অনেক ভালো খেলার ক্ষমতা ছিল। সেরাটা দিতে পারিনি আমরা। তবে কৃতিত্ব প্রাপ্য স্টিভেন স্মিথ, প্যাট কামিন্স এবং অস্ট্রেলিয়া দলের।'

### ভরাডুবির জন্য নিজেদের দুষছেন স্টোকস

শুধু অ্যাসেজ সফর নয়, বিগত কয়েক সিরিজে ইংল্যান্ডের পারফরমেন্স গ্রাফ নিম্নমুখী। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো বড় সিরিজে সাফল্য আসেনি। স্টোকসও মানছেন, ম্যাককুলামের সঙ্গে জুটি বাঁধার পর শুরুটা প্রত্যাশিত হলেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যায়নি। টিম তৈরির কাজে সাফল্য এলেও সাম্প্রতিককালে দলগত পারফরমেন্স আশাপ্রদ নয়।

ইংল্যান্ড অধিনায়কের কথায়, কোথায় ভুল হচ্ছে তা খতিয়ে দেখে, সেই ফাঁকফোকর পূরণে কাজ করতে হবে। বিশ্বাস, পারলে আবারও জয়ের রাস্তায় ফিরবে বাজবল, থ্রি লায়ন্স। তবে অজিদের মাটিতে এসে অস্ট্রেলিয়া-হার্ডল পেরোনো সহজ নয়, সেই কথা ফের মনে করিয়ে দিলেন। স্টোকসের যুক্তি, অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে সাফল্য পেতে হলে ভুলচুকের জায়গা কম। উনিশ-বিশে তফাত গড়ে দেবে। ৪-১ সিরিজ হারে তারই প্রতিফলন।

আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ইংল্যান্ডের হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের কথাতেও। বেশ কিছুদিন ধরেই ম্যাককুলামকে সরানোর দাবি উঠছে। অ্যাসেজে বড় ব্যবধানে হার সেই আগুনে ঘি ঢেলেছে। কিংবদন্তি জিওফ্রে বয়কট ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বাঁচাতে ম্যাককুলাম ছাঁটাইয়ে সোচ্চার হয়েছেন। প্রাক্তন ওপেনারের মতে, টেস্ট ক্রিকেট আলাদা পরীক্ষা। কিন্তু বাজবলে গোড়ায় গলদ। যার জন্য দায়ী স্বয়ং হেডকোচ ম্যাককুলাম।

সমালোচনার মুখে দাঁড়িয়ে ম্যাককুলাম জানান, দলকে নিয়ে বিশ্বাস হারাননি। প্রয়োজন পর্যালোচনারও। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড যদি সামগ্রিক পর্যালোচনা করে ব্যর্থতা নিয়ে, আখেরে লাভ দলের। তিনি স্বাগত জানাবেন। তবে মোদ্দা কথা, কোথায় ভুল হচ্ছে, আর কোথায় কোথায় উন্নতির প্রয়োজন, সেই জায়গা চিহ্নিত করে কাজ করতে হবে।

উলটো ছবি অজি শিবিরে। স্টপগ্যাপ অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ

> অস্ট্রেলিয়া দুর্দান্ত দল। ব্যাট-বলে দারুণ পারফরমেন্স করল। কিন্তু বাস্তব হল, আমাদের এই ব্যর্থতার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। আমাদের আরও অনেক ভালো খেলার ক্ষমতা ছিল। সেরাটা দিতে পারিনি আমরা। তবে কৃতিত্ব প্রাপ্য স্টিভেন স্মিথ, প্যাট কামিন্স এবং অস্ট্রেলিয়া দলের।
>
> -বেন স্টোকস

বলেছেন, 'অ্যাসেজ জয়ের জন্য আমরা সবাই মুখিয়ে ছিলাম। পুরো শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছিলাম। গত ৪-৫ বছর ধরে দল ভালো ছন্দে রয়েছে। আশাবাদী, এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি দুর্দান্ত উইকেটকিপিং করল অ্যালেক্স ক্যারি। মিচেল স্টার্ক অবিশ্বাস্য। উসমান খোয়াজার অভিষেক ম্যাচেও ছিলাম আমি। আজ এর বিদায়ি ম্যাচ। দারুণ ব্যাটার, দুর্দান্ত মানুষ হিসেবে সবাই ওকে মনে রাখবে।'

অ্যাসেজে পর্যদুস্ত হয়ে মনমরা ইংল্যান্ড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম।

## শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ বিক্রম

**কলম্বো, ৮ জানুয়ারি :** রাহুল দ্রাবিড়ের সহকারী বিক্রম রাঠোরকে নতুন ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত করল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। দ্রাবিড় জমানায় ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন বিক্রম। ২০১৯ সালে ওডিআই বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল থেকে বিদায়ের পর যাবতীয় ব্যর্থতার দায় গিয়ে পরে ভারতের তৎকালীন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের ওপর। ওইসময়ই দায়িত্ব পান রাঠোর। ২০২৪ সালে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে টি২০ বিশ্বকাপ জেতে 'মেন ইন ব্লু'। তখনও জাতীয় দলের সঙ্গে ছিলেন তিনি। গত আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের ব্যাটিং কোচের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল রাঠোরকে।

সামনে আরও একটা টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে নিজেদের ব্যাটিং বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে রাঠোরকে দায়িত্ব দিল দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেট বোর্ড। জানা গিয়েছে, ১৫ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি।

## প্রাক্তন ফুটবলার সাদাতুল্লা প্রয়াত

**কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সাদাতুল্লা খান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। নিজের ফুটবল কেরিয়ারে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে খেলেছেন তিনি। ১৯৬৮ সালে দেশের হয়ে মারডেকা কাপে ভারতীয় দলের জার্সিতে তিনটি গোল করেছিলেন এই প্রয়াত স্ট্রাইকার।

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ঝোড়ো অর্ধশতরানের পথে হার্দিক পান্ডিয়া।

# হার্দিক-ঝড় অব্যাহত

**রাজকোট, ৮ জানুয়ারি :** বিধ্বংসী মেজাজে রয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া।

বিদর্ভের বিরুদ্ধে এক ওভারে পাঁচ ছক্কায় বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেছিলেন। আজ বিদর্ভের জায়গায় চণ্ডীগড়। পরিণতি সেই এক। ৩১ বলে ৭৫ রানের ইনিংসে ছক্কার বন্যা বইয়ে দিলেন। মাটিতে বল রাখার বদলে বেশিরভাগই উড়ে গেল গ্যালারিতে। তিনটি চারের পাশে মারলেন ৯টি ছক্কা। মিডল অর্ডারে নেমে ঝোড়ো ইনিংস খেললেন সতীর্থ জিতেশ শর্মাও (৩৩ বলে ৭৩)। হার্দিক-জিতেশদের দুরন্ত ফিনিশে রাজকোটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে পাহাড়প্রমাণ ৩৯১ রানের বোঝা চাপিয়ে দেয় ভদোদরা। জবাবে ২৪২ রানে গুটিয়ে যায় চণ্ডীগড়। ১৪৯ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে ৭ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'বি'-তে তৃতীয় স্থানে রয়েছে হার্দিকের ভদোদরা।

জয়পুরে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'সি'-তে উত্তেজক ম্যাচে পাঞ্জাবের কাছে ১ রানে হারল মুম্বই। প্রথমে ব্যাট করে ২১৫ রানে গুটিয়ে যায় পাঞ্জাব। অভিষেক শর্মা (৮) ব্যর্থ। সর্বোচ্চ ৭২ করেন রামনদীপ সিং। জবাবে একসময় মুম্বইয়ের স্কোর ছিল ১৯১/৪। সরফরাজ খানের (২০ বলে ৬২) ও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের (৩৪ বলে ৪৫) দাপটে অনায়াসে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া মুম্বইয়ের। ২৪ রানে শেষ ৬ উইকেট হারায় মুম্বই। নিশ্চিত হার আটকে পাঞ্জাবকে দুর্দান্ত জয় এনে দেন গুরনুর ব্রার (৫৭/৪), মায়াঙ্ক মার্কন্ডেয় (৩১/৪)। ফলস্বরূপ, ব্যর্থ হয় বিজয় হাজারেতে সরফরাজের করা ১৫ বলে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির নজির। অপরদিকে, স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। তাঁর অপরাজিত ১৩৪ রানের লড়াকু ইনিংসের সুবাদে পুরো ৪ পয়েন্ট পেল মহারাষ্ট্র। প্রথমে ব্যাটিং করে একসময় ২৫ রানে ৫ উইকেট হারায় মহারাষ্ট্র। সেখান থেকে ভিকি ওস্টওয়ালকে (৫৩) নিয়ে মহারাষ্ট্রকে ২৪৯ স্কোরে পৌঁছে দেন রুতুরাজ। জবাবে জয় লক্ষ্যের ৬ রান আগে ২৪৪/৯ স্কোরে থেমে যায় গোয়া।

### রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হারল মুম্বই

## জয় সিন্ধুর, হার লক্ষ্যর

**কুয়ালালামপুর, ৮ জানুয়ারি :** মালয়েশিয়া ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন পিভি সিন্ধু। বৃহস্পতিবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে তিনি ২১-৮, ২১-১৩ পয়েন্টে হারিয়েছেন জাপানের তোমোকা মিয়াজাকিকে। পুরুষদের সিঙ্গলস থেকে বিদায় নিয়েছেন লক্ষ্য সেন ও আয়ুষ শেট্টি। লক্ষ্য ২২-২০, ২১-১৫ পয়েন্টে হেরে যান হংকংয়ের লি চিয়ুকের কাছে। চিনের শি উকির কাছে ২১-১৮, ১৮-২১, ২১-১২ পয়েন্টে আয়ুষ পরাজিত হন। তবে পুরুষদের ডাবলসে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি ২১-১৮, ২১-১১ পয়েন্টে মালয়েশিয়ার মহম্মদ আরিফ-রয় কিংকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন।

# বিজয় হাজারেতে হেরে বিদায় বাংলার

**বাংলা-২৬৯ উত্তরপ্রদেশ-২৭২-৫**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** অভিষেক পোড়েলের অভাবটা বাকিরা ঢাকতে পারল না। দলের সিনিয়ার ব্যাটাররা দায়িত্ব নিতে পারল না। আরও দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল। এত কম রান করলে ম্যাচ জেতা যায় নাকি? জানি না ছবিটা কবে বদলাবে।

সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার কথাগুলো আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছিল। হতাশায় ডুবে বাংলার কোচ বলছিলেন, 'দলের ব্যর্থতার দায় আমাদের সবাইকে নিতে হবে। বুঝতে হবে পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে পারফর্ম করতে হয়। জানি না কবে আমাদের ক্রিকেটাররা সেটা বুঝবে।' পরিসংখ্যান বলছে, ২০১২-'১৩ সালের পর সর্বভারতীয় স্তরে কোনও সাফল্য নেই বাংলার। শেষবার যখন বিজয় হাজারে ট্রফি জিতেছিল বাংলা, দলের কোচ লক্ষ্মীরতন, বোলিং কোচ শিবশংকর পালরা তখন খেলতেন। মাঝের সময়ে শুধুই অন্ধকার, শূন্যতায় ভরা বাংলার ক্রিকেট সংসার।

দিন, বছর বদলে গেলেও বাংলার ব্যর্থতার ছবিটা বরাবরই এক থেকে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে আজ বিজয় হাজারের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ৫ উইকেটে হার তাই নতুন কিছু বিষয় নয়। কিন্তু যেটা উদ্বেগের, সেটা হল দল হিসেবে সার্বিক ব্যর্থতা। ব্যাটাররা রান করতে জানেন না। বোলাররা ছন্দে নেই। আর ফিল্ডিংয়ে নিয়ম করে ক্যাচ মিস করাটাও 'রোগে' পরিণত হয়েছে বহুদিন। নিট ফল, উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে

শতরান করে ম্যাচের সেরা হলেন উত্তরপ্রদেশের ধ্রুব জুরেল।

ম্যাচ হেরে এবারের মতো বিজয় হাজারে থেকে বিদায় বাংলার। প্রথমে ব্যাটিং করে ৪৫.১ ওভারে ২৬৯ রানে শেষ বাংলা। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ধ্রুব জুরেল (১২৩), রিঙ্কু সিংদের (অপরাজিত ৩৭) দাপটে ৪২.২ ওভারে ২৭২/৫ তুলে অনায়াস জয় উত্তরপ্রদেশের।

প্রতি মরশুমেই তার প্রমাণ মিলছে। আজ টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে বাংলার হয়ে লড়লেন একা সুদীপকুমার ঘরামি (৯৪)। বাকিদের ব্যাটে রান নেই। শেষদিকে আকাশ দীপ ১৬ বলে ৩৩ রানের ঝড় না তুললে বাংলার রান ২৫০ পার হত না। আধুনিক ক্রিকেটে ২৬৯ কোনও

### জুরেল ১২৩, রিঙ্কু ৩৭

চোদ্দো বছর আগে বাংলার প্রাক্তন জোরে বোলার অশোক দিন্দা একটি মন্তব্য করেছিলেন। বাংলার ব্যর্থতা নিয়ে বলেছিলেন, 'দোকানে মাল নেই, শাটার খুলে রেখে তাই লাভও নেই।' দিন্দার মন্তব্য ঝড় তুলেছিল বাংলা ক্রিকেটে। তৎকালীন সিএবি সভাপতি প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়াকে আসরে নামতে হয়েছিল ড্যামেজ কন্ট্রোলে। বাস্তবে দিন্দার মন্তব্য কতটা বাস্তব, রানই নয়। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে মহম্মদ সামি (৫৩/১), আকাশ (২৭/১), অঙ্কিত মিশ্রদের (৬৮/১) ক্লাব স্তরে নামিয়ে এনে অনায়াস জয় রিঙ্কুর উত্তরপ্রদেশের।

সাদা বলের ক্রিকেট মরশুম শেষের পর বাংলার হাতে এখন পড়ে রয়েছে রনজি ট্রফি। সেখানে অভিমন্যু ঈশ্বরণরা কী করেন, সেটাই এখন দেখার।

## মঞ্জরেকারকে তোপ বিরাটের ভাইয়ের

**নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি :** টেস্ট থেকে অবসর নিয়ে সহজ ফর্ম্যাট বেছে নিয়েছেন বিরাট কোহলি। জো রুট, স্টিভেন স্মিথ, কেন উইলিয়ামসনরা যেখানে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায়, সেখানে কোহলি টেস্ট থেকে অবসর নিয়ে তুলনায় সহজ একদিনের ক্রিকেটকে বেছে নিয়েছেন।

প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মঞ্জরেকার গতকাল আচমকাই এভাবে খোঁচা দিয়েছিলেন কোহলিকে। বিরাটের তরফে এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। কিন্তু তার আগে আজ বিরাটের ভাই বিকাশ কোহলি

> কিছু মানুষের শুধু ডাল-রুটিতে হয় না। আরও বেশি কিছুর প্রয়োজন হয়। আর যখনই সেই প্রয়োজন হয়, বিরাটের নাম জড়িয়ে মন্তব্য করে দেয়।
>
> -বিকাশ কোহলি

সমাজমাধ্যমে তোপ দেগেছেন মঞ্জরেকারের বিরুদ্ধে। বিরাটের ভাই বিকাশ জানিয়েছেন, কিছু মানুষ তাঁদের ডাল-রুটি খাওয়ার পাশে আরও বেশি কিছুর প্রত্যাশা থেকে বিরাটের নাম টেনে আনেন। বিরাটের ভাই সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'কিছু মানুষের শুধু ডাল-রুটিতে হয় না। আরও বেশি কিছুর প্রয়োজন হয়। আর যখনই সেই প্রয়োজন হয়, বিরাটের নাম জড়িয়ে মন্তব্য করে দেয়।' উল্লেখ্য, বিরাট আপাতত ভদোদরায় ভারতীয় দলের সঙ্গে রয়েছেন।

# শিষ্য অর্জুনের কাছে হার গুরু আনন্দের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :** টাটা স্টিল দাবার দ্বিতীয় দিনে গুরু-শিষ্যর লড়াইয়ে হার গুরুর।

প্রথমদিনে নিজস্ব মেজাজে দেখা গিয়েছিল কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দকে। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনে চতুর্থ রাউন্ডে তিনি মুখোমুখি হন অর্জুন এরিগাইসির। সদ্য ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে আসা 'ছাত্র' অর্জুনের কাছে হেরে যান আনন্দ। তবে পরের রাউন্ড থেকে ঘুরে দাঁড়ান তিনি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাউন্ড জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন আনন্দ।

এদিন অবশ্য দুরন্ত ফর্মে দেখা গিয়েছে আরেক ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার নিহাল সারিনকে। তিনি তিনটি রাউন্ডেই জয় পেয়েছেন। দিনের শেষে ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে আনন্দের সঙ্গে পয়েন্ট টেবিলে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থানে রয়েছেন নিহাল।

অন্য ভারতীয়দের মধ্যে অর্জুন ও রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ দিনের শেষে ৩.৫ পয়েন্ট পেয়েছেন। বিদিত গুজরাটি ৩ পয়েন্ট ও অরবিন্দ চিথাম্বরম ১ পয়েন্ট পেয়েছেন। মহিলাদের বিভাগে ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে কাতেরিনা লাগনো শীর্ষে রয়েছেন। ভারতীয় দাবাড়ুদের মধ্যে ভান্তিকা আগরওয়াল ৩ পয়েন্ট পেয়েছেন। হারিকা দ্রোনোভালি, রমেশবাবু বৈশালী ও রক্ষিতা রবি ২.৫ পয়েন্ট পেয়েছেন। ২ পয়েন্ট নিয়ে সবার শেষে রয়েছেন দিব্যা দেশমুখ।

টাটা স্টিল দাবায় আনন্দের বোর্ডে চোখ প্রজ্ঞানানন্দের।

# ’২৬-এ নয়া শুরুর অপেক্ষায় রোকো

শুভমান গিলকে নিয়ে ভদোদরার পিচ পরিদর্শনে গৌতম গম্ভীর।

ভদোদরা, ৮ জানুয়ারি : আবেগের ছবিটা একই রয়েছে। উন্মাদনা আরও বেড়েছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে প্রত্যাশাও।

ক্যালেন্ডারে বছর ঘুরে গিয়েছে। ২০২৫ এখন অতীত। নতুন বছর ২০২৬ শুরু হয়ে গিয়েছে কালের নিয়মে। আর শুরুর দিন থেকেই বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে ক্রিকেটমহলে চলছে আলোচনা, জল্পনা। চলতি বছরে তাঁদের কতবার মাঠে দেখা যাবে? রোকো ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপে খেলবেন তো? কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের মেয়াদ আর কতদিন? রোকোর সঙ্গে কোচ গম্ভীরের সম্পর্কের রসায়ন কি স্বাভাবিক এখন?

এমন হাজারো প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে রবিবার থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে। গতকালই রোকো পৌঁছে গিয়েছিলেন ভদোদরায়। তাঁদের নিয়ে উন্মাদনা গণহিস্টিরিয়ায় পরিণত হয়েছিল। সঙ্গে রবিবারের একদিনের ম্যাচের টিকিটের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছিল ভদোদরায়। নতুন স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে সেখানে। ২০২৪ সালে মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ হলেও পুরুষদের ম্যাচ রবিবারই প্রথম। আর সেই ম্যাচের আকর্ষণ হিসেবে হাজির রোকো। স্বাভাবিকভাবেই আবেগ, উন্মাদনা থাকবেই।

এই আবেগের আবহে আজ সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়া নেমে পড়ল অনুশীলনে। বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচ খেলে হর্ষিত রানা ও ঋষভ পন্থ ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে ঢুকে পড়েছেন আজই। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের যাবতীয় আকর্ষণের মূলে রোকো। টিম ইন্ডিয়ার দুই প্রাক্তন অধিনায়ক ছাড়াও মহম্মদ সিরাজ ও শ্রেয়স আইয়ারের জন্যও রবিবার থেকে শুরু হতে চলা তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ মহাগুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজে সিরাজ স্কোয়াডে ছিলেন না। ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করেই তিনি দলে ফিরেছেন। ফলে নিজেকে প্রমাণের জন্য সিরাজের কাছে নিউজিল্যান্ড সিরিজ নিশ্চিতভাবেই বড় মঞ্চ হতে চলেছে। শ্রেয়সের জন্যও ছবিটা একইরকম। চোট সারিয়ে ফিটনেসের প্রমাণ দিয়ে তিনি জাতীয় দলে ফিরেছেন। নিউজিল্যান্ড সিরিজে শ্রেয়স পারফর্ম করতে পারলে টি২০ বিশ্বকাপ স্কোয়াডে চোটের তালিকায় থাকা তিলক ভার্মার পরিবর্ত হওয়ার দাবি তুলতে পারবেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত কী হলে কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে নতুন বছরে নয়া শুরুটা সবদিক থেকে ভালো করতে চাইছে টিম ইন্ডিয়া। এখন দেখার রোকো রোশনাইয়ে ফের ভারতীয় ক্রিকেট ভেসে যায় কি না।

# ক্ষতি কমাতে ফুটবলারদের বেতনে কোপ

## লোনে ফুটবলার ছাড়ছে লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : আইএসএল আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তার মেঘ কাটলেও উদ্বেগ কমেনি ক্লাবগুলোর।

অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে অধিকাংশ ক্লাবই ফুটবলারদের বেতনে কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অবশ্য এই বিষয়ে ভিন্নমত। সবুজ-মেরুনের ফুটবলারদের বেতন কাটার কোনও পরিকল্পনাই নেই। অন্যদিকে, পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। সূত্রের খবর, আর্থিক বোঝা কমাতে রিজার্ভ দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলারদের লোনে অন্য ক্লাবে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লাল-হলুদ।

এবার সবমিলিয়ে ৯১টি ম্যাচ হবে দেশের শীর্ষ লিগে। গত মরশুমের তুলনায় সংখ্যাটা অনেকটাই কম। ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব নিতে হবে ক্লাবগুলিকেই। সম্প্রচার সত্ত্ব থেকেও এবার কোনও লভ্যাংশ পাবে না অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি। এমনকি চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ দলের জন্য ধার্য আর্থিক পুরস্কারের অঙ্কও এক ধাক্কায় অনেকটা কমে যাচ্ছে। গত মরশুমেও লিগ চ্যাম্পিয়ন দল সাড়ে তিন কোটি ও কাপ চ্যাম্পিয়নরা ছয় কোটি টাকা পেয়েছে। আর্থিক পুরস্কার পেত তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারী দলও। সেখানে এবার চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য আড়াই কোটি ও রানার-আপ দলের জন্য দেড় কোটি টাকা পুরস্কার ধার্য করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কমাতে ছয়টি ক্লাব বেতন কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে ফুটবলারদের কাছে। যে তালিকায় রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি, মুম্বই সিটি এফসি-র মতো বড় নামও।

ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে বলের দখল পেতে মরিয়া মহম্মদ বসিম রশিদ।

এবার শুরু থেকেই আইএসএলে অংশগ্রহণের বিষয়ে নিমরাজি ছিল ওডিশা এফসি। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপে একরকম বাধ্য হয়েই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। একই অবস্থা চেন্নাইয়ান এফসি-রও। বেঙ্গালুরু এফসি-র কর্ণধার পার্থ জিন্দাল সমাজমাধ্যমে নিজেই লিখেছেন, ‘আইএসএলের নতুন কাঠামোয় সব ক্লাবকেই বিপুল ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে। আশা করি খেলোয়াড়রাও ক্লাবগুলির আর্থিক চাপের বিষয়টা বুঝবে। এই পরিস্থিতিতে ফুটবলারদের থেকে সহযোগিতা না পেলে অনেক ক্লাবকেই হয়তো স্থায়ীভাবে কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হবে।’

চেন্নাইয়ান আবার এই বিষয় সরাসরি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপ চেয়েছে। যদিও ক্রীড়ামন্ত্রকের প্রশ্ন, ফুটবলারদের বেতন কাটার পর তারা ফিফার দ্বারস্থ হলে সেই দায় কে নেবে? জানা গিয়েছে, কম ম্যাচ খেলতে হবে এই বিষয়টিকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই ফুটবলারদের কাছে বেতন কমানোর অনুরোধ জানিয়েছে একাধিক ক্লাব। যে সব ফুটবলারদের বেতন কোটির ওপরে তাদের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেতন কমানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আর যাদের বেতন এক কোটির কম তাদের ক্ষেত্রে অঙ্কটা ১৫ থেকে ২০ শতাংশ।

ডব্লিউপিএল শুরুর আগে ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে পাঁচ অধিনায়ক- গুজরাট জায়েন্টসের অ্যাশলে গার্ডনার, দিল্লি ক্যাপিটালসের জেমিমা রডরিগজ, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হরমনপ্রীত কাউর, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর স্মৃতি মান্ধানা এবং ইউপি ওয়ারিয়র্সের মেগ ল্যানিং। শুক্রবার উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে মুম্বই এবং বেঙ্গালুরু। নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে খেলা শুরু সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে। খেলা দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টারে।

# ফাজিলাকে নিয়ে স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল

## শীর্ষে থেকেই প্রথম পর্ব শেষের লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বাকি ছয় দলের থেকে এক ম্যাচ কম খেলেও ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল। এক নম্বর জায়গাটা ধরে রেখেই লিগে প্রথম পর্বের যাত্রা শেষ করতে চাইছে লাল-হলুদ প্রমীলাবাহিনী। তার জন্য শুক্রবার গোকুলাম কেরালা এফসি ম্যাচ থেকে যে কোনও মূল্যে তিন পয়েন্ট চাইছেন ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ।

গত ম্যাচে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন দুরন্ত ছন্দে থাকা ফাজিলা ইকওয়াপুট। হাসপাতালেও ভর্তি করা হয় তাঁকে। ফলে গোকুলাম ম্যাচে ফাজিলার খেলা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল। যদিও বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে তিনি নিজেই বলে দিলেন, ‘ভালো আছি। মাঠে নামার জন্য তৈরি।’ একই সঙ্গে গোকুলামকে হারানোর বিষয়ে আত্মবিশ্বাস উপচে পড়ল ফাজিলার গলায়।

সামনে এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপ। তার জন্য আইডব্লিউএল-এ আপাতত লম্বা বিরতি। মাঝের এই সময়ে ছন্দপতনের আশঙ্কা করছেন অ্যান্থনি। বলেছেন, ‘শুধু আমাদের নয়, এই বিরতিতে সব দলেরই ছন্দ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। তবে আপাতত আমাদের লক্ষ্য লিগ শীর্ষে থেকে এই পর্ব শেষ করা।’ ৮ দলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ও শ্রীভূমি এফসি এই পর্বে একটি করে ম্যাচ কম খেলে রয়েছে। প্রথম দিনেই এই দুই দলের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। তবে ওইদিনই সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলতে নেমেছিল মহিলা মশাল ব্রিগেড। যে কারণে সাময়িকভাবে ম্যাচটি স্থগিত রাখা হয়।

> “শুধু আমাদের নয়, এই বিরতিতে সব দলেরই ছন্দ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। তবে আপাতত আমাদের লক্ষ্য লিগ শীর্ষে থেকে এই পর্ব শেষ করা।
> -অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ

# আটকে গেল দুই ম্যাঞ্চেস্টারই

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি : কোচ ছাঁটাইয়ের পরও ভাগ্য ফিরল না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। বুধবার রাতে বার্নলের কাছে আটকে গেল রেড ডেভিলরা। ব্রাইটনের সঙ্গে ড্র করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও।

ব্রাইটনের বিরুদ্ধে পয়েন্ট খুইয়ে হতাশ ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।

রুবেন অ্যামোরিমকে ছেঁটে ফেলার পর লাল ম্যাঞ্চেস্টারের দায়িত্ব নিয়েছেন ড্যারেন ফ্লেচার। তাঁর অধীনে প্রথম ম্যাচ বার্নলের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করল ইউনাইটেড। শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও বেঞ্জামিন সেসকোর জোড়া গোল ম্যাচে ফেরায় ম্যান ইউকে। তবে বার্নলের শেষ মুহূর্তের গোলে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়।

## হার চেলসির

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ১-১ গোলে ড্র করল ব্রাইটনের সঙ্গে। বুধবার রাতে ক্লাবের হয়ে ১৫০তম গোল করেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। সংযুক্তি সময়ে গোল শোধ করে ব্রাইটন। অন্য ম্যাচে ফুলহ্যামের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেল চেলসি। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট ২২ মিনিটে মার্ক কুকুরেলার লাল কার্ড। ফলে বেশিরভাগ সময়টাই দশজনে খেলতে হয় চেলসিকে। ৫৫ মিনিটে পিছিয়ে পড়ার পরও ৭২ মিনিটে সমতা ফেরায় ব্লুজ ব্রিগেড। ম্যাচের শেষলগ্নে গোলহজম করে পয়েন্ট হাতছাড়া করে তারা।

# জয়ী বর্ধমান, ২৪ পরগনা

ক্যানিং, ৮ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে শুক্রবার বর্ধমান ব্লাস্টার্স ১-০ গোলে হারিয়েছে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-কে। একমাত্র গোলটি চিজোবার। নর্থ

২৪ পরগনা এফসি ২-১ গোলে জিতেছে এফসি মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে। মেদিনীপুরের গোলস্কোরার কৌয়াতারা। ২৪ পরগনার অমিত বসাক ও জোমুয়ানসাঙ্গা গোল পেয়েছেন।

# সুপার কাপ ফাইনালে বার্সা

জেড্ডা, ৮ জানুয়ারি : অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা।

ভারতীয় সময় বুধবার রাতে স্প্যানিশ সুপার কাপ সেমিফাইনালে ৫-০ গোলে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে বিধ্বস্ত করেছে বার্সেলোনা। জোড়া গোল ব্রাজিলীয় তারকা রাফিনহার। বাকি গোলগুলি করেন ফেরান টোরেস, ফার্মিন লোপেজ ও রুনি বার্ডঘি।

ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে দাপুটে ফুটবল ফ্লিকের ছেলেদের। যার সামনে কার্যত দিশেহারা ইনাকি উইলিয়ামসরা। ম্যাচের ২২ মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন টোরেস। এরপর ৩০ থেকে ৩৮ মিনিটের মধ্যে আরও তিন গোল করে ম্যাচ নিজেদের পকেটে পুরে নেয় বার্সা। ৩০ মিনিটে বার্সেলোনার হয়ে দ্বিতীয় গোল ফার্মিনের। ৩৪ মিনিট রুনি বার্ডঘি তৃতীয় গোলটি করে যান। ৩৮ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন রাফিনহা।

## বিলবাওকে পঞ্চবাণ

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ৫২ মিনিটে দলের পঞ্চম ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান রাফিনহা। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে লামিনে ইয়ামাল, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডদের নামালেও আর কোনও গোল হয়নি। ম্যাচের পর বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, ‘আমি ছেলেদের কাছ থেকে এই পারফরমেন্স প্রতি ম্যাচে চাই। এই জয় আমাদের ফাইনালে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।’ গত মরশুমেও সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বার্সা। এবার তারা খেতাব ধরে রাখতে মরিয়া।

এদিকে, সেমিফাইনালে বিধ্বস্ত হওয়ার পরে বিলবাওয়ের অধিনায়ক ইনাকি উইলিয়ামস বলেছেন, ‘২০২৬ সালে নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে। আমাদের সমর্থকদের গর্বিত করার চেষ্টা করব।’

# সুপ্রিম কাপে সেরা বিবেকানন্দ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : আইএফএ ও সুপ্রিম নলেজ ফাউন্ডেশন আয়োজিত আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৪ স্কুল ফুটবল সুপ্রিম কাপ চ্যাম্পিয়ন হল ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে ফাইনালে তারা ৬-২ গোলে হারাল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঘাসিয়ারা বিদ্যাপীঠকে। তিন গোল করে ফাইনালের সেরা মুচিরাম মুর্মু।

**e-Tender Notice**

The Chairman, Mal Municipality invites e-Tender for APAS Scheme within Mal Municipality **eNIT No.** MM/C/APAS/11/2025-26 (Sl 01 to 04) **Tender ID.** 2026_MAD_5007172_1 to 04 **Last date of bidding (online):** 15.01.2026 up to 17:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at **https://tenders.wb.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairman
Mal Municipality

# ছেড়ে দেওয়া হল মার্টিনকে

সিডনি, ৮ জানুয়ারি : ড্যামিয়েন মার্টিনের সুস্থ হয়ে ওঠার খবর আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে গেলেন। কোমায় চলে যাওয়ার আটদিনের মধ্যে তিনি বাড়ি ফিরবেন অনেকেই ভাবতে পারেননি। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার কোমায় চলে যান।

# আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্সে আশিকা

আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স মিট কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে শুরু হবে ১২ জানুয়ারি থেকে। সেখানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে নামবেন আলিপুরদুয়ার জেলার আশিকা ওরাওঁ। মহিলাদের লং জাম্প ও হাই জাম্পে আশিকা অংশ নেবেন। বৃহস্পতিবার তিনি রওনা হয়েছেন।

লং ও হাই জাম্পে নামবেন আশিকা ওরাওঁ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বিজ্ঞাপন

# ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

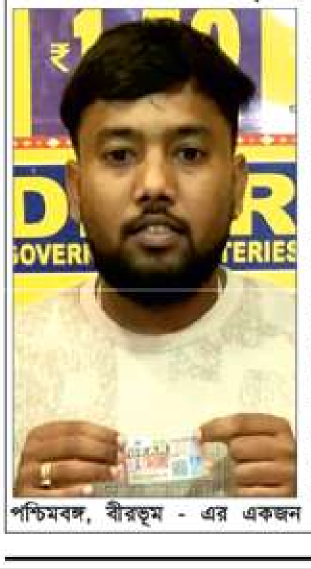

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা বিজয় সাহানি - কে 05.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80G 88968 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই এক কোটি টাকার জয় আমার জীবনে নতুন উৎসাহ ও আশা নিয়ে এসেছে। আমি গর্বিত যে এখন নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারি। এই আশীর্বাদের জন্য আমি ডিয়ার লটারির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

# এনবিইউয়ের কোচ রমেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ) দল ঘোষিত হয়েছে। কোচ করা হয়েছে রমেন্দ্রনারায়ণ মিশ্রকে। ম্যানেজারের দায়িত্বে দেবজিৎ সরকার। দলে রয়েছেন- ভাস্কর রায়, স্বদেশ রায়, অর্ক দাস, দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়, অঙ্কিত ভৌমিক, কৌস্তভ ঘোষ, বিবেক ওরাওঁ, তপোব্রত গুহ, শুভঙ্কর পুরোকায়স্থ, হৃষীকেশ সরকার, দীপায়ন বর্মন, জয়দীপ পাল, নীতিন মল্লিক, শুভম মুন্ডা, রোহিত জসওয়াল ও অর্ণব রায়। প্রতিযোগিতাটি কটকের রাভেনশ ইউনিভার্সিটিতে ১০ থেকে ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে দিব্যাংশ শর্মা।

# বড় জয় অগ্রগামী সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার অগ্রগামী সংঘ ২৪৭ রানে উড়িয়ে দিয়েছে সবুজের অভিযান ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে অগ্রগামী ৪৩ ওভারে ৭ উইকেটে ২৬৮ রান তোলে। উজান চৌধুরীর অবদান ৫৪ রান। অরিত্র চট্টোপাধ্যায় ৪৫ রান করে। মৃত্যুঞ্জয় বর্মন ৪১ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে সবুজের অভিযান ২০.৫ ওভারে ২১ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের কোনও ব্যাটারই ৪ রানের বেশি করতে পারেনি। ম্যাচের সেরা দিব্যাংশ শর্মার শিকার ৪ রানে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে হৃমন সরকরা (৪/৩) ও বিজেন্দ্র বর্মন (৬/৩)। শুক্রবার খেলবে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ও স্বস্তিকা যুবক সংঘ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন শুভঙ্কর দে।

# ভিবজিওরকে হারাল দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৬ উইকেটে জিতেছে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। তরাই স্কুল মাঠে টসে হেরে ভিবজিওর ৩৭ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯২ রান করে। আলিশান আলি ৫৩ ও উৎপল ঘোষ ৪১ রান করেন। ২১ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন সম্রাট দে। জবাবে দাদাভাই ২৬.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর দে রেখে এসেছেন ৮২ রান। শুক্রবার খেলবে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও এনআরআই।

# ফাইনালে দলসিংপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। রবিবার ফাইনালে দলসিংপাড়া মুখোমুখি হবে তরঙ্গাবাড়ি এফসি-র। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে জিতেছে জলপাইগুড়ি পুলিশের বিরুদ্ধে। মিলন মোড় মাঠে ৬২ মিনিটে সুরজ কেরকেট্টা গোল করেন। ৭৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান হেমরাজ ভুজেল। ম্যাচের সেরা দলসিংপাড়ার অরুণ তামাং।

# কোয়ার্টারে বিদায় এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : রাঁচিতে আয়োজিত পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ২-০ গোলে এনবিইউ-কে হারিয়ে দেয়।

# জয়ী দিলীপ-মলয়, সমীর-জয়ন্ত

বাগডোগরা, ৮ জানুয়ারি : আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের দ্বিতীয় বর্ষ অকশন ব্রিজে বৃহস্পতিবার প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন সমীর মিত্র-জয়ন্ত দেবনাথ, শিবশংকর দাস-মনতোষ ব্যাপারী, দিলীপ সিনহা-মলয় বাগচী, তাপস কর-চম্পক দাস, রতন সাহা-অভিজিৎ হালদার, সুবোধ অধিকারী-অমলকান্তি বসাক, বিপ্লব মজুমদার-বিশ্বজিৎ পোদ্দার ও সুকান্ত নিয়োগী-বাবুয়া ঘোষ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে দীপ রায়। ছবি : অনীক চৌধুরী

# অংশুমান, দীপের দাপট

জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : নেতাজি মডার্ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির জুনিয়ার প্রিমিয়ার লিগ টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার আরএসএ ১৪৪ রানে হারিয়েছে ধূপগুড়ি সিএ দলকে। প্রথমে আরএসএ ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৮ রান করে। দীপ রায়ের অবদান ৭২ রান। জবাবে ধূপগুড়ি ৩৪ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা দীপ ৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

পরে জটেশ্বর সিএ ৬ উইকেটে জিতেছে এসএসপিসিএ দলের বিরুদ্ধে। প্রথমে এসএসপিসিএ ৮ উইকেটে ১০৫ রান করে। তুষার রায়ের অবদান ৩৩ রান। অংশুমান সরকার ৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে। জবাবে জটেশ্বর ৪ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অংশুমান ৩৮ রান করে। আয়ুষ মাহাতো ২৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

# বাংলা হকি দলে মাথাভাঙ্গার ২

ঘোকসাডাঙ্গা, ৮ জানুয়ারি : রাজস্থানের উদয়পুরে ১২-১৭ জানুয়ারি হতে চলেছে অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় স্কুল হকি গেমস। তার জন্য বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে মাথাভাঙ্গার দুই খেলোয়াড় দিবাকর বর্মন ও মনোজিৎ বর্মন। তারা কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। মনোজিতের বাবা কৃষক, দিবাকরের বাবা পেশায় টোটো চালক। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাস বলেছেন, ‘এখানে হকির উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। তা সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রম করে ওরা রাজ্য দলে সুযোগ পেয়েছে। ওদের সাফল্য কামনা করি।’ বৃহস্পতিবার তারা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। শুক্রবার কলকাতা থেকে রাজস্থান রওনা হবে।

# মিডিয়া কাপ ফুটবল

বাগডোগরা, ৮ জানুয়ারি : নেপাল ও ভারতের মিডিয়া জগতের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং পর্যটনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রীতি ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমবার অনুষ্ঠেয় এই প্রতিযোগিতার নাম রাখা হয়েছে ইন্দো-নেপাল মেচিনগর মিডিয়া কাপ। যা ১১ ও ১২ জানুয়ারি নেপালের ঝাপা জেলার কাঁকরভিটা সীমান্ত এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এতে নেপাল ও ভারতের উত্তরবঙ্গ এবং সিকিম অঞ্চলের কর্মরত সাংবাদিকরা অংশ নেবেন।